# অপূর্ব্ব মিলন

নাটক।

শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহ

প্রণীত।

ভবানীপুর।

ভবানীপুর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।

মূল্য ৶৹ তের আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

# উৎসর্গ।

পরমারাধ্য, পূজ্যপাদ —

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারিকা নাথ বিদ্যাভূষণ,

সোম প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

দেব! আপনি বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান নেতা। আপনার করকমলে আমার এই বহুযত্ন সঞ্চিত "অপূর্ব্ব মিলন নাটক খানি" অর্পণ করিলাম। ইহা যে আপনার প্রীতিজনক হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অনুগত
শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ দাসস্য

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

| | |
|---|---|
| শ্রীবৎস। ... ... ... | প্রাগ্‌দেশাধিপতি। |
| বাহুদেব। ... ... | সৌতিপুরাধিপতি। |
| ইন্দ্রভূষণ। ... ... ... | বাহুদেবের পুত্র। |
| প্রাগ্‌দেশাধিপতির অমাত্য। | |
| সৌতিপুরাধিপতির অমাত্য। | |
| কেনারাম।<br>ফেলারাম।<br>নারায়ণ।<br>ভোলানাথ। ... ... | কাষ্ঠচ্ছেদকগণ। |
| কর্ম্মচারী। ... ... | শনিগ্রস্ত রাজা শ্রীবৎস। |

শনিদেব, পুরোহিত, রক্ষকগণ, সভাসদগণ,
দূতগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

## স্ত্রীগণ।

| | |
|---|---|
| চিন্তাদেবী ... | প্রাগ্‌দেশ মহিষী। |
| ইন্দুমতী ... | সৌতিপুরাধিপের মহিষী। |
| ভদ্রা। ... | ঐ কন্যা। |
| শ্যামা। ... | ইন্দুমতীর দাসী। |
| কমলা।<br>বিমলা। ... | ভদ্রার সখীদ্বয়। |
| কুষ্ঠগ্রস্ত স্ত্রীলোক ... | রাজ্ঞী চিন্তাদেবী। |

লক্ষ্মীদেবী, রোহিণী, মালিনী, ইত্যাদি।

## অশুদ্ধ সংশোধন ।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩ | ১ | সসব্যস্তে | শশবাস্তে |
| ” | ১০ | ঐ | ঐ |
| ১০ | ১৩ | ঐ | ঐ |
| ১৪ | ১৭ | আগুণের | আগুনের |
| ১৫ | ১৮ | আগুণ | আগুন । |
| ২৩ | ১৯ | অছে | আছে । |
| ২৪ | ১০ | স্বামি | স্বামী । |
| ২৬ | ৬ | রজনিতে | রজনীতে |
| ৩৩ | ১৫ | দারূণ | দারুণ । |
| ৩৩ | ১৯ | ইতঃস্তত | ইতস্ততঃ |
| ৫২ | ১০ | অবস্থিতি | অবস্থান । |
| ৬০ | ২১ | পোড়সী | পড়সীদের |
| | | মাজি | মাজী । |

## কৃতজ্ঞতা ।

এই পুস্তক খানির রচনা, আমার শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার নিকট আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম ।

শ্রীগোপাল চন্দ্র সিংহ ।

# অপূর্ব্ব মিলন

## নাটক।

---

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

---

প্রাগদেশ, রাজসভা।

রাজা ও অমাত্য আসীন।

রাজা। মন্ত্রিবর! একি! সহসা আমার হৃৎকম্প হ'চ্চে কেন? আজ এই রাজপ্রাসাদ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর শ্মশান ভূমির ন্যায় বোধ হ'চ্চে; আমার অন্তরাত্মা আমাকে যেন ব'ল্‌চ্চে, যে, "তুমি এই রাজবেশ এবং রাজপ্রাসাদ সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে গমন কর।" মন্ত্রিবর! হঠাৎ এরূপ চিত্তবিকৃতির কারণ ত কিছুই আমার বোধগম্য হ'চ্চে না, বিবেচনা করি সত্বর কোন বিপদ সংঘটন হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! ও সকল মনের চঞ্চলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, বোধ করি কোন প্রকার গাঢ়তর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তারজন্য নিদ্রার বিঘ্ন হওয়ায় মনের উদ্বেগ ঘটেছে। যাহাহউক মহারাজ! ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির দুশ্চিন্তায় অভিভূত হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। কারণ চিতা এবং চিন্তা উভয়ের মধ্যে চিন্তাই প্রবল, চিতা নির্জ্জীবকে দগ্ধ করে, কিন্তু, চিন্তা সজীবকে দগ্ধ ক'রে থাকে। অতএব আপনি দুশ্চিন্তার বশীভূত হ'য়ে চিত্তকে কোন প্রকারে চঞ্চল কর্‌বেন না। তা হ'লে শারীরিক নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে। মহারাজ! চিত্তকে স্থির ক'রে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করুন, তা হ'লে স্বভাবের আর কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘট্‌বে না।

রাজা। মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে যতপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কর্‌চ্চেন, যত উপদেশ দিচ্চেন, তা কোন ক্রমেই আমার মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হ'চ্চে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি, ভাবি অমঙ্গল যেন আমার নিমিত্ত অপেক্ষা কচ্চে, শীঘ্রই আমাকে কোন প্রকার ভয়াবহ বিপদ জালে পাতিত কর্‌বে। উঃ—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।)

দূতের প্রবেশ।

দূত। (প্রণাম পুরঃসর করযোড়ে।) মহারাজ! বহির্দ্বারে সিন্ধুতনয়া এবং সূর্য্যপুত্র শনি, প্রতীক্ষা কর্‌চ্ছেন।

রাজা। (সসব্যস্তে।) মন্ত্রিবর! সহসা দেবতাদের আগমন ত, শুভকর ব'লে বোধ হ'চ্চে না। এখন চলুন, সত্বর তাঁহাদের পদবন্দনা করিগে। (দূতের প্রতি।) রামদাস! তুমি শীঘ্র গিয়ে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন কর, আমরা পশ্চাৎ যাচ্চি।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[দূতের প্রণাম ও প্রস্থান।

কমলা ও শনিদেবের প্রবেশ।

লক্ষ্মী ও শনি। (উভয়ে।) মহারাজ! শুভমস্তু।

(রাজা সসব্যস্তে সিংহাসন হইতে অবতরণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক করপুটে দণ্ডায়মান।)

লক্ষ্মী। মহারাজ! আপনি বিচক্ষণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ, ভবাদৃশ নৃপতি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, এমন কি দেবলোকেও দুর্লভ। রাজন্! আশীর্ব্বাদ করি, যাবজ্জীবন এই ভূমণ্ডলে সচ্ছন্দ শরীরে একাধিপত্য বিস্তার ক'রে প্রজারঞ্জন করুন।

রাজা। (করপুটে।) মাতঃ কমলে! দেব শনৈশ্চর! অদ্য আমার জন্ম সফল হ'ল, আমার নয়ন, মন, দেহ, এবং আত্মা সকলি কৃতার্থ হ'ল। মাদৃশ অল্পবুদ্ধি, আপনাদিগকে যে, কি প্রকারে স্তব করবে, তা অবগত নহে। অদ্য স্বর্গীয় পিতৃগণের সুকৃতি ফলে, এ অধমের প্রতি আপনারা কৃপানেত্রে

কটাক্ষ কর্‌লেন। এক্ষণে অনুগ্রহ ক'রে আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত করুন, আমি তৎসম্পাদনে জীবন, মন, দেহ, ও অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ করি।

শনি। মহারাজ! আগমনের প্রয়োজন ব্যক্ত কচ্চি অবহিত হ'য়ে শ্রবণ করুন। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এই যে জলধিতনয়া, ইনি বলেন যে, "আমি তোমাপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা। আমি যাকে আশ্রয় করি, সে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হয়; তার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকে না।" মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ ও রাজধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, বিচার ক'রে সন্দেহাপনয়ন করুন্‌।

রাজা। (স্বগত।) মহাবিপদ, সর্ব্বনাশ—হ'ল—আর কি! (প্রকাশ্যে।) দেব! অদ্য এ দাসকে ক্ষমা করুন, কল্য যথা সময়ে আগমন কর্‌লে, এই অল্পবুদ্ধি দ্বারা প্রাধান্য বিষয়ে যতদূর বিচার সম্ভবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না।

কমলা ও শনি। (উভয়ে।) আচ্ছা রাজন্‌! আমরা কাল আসব, এখন চল্লাম।

রাজা। যে আজ্ঞা।—(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

[শনিদেব ও কমলার অন্তর্দ্ধান।

[রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

———

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

রাজা ও রাজ্ঞী।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন? মুখ শুকিয়ে গিয়েচে, চক্ষু দেখে বোধ হ'চ্চে যেন কোন বাহ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নাই, যেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক রয়েচেন। আজ আপনার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নাই, যেন কোন দুঃসহ ভাবনাতে আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ রয়েচে কেন মহারাজ! আজ আপনার স্বভাবের বিভিন্নতা দেখ্‌চি? এক একবার বোধ হ'চ্চে, যেন কি ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব ক'রে, ব'ল্‌তে পাচ্চেন না।

রাজা। প্রিয়ে! যথার্থ ই অনুভব করেচ। আমি দারুণ বিপদে প'ড়ে ভাবনাতে অস্থির হয়েচি, কিছুই ভাল লাগ্‌চে না, আর চতুর্দ্দিক শূন্য দেখ্‌চি। অদৃষ্টে যে, কি আছে তা বিধাতাই জানেন। বোধ হ'চ্চে আজ হ'তে আমাদের সুখসূর্য্য অস্তমিত হ'ল।

রাজ্ঞী। সেকি মহারাজ! আপনার কথা শুনে যে ভয় হ'চ্চে। যখন আপনি বিপদ ভয়ে অস্থির হয়েচেন, তখন সে বিপদ যে অতি ভয়ানক তার আর সন্দেহ নাই। কি হয়েচে বলুন না, আমার মন যে অস্থির হ'চ্চে?

রাজা। অদ্য সভা ভঙ্গের উপক্রম হ'চ্চে, এমন সময় কমলা দেবী ও শনিদেব, সভা মধ্যে আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে সম্বোধন ক'রে ব'ল্লেন যে, "আমাদের উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লয়ে বিবাদ উপস্থিত, অতএব আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সুবিচার দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন ক'রে দিন।" তাঁদের নিকট হ'তে এক দিবসের অবসর লয়েছি; আগামী কল্য যা হয় স্থির ক'রে ব'ল্তে হবে। শনি দেবকে দর্শনাবধি আমার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হ'চ্চে। যদি কমলাদেবীকে শ্রেষ্ঠা বলি, তা হ'লে শনির কোপে প'ড়ে যে, কত বিপদ ও যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে তা আর কি ব'ল্‌ব। আর যদি কমলা দেবীকে উপেক্ষা ক'রে শনিকে শ্রেষ্ঠ বলি, তা হ'লে চিরকালের জন্যে উদর পোষণের নিমিত্তে হাহাকার কর্ত্তে হবে। প্রিয়ে! আমি যে কি বিপদ গ্রস্ত, তা এখন বিবেচনা কর?

রাজ্ঞী। হা অদৃষ্ট! যা স্বপ্নে দেখ্‌লাম, তাই কি সত্য হ'ল? মহারাজ! গত নিশাবসানে স্বপ্ন দেখেচি, যেন দৈব কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হ'য়ে আমরা বনে বনে ভ্রমণ কচ্চি, প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ যেন আমাদিগকে দগ্ধ কচ্চে, এমন একটু স্থানও নাই যে, সে খানে সুস্থ হ'তে পারি। আর কে যেন, আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সর্ব্বদা অদৃশ্য রূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াচ্চে।

রাজা। আমি যে রূপ বিপদে পতিত হয়েছি, তাতে তোমার স্বপ্নের ফল যে, আমাদের অদৃষ্টে ফল্‌বে, তা অসম্ভব

নয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, "শনি সাক্ষাৎ কখনই শুভকর নয়।" অতএব মহিষি! ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্যে যে, কত বিপদ ও যন্ত্রণা সঞ্চিত আছে, তা কল্পনার অতীত।

রাজ্ঞী। মহারাজ! এমন কি কোন উপায় নাই, যাতে আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পারি? দেব দেবীর অর্চ্চনা ও গ্রহ শান্তির জন্য আয়োজন করা হক্ না? মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক, অল্প বুদ্ধি, বিপদ কালে কি কর্‌লে ভাল হয়, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, অতএব, মন্ত্রিপ্রবীর ও সভাসদ সকলের সহিত পরামর্শ ক'রে, যা সদযুক্তি হয় স্থির করুন। মা চণ্ডী কি শুভ দৃষ্টি করবেন না?

রাজা। মহিষি! অদৃষ্ট লিপি অখণ্ডনীয়, মনুষ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, অদৃষ্টের হাত এড়াইতে পারে না। তাই ব'লে নিশ্চিন্ত থাকাও উচিত নয়, যথাসাধ্য সদুপায় উদ্ভাবন কর্‌তে হ'বে, এখন হ'তে বৃথা ভাবিয়াই বা কি কর্ব্বো। যা হক্ তুমি অত উদ্বিগ্না হয়ো না। তোমার মুখখানি মলিন দেখে আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে। প্রিয়তমে! আমি সকল দুঃখ সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার (চিবুকে হাত দিয়া।) এই মুখখানি কাঁদ কাঁদ দেখে হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আমি সম্পদের অভিলাষিণী নই, কষ্টেও দুঃখিতা নই, আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার দুঃখেই আমার দুঃখ। আপনিই আমার একমাত্র শান্তির

স্থান, আপনিই আমার স্বর্গ। বিপদেই হউক, আর দুঃখেই হউক, যতক্ষণ আপনার পদসেবা করতে পাব, ততক্ষণ আমার কিসের অভাব। আপনিইত আমাকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়েছেন; স্ত্রীলোক হ'য়ে যদি কষ্ট সহ্য ক'রতে না পারব, তবে আর আমাদের কি গুণ রইল। আমি নিজের জন্যে দুঃখিতা নই, আপনার শুক্‌ন মুখ খানি দেখেই আমি এত দুঃখিতা।

রাজা। প্রিয়ে! তা আমি জানি। তোমার ভক্তি ও প্রণয়রূপ অমূল্য নিধি সম্ভোগে যে, আমি কতদূর সুখী তা আর কি ব'ল্‌ব। কিন্তু সকল প্রকার সুখ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না, জীবন-তরী চিরকাল অনুকূল বায়ু দ্বারা বাহিত হয় না। তবে মনুষ্য মাত্রেরই সকল সময় অবিচলিত চিত্তে কার্য্য করা উচিত। হঠাৎ চঞ্চল হ'লে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। প্রিয়ে! এখন রাত্র অধিক হয়েছে, চল শয়ন করা যাক্। কল্য যা অদৃষ্টে আছে ঘটবে।

[রাজা ও রাজ্ঞীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—( সমস্বর বাদ্য। )

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

——o⁐o——

রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় সভাসদ উপবিষ্ট।

রাজা। মন্ত্রিবর! স্বর্ণছত্রসজ্জিত কাঞ্চন সিংহাসন দক্ষিণে এবং রজত সিংহাসন বামে ত স্থাপিত হ'ল, এখন অদৃষ্টে যা আছে ঘট্‌বে।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ অতি সদ্‌যুক্তি হয়েছে, এ ভিন্ন আর কি সদুপায় হ'তে পারে, ইহাতে বিনা বাক্যে বিচার কার্য্য সম্পন্ন হবে। আপনার প্রগাঢ় বুদ্ধিরই অনুরূপ কার্য্য হয়েছে, এখন শুভাশুভ ঈশ্বরের হাত।

সভাসদ। অতি উত্তম মন্ত্রণাই হয়েচে। আর মহারাজ যে একটা সদুপায় উদ্ভাবন কর্‌বেন, তাও আমরা জান্‌তেম।

রাজা। দেখ মন্ত্রিবর! যখন মা কমলা ও শনিদেব সভা মধ্যে আগমন কর্‌বেন, তাঁদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের যেন কিছু মাত্র ত্রুটি না হয়। সকল্‌কেই ব'লে দাও, যেন গললগ্ন বস্ত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হ'য়ে, তাঁহাদিগকে সমাদরে আহ্বান করে। দ্বারের দুই পার্শ্বে পূর্ণ কলস, কদলী বৃক্ষ

ও আম্র পল্লব প্রভৃতি মঙ্গল স্থচক চিহ্ন সকল, যথা নিয়মে রক্ষিত হয়েচে ত?

মন্ত্রী। মহারাজ! সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। মঙ্গল স্থচক চিহ্ন সকল যথা নিয়মে রক্ষিত হয়েচে। প্রতি দ্বারে আচার্য্য ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌চেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা। মন্ত্রিবর! কাল যত নিকট হ'চ্চে, ততই যেন আমার শরীর ভাঁবনায় অবশ হ'য়ে আস্‌চে, আর কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেক শূন্য হ'চ্চি; তাঁরা এসে যে, কি সর্ব্বনাশ ঘটাবেন ব'ল্‌তে পারি না। উঃ।—( দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।)

শনি ও কমলার প্রবেশ।

লক্ষ্মী ও শনি। ( উভয়ে।) মহারাজ! জয়স্তু।

রাজা। ( সসব্যস্তে সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া।) আপনাদের শুভাগমনে এ দাসের দেহ, মন ও রাজ্য পবিত্র হ'ল। আজ আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ ক'রে, এ অধীনকে কৃতার্থ করুন।

( কাঞ্চন সিংহাসনে লক্ষ্মী ও রজত সিংহাসনে শনির উপবেশন।)

শনি। মহারাজ! আপনি নরশ্রেষ্ঠ,—আপনার ভূয়সী প্রশংসা শুনে, আমাদের উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য

এখানে উপস্থিত। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, বিচার ক'রে উত্তর প্রদানে পরিতুষ্ট করুন, ইহাতে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন হবে।

রাজা। (স্বগত।) সর্ব্বনাশ—হ'ল—আর কি! বিপদের আর বিলম্ব নাই। (প্রকাশ্যে।) মাতঃ কমলে! দেব শনৈশ্চর! এই মন্দমতি দ্বারা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। দেব মহিমা আমি মনুষ্য হয়ে কি বুঝ্‌ব।

শনি। না মহারাজ! আপনার ন্যায় বুদ্ধি সম্পন্ন ও অপক্ষপাতী বিচারক আর নাই। আপনার বিনয়তাই আপনার মহত্ব প্রকাশ কচ্চে। রাজা হ'য়ে বিচার কার্য্যে পরাঙ্মুখ হওয়া কদাচ উচিত নয়। বিচারে অনিচ্ছুক হ'লে অপযশ হবে। অতএব অসঙ্কুচিত চিত্তে সুবিচার করুন।

রাজা। দেব! এ দাস কি আপনাদের শ্রীচরণের নিকট এই দুরূহ কার্য্যটী হ'তে ক্ষমা পেতে পারে না? আপনাদের কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করা, আমার ন্যায় অল্প বুদ্ধির দ্বারা সম্ভবে না। অতএব দাসকে ক্ষমা কর্‌লেই কৃতার্থ হয়।

লক্ষ্মী। মহারাজ! আপনি শঙ্কিত হ'চ্চেন কেন? আপনাকে ত আর অন্যায় কর্ত্তে বলা হ'চ্চে না, ন্যায় কার্য্য কর্ত্তে ভয় কি?

রাজা। মাতঃ কমলে! দেব শনৈশ্চর! আপনাদের আজ্ঞা বার বার অবহেলা কর্ত্তে পারি না, কিন্তু এই গুরুতর

প্রশ্ন মিমাংসা করা, আমার পক্ষে অতি কঠিন। তবে যদি নিতান্তই অনুমতি করেন, তা হ'লে আমি আর কি ব'ল্‌ব, আপন আপন আসন অনুসারে, আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ক'রে নিন। স্বর্ণ ও রৌপ্যে, দক্ষিণ ও বামে যদি প্রভেদ থাকে, তবে সেই প্রভেদ আপনাদের পক্ষেও সম্ভব।

শনি। (সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ও সরোষে।) কি! নরাধম! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার অবমাননা! পামর! আমাকে অপমান কর্‌বার জন্যে পূর্ব্বে কল্পনা ক'রে, কৌশলে সিংহাসন রেখেছিস্! জানিস্ না আমার কত প্রতাপ? আমি মনে কল্লে এই ত্রিভুবন ছারখার কর্‌তে পারি। দেবতারাও আমার কোপে সশঙ্কিত। নৃপাধম! এখন দেখ্‌ব কে তোকে রক্ষা করে,—কে তোকে আশ্রয় দেয়।

[শনির অন্তর্দ্ধান।

রাজা। (হতজ্ঞান হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে শনির প্রতি করযোড়ে।) এঁ্যা,—এঁ্যা—দেব!—

লক্ষ্মী। বৎস! ভয় নাই, সুবিচার দ্বারা তুমি আমাকে পরিতুষ্ট করেছ। আমি তোমার নিতান্ত বাধ্য হইলাম।

রাজা। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।) মাতঃ! রক্ষা করুন।

লক্ষ্মী। বৎস! দেহি মাত্রেরই অদৃষ্টে সুখ ও দুঃখ আছে। আজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করা কাহারও পক্ষে ঘটে না। তোমার অদৃষ্টাকাশ আপাততঃ মেঘাচ্ছন্ন

দেখ্‌ছি, উহা শীঘ্রই পরিষ্কৃত হবে। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি অধিক-তর যশস্বী হ'য়ে, সুখে কালাতিপাত ক'র্‌বে।

[লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-সভা।

রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় সভাসদ উপবিষ্ট।

রাজা। মন্ত্রিবর! রাজ্য মধ্যে যে, শীঘ্রই নানাবিধ বিপদ ঘ'টবে, তা বিলক্ষণ বোধ হ'চ্ছে। আর দেখুন, রাজপুরী যেন শূন্য শূন্য ব'লে বোধ হ'চ্চে।

মন্ত্রী। মহারাজ! যা ব'ল্লেন, তা সত্য। রাজ্য কেমন শ্রীভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট ব'লে বোধ হ'চ্চে, আর বিপদ চিহ্ন সকল লক্ষিত হ'চ্চে।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। (প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে।) মহারাজ! অনেক

প্রজা বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান, আপনার দর্শনের প্রার্থী, অনুমতি হয় ত ল'য়ে আসি।

রাজা। নির্ভয়ে আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান।

সভাসদ। মহারাজ! ব'ল্‌তে ভয় হ'চ্চে, রাজ্যের স্থানে স্থানে ভয়ানক দুর্ঘটনা সকল ঘ'ট্‌চে। সর্ব্বদা ঝঞ্ঝাবাত, স্থানে স্থানে রক্ত বৃষ্টি ও উল্কাপাত হ'চ্চে! দুর্ভিক্ষার জন্যে প্রজারা অনাহারে শীর্ণ হ'য়ে রাজ্য ত্যাগ ক'র্‌চে। এ সকল অমঙ্গল সূচক ঘটনাতে বোধ হ'চ্চে যে, রাজ্যে মহাবিপদ ঘ'ট্‌বে।

প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রথম প্র। (প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে।) মশাই! মোদের পরাণ গেল, মোরা আর বাঁচিনে।

রাজা। তোমাদের কি হ'য়েছে?

দ্বিতীয় প্র। মহারাজ! এমন ত মোরা কোথাও দেখিনি, অক্ত বিষ্টি হ'তে নাগ্‌লো, মোরা কি ক'রে তাতে চাষ্ দি। আবার শুদ্‌ অক্ত বিষ্টি নয়, তার সাতে সাতে আগুণের ঢেলা প'ড়ে, মোদের ঘর দোর সব পুড়ে ঝুড়ে গেল। দিনের বেলা অন্ধকারে মোরা দেখ্‌তে পাইনে। মোরা খাতি না পেয়ে মোরে গেলুম।

তৃতীয় প্র। আজ্ঞা মশাই! এর বিলি ক'র্‌বে ত কর, তা নৈলে মোরা রাজ্জি ছেড়ে পালাব। ঝড় জালা নেই,

বিষ্টি নেই, অম্‌নি অম্‌নি ঘর গুলো সব ডুম ডুম ক'রে প'ড়ে যাচ্চে। মোরা বাঁচি কেমন ক'রে?

মন্ত্রী। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, শীঘ্রই তোমাদের একটা বিলি করা হবে।

প্রজাগণ। যে আজ্ঞে।——পর্‌ণাম।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! আমি যে বিপদ আশঙ্কা ক'র্‌ছিলাম তাতো প্রজাদের নিকটেই জান্‌তে পারা গেল। আর ও যে কত অনিষ্ট পাত হবে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। অদৃষ্টে যে কত দুঃখ আছে, তা কেবল ভগবানই জানেন।

মন্ত্রী। কি আর ব'ল্‌ব মহারাজ! সকলই ত বুঝ্‌তে পাচ্চেন। শনির ভীষণ কোপ থেকে যে, সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, এমন বোধ হয় না। তবে গ্রহশান্তি ও দৈবা-রাধনা দ্বারা যতদূর সাধ্য, বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করা উচিত। তারপর ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। (প্রণাম পূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে করপুটে।) মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অশ্ব ও হস্তীশালায় আগুণ লেগে, অনেক হস্তী ও অশ্ব নষ্ট হ'চ্চে। আপনার প্রিয়তম অশ্বটী রক্ষা কর্‌বার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু, কিছুতেই রক্ষা ক'র্‌তে পারা গেল না।

রাজা। তাইত! একিসর্ব্বনাশ!! (মন্ত্রীর প্রতি।) মন্ত্রিবর! আমি এখন উঠ্‌লাম্, মনটা বড় অস্থির হ'চ্চে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ! চলুন, আমরাও যাচ্চি।

[রাজা এবং দূতের প্রস্থান।]

মন্ত্রী। তাইত! এমন ত কখন শুনি নাই। জগতের সমস্ত বিপদই যেন একেবারে এসে প'ড়েছে। আহা! মহারাজের মুখ দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে মুখ দেখ্‌লে শোক সন্তপ্ত হৃদয়ও সুস্থ হ'তো, আজ সে মুখ বিষাদে পরিপূর্ণ হ'য়েছে! ওঃ শনির কি প্রভাব!! এমন গাম্ভীর্য্য রাশিকেও বিচলিত ক'রে তুলেছে! হায়! হায়! মহারাজের ন্যায় ধার্ম্মিক, দয়ালু ও ন্যায়বান ব্যক্তির অদৃষ্টে যে, এত দুঃখ লিখন ছিল, তা কে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে। এই ত, শনির প্রথম দৃষ্টি, ভবিষ্যতে যে, আরও কত বিপদপাত হবে, ও মহারাজকে যে, আরও কত দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে, তা, কে ব'ল্‌তে পারে। যা হোক্, এখানে আর ব'সে থাকা উচিত নয়। দূতের সংবাদে মন অতিশয় অস্থির হ'চ্চে, এখন সভা ভঙ্গ ক'রে দেখি কি হ'ল।—

(সভা ভঙ্গের আদেশ।)

[মন্ত্রী ও সভাসদগণের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

রাজা ও রাজমহিষী।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আজ কদিন আপনাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখ্‌চি। দিনে বিশ্রাম নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, ভেবে ভেবে শরীরটেকে কি নষ্ট ক'র্ব্বেন? এমন ক'রে দিন রাত্রি ভাব্‌লে যে একটা ব্যারাম হবে।

রাজা। মহিষি! আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে ভাবি,—আপনা—হ'তে—ই—ভাবনা আসে। আজ প্রজাবর্গের দুরবস্থা শুনে বড় ভাব্‌না হ'য়েচে। দুর্ভিক্ষ্য, মহামারিতে চতুর্দ্দিক হাহাকার ক'র্‌চে। বিনা মেঘে বজ্রপাত ও গৃহ দাহ হ'চ্চে। রাজ্য মধ্যে বাস ক'রে এ সব কেমন ক'রে দেখি বল দেখি? রাজা হ'য়ে যদি রাজবৎসল প্রজাদের দুঃখ দূর ও অভাব মোচন ক'র্ত্তে না পারি,—তাহ'লে মনে কি হয়, বল দেখি?

রাজ্ঞী। মহারাজ! আমি আর—কি ব'ল্‌ব,—আপনার মলিন মুখ দেখে বুকের ভিতর কেমন ক'চ্চে।—

রাজা। প্রিয়ে! আমি অনেক বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লাম, আমার জন্যেই এ সকল অনিষ্ট হ'চ্চে। এই ত দুঃখের আরম্ভ. এরপর যে কত বিপদ আছে তা কে ব'ল্‌তে পারে। রাজ্য-ভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, অপযশ ও কলঙ্ক সকলই ঘ'ট্‌বে। রাজ্যমধ্যে থাক্‌লে আমার জন্যে সকলেই বিপদে প'ড়্‌বে। যখন আমার উপর শনির আক্রোশ, আমি রাজ্য ত্যাগ ক'র্‌লে বোধ হয়, আর কাহারও অনিষ্ট হবে না। শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ও তাড়িত হওয়া অপেক্ষা, অগ্রেই রাজ্য ত্যাগ করা উচিত। তাই ব'ল্‌চি, মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়ে,—আর তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে—আমি—বন গমন করি। শনিত্যাগ হ'লেই আবার ফিরে আস্‌ব।

রাজ্ঞী। মহারাজ! বলেন কি! আপনার মন কি কঠিন! এমন নিষ্ঠুর কথাত আপনার মুখে কখন শুনিনে? আপনি বনে বনে বেড়াবেন, আর আমি পিত্রালয়ে থাক্‌ব? বনে যাবেন চলুন, তাতে আমার কোন কথাই নেই। কিন্তু আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাবার কারণ কি? দাসী কি এখন আপনার গলগ্রহ হ'ল, না কোন—অপরাধ ক'রেছে?

রাজা। না প্রিয়ে! আমি তার জন্য ব'ল্‌চি না। তুমি রাজনন্দিনী, রাজমহিষী, চিরকাল যত্নে ও আদরে প্রতি-পালিত। তোমার কি বনে যাওয়া সম্ভব? বনের যে কত

কষ্ট তাত জান না। বন্য জন্তুর ভয়ানক গর্জ্জনে তুমি মূর্চ্ছিতা হবে। ফল মূল ভক্ষণ ক'রে থাক্‌তে হবে। হয়ত কোন কোন দিন তাও যুট্‌বে না। যখন প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে তুমি ব্যথিতা হ'তে থাক্‌বে, তোমার প্রীতিপূর্ণ মুখশশী দগ্ধ ও মলিন হবে, যখন বনের দারুণ কঠিন মাটিতে ও কণ্টকে, তোমার কোমল পদ দ্বয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হ'তে থাক্‌বে, শ্রান্ত হ'য়ে যখন তুমি ভূমে পতিতা হবে, বল দেখি প্রিয়তমে! কোন প্রাণে আমি তা দেখ্‌ব ও সহ্য ক'র্‌ব? অমৃত পানে কার অনিচ্ছা? তোমার সহবাস অভাবে আমার সুখ কোথায়? কিন্তু প্রিয়ে! কি করি বল? বনে তোমার যন্ত্রণা দেখ্‌লে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হবে? তাই বলি, তুমি পিত্রালয়ে থাক, যত্নের ধন, পিতা মাতার নিকট যত্নে থাক্‌বে। তুমি সুখে আছ, তোমার কষ্ট নাই, মনে হ'লেও আমি অনেকটা সুস্থির থাক্‌ব।

নেপথ্যে দৈববাণী।

শোন্ মূঢ়! তোর, এত অহঙ্কার!<br>
সভাতে করিস্ মম অপমান?<br>
অচিরে পাইবি শাস্তি ভয়ঙ্কর,<br>
কে তোরে রক্ষিবে, দেখিব তখন?<br>
দেবাসুর যার, প্রতাপে অস্থির,<br>
ভয় ভীত মনে, সদা সশংঙ্কিত,-

সেই জনারে, তুই রে বর্‌বর ;
কোন্ গর্‌বে, করিলি উত্তেজিত?
পামর! তুই, জানিস্ নিশ্চয়,
সেই গর্ব্বে, এত অমঙ্গল তোর:
দেখিবি দেখাব, ওরে দুরাশয়,
যে দশা ঘটিবে তোর, পাপাচার।

রাজা। প্রিয়ে! ও কি! কি যেন একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে না? এ আবার কি! এই গভীর নিশীথ সময়ে এস্থানে অন্য লোকের আসবার ত কোন সম্ভবই নাই। তবে কি শনিদেব আমার প্রতি ছলনা ক'র্‌চ্ছেন? আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। হা!—অদৃষ্ট-পথ—কে,—ঐ যে,—ঐ যে. আবার কি ব'ল্‌চে।—

নেপথ্যে পুনঃ দৈববাণী।

পামর! তুই, জানিস্ নিশ্চয়,
সেই গর্ব্বে, এত অমঙ্গল তোর;
দেখিবি দেখাব, ওরে দুরাশয়,
যে দশা ঘটিবে তোর, পাপাচার।

রাজা। "অমঙ্গল," তা ত—সক-ল-ই-ঘ-টে-ছে, এর অ-পেক্ষা-আরও যে,—কি-প্রকার অমঙ্গল আছে, তা ভগবানই জানেন। রাজ্ঞি! দৈববাণী শুন্‌চো ত? উঃ—কি—ভয়ঙ্কর!! এক একটি কথায়, যেন হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হ'চ্চে! অদৃষ্টে যে আরও কত বিপদপাত হবে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। আবার

শুনলেম কিনা "যে দশা ঘটিবে তোর, পাপাচার।" তা যখন দৈব প্রতিকূল—তখন—যে কত রকম কষ্ট ও যন্ত্রণা পেতে হবে, তা কল্পনার অতীত।

রাজ্ঞী। মহারাজ! দৈববাণী শুনে যে আমার আতঙ্ক হ'চ্চে। বুকের ভেতর কেমন ক'র্‌চ্চে! মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক, কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না। নাথ! আমরা যে এত কষ্ট পাচ্চি, এতেও কি শনিদেব তুষ্ট নন্? বিধাতা কি আমাদের দিকে একবারও ফিরে চাবেন না? হা—অদৃষ্ট—(শিরে করাঘাত ও ক্রন্দন।)

রাজা। প্রিয়ে! ক্রন্দন ক'রো না, আমি সেই জন্যেই ত ব'লচি যে, তুমি রাজললনা হ'য়ে সে সকল কষ্ট কখনই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না। আর বনবাসের দুঃসহ ক্লেশে তোমাকে যখন ব্যথিতা দেখ্‌বো, তখন আমার কি কষ্টকর হবে বল দেখি? তখন যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে। প্রিয়তমে! ক্ষান্ত হও, বন গমনের আশা ত্যাগ কর, পিত্রালয়ে থাক।

রাজ্ঞী। মহারাজ! ও কথা ব'ল্‌বেন না। আমি আপনার চরণের চির-অনুগত দাসী, পায়ে প'ড়ি (পদ ধারণ করিয়া।) আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে ছেড়ে কখনই পিতা মাতার কাছে যাব না। আপনি কি মনে করেন যে, কোমল শয্যায় আমি নিদ্রা যেতে পার্‌ব? ভাল খাদ্য আমার মুখে উঠ্‌বে? পিতা মাতার স্নেহে আমি সুখী হব? না মহারাজ! না,
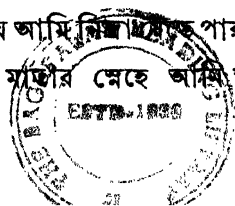
আপনার চরণ সেবা ভিন্ন আমার আর কোন সুখ নাই। তৃণ যখন আপনার শয্যা, ও গাছের শিকড় যখন আপনার বালিস হবে, তখন কোমল শয্যা দেখ্‌লে আমার কি হবে বলুন দেখি? যখন ফল মূল ও না পেয়ে উপবাসী থাক্‌বেন, তখন সুখাদ্য দেখ্‌লে আমার কি বোধ হবে? যখন রৌদ্রে নিতান্ত শ্রান্ত হ'য়ে, জল অভাবে পিপাসায় আকুল হবেন, তখন শীতল জলকে আমি কি মনে ক'র্‌ব? যখন মনে হবে, যে, বনের দারুণ যন্ত্রণাতে ও ক্ষুধা তৃষ্টায় আকুল হ'য়ে, ভূমিতে আপনি অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে, হয়ত—"হা প্রিয়ে তুমি এখন কোথায়? আমি আর বাঁচি না"—ব'লে কাঁদবেন, ব'লুন দেখি তখন আমি কি ক'র্‌ব? রাজভবন, তখন আমার পক্ষে কি বোধ হবে? কোন্ প্রাণে তখন আমি পিতৃভবনে থাক্‌ব। নাথ! আমার কি আর তখন জীবনের উপর মায়া থাক্‌বে? না পিতা মাতার স্নেহ বাক্য, বহুমূল্য অলঙ্কার ও সুমিষ্টখাদ্য আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে? নাথ! ব'লুন দেখি, তখন আমি কার মুখ চেয়ে বাড়ীতে থাক্‌ব? উঃ—(ক্রন্দন।)

রাজা। প্রিয়ে! অধীর হ'য়ো না। তোমার বিলাপ আর শুনতে পারি না। স্থির হও। বিবেচনা কর। বিপদের সময় অস্থির হ'লে কি হবে? বন-বাসে আমার যে সকল বিপদ ও কষ্ট তুমি মনে ক'র্‌চ, সে তোমার ভ্রম মাত্র, কেবল প্রণয়ের আধিক্যের জন্যেই তোমার ওরূপ ভয় হ'চ্চে। তা নইলে আমিত ভয়ের কোন কারণ দেখ্‌তে পাচ্চি না।

আমরা পুরুষজাতি, বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমাদের দেহ কঠিন হ'য়েচে, সহ্য ও অনেক আছে। অনাহারে ও অনিদ্রায় কত দিন সমর ভূমিতে কাটিয়েছি, আমরা কি সহজে অবসন্ন হই? অতএব তুমি আর নিরর্থক ভেব না। শরীর ও মনকে আর বৃথা কষ্ট দিয়ো না। কিছু দিন পরেই রাজ্য লাভ হবে, সকল দুঃখ দূর হবে, পিত্রালয় গমনে অমত ক'রো না।

রাজ্ঞী। নাথ! স্ত্রীজাতি ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বেন না, কিম্বা আপনি বীর পুরুষ ব'লে আমাকে দুর্ব্বলা মনে ক'র্‌বেন না। যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনাদের বীরত্ব থাকে, বিপদক্ষেত্রে আমাদেরও বীরত্ব আছে। দুঃখ সহ্য করাই স্ত্রীজাতির প্রধান গুণ। কষ্টই আমাদের অলঙ্কার, কষ্ট সহ্য জন্যেই আমাদের জন্ম। নাথ! বিপদে প'ড়্‌লে কি রকম ক'রে সহ্য ক'র্‌তে হয়, তা আমরা যেমন জানি, আপনারা তেমন জানেন্ না। তাই ব'ল্‌চি, বনের কষ্ট সহজেই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব, আপনি তার জন্য ভাব্‌বেন্ না। আর যতক্ষণ আপনার কাছে থাক্‌ব, ততক্ষণ আবার আমার কিসের দুঃখ? আপনিই আমার জীবন, আপনিই আমার স্বর্গ। আপনার সহবাসই আমার স্বর্গসুখ—ভোগ। নাথ! স্বর্গে কি দুঃখ অছে? বনে আপনার কষ্ট না হ'তে পারে, কিন্তু আমার মন ত, তা বুঝ্‌বে না। প্রাণেশ্বর! আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না, সঙ্গে রাখলে আমা হ'তে আপনার কোন অসুখ হবে না।

রাজা। প্রিয়ে! যদি নিতান্তই বনের কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, প্রস্তুত হও, আমি আর তোমাকে নিষেধ ক'র্‌ব না। তোমার ব্যাকুলতা আর দেখ্‌তে পারি না, অদৃষ্টে যা থাকে হবে। একি? ছি,—এমন ক'রে কি চখের জল ফেল্‌তে আছে? তোমার এক এক ফোটা চখের জল যে, আমার হৃদয়ের শোণিত বিন্দু, তা কি তুমি জান না?

রাজ্ঞী। (হর্ষে।) প্রাণেশ্বর! আজ আপনি আমাকে যে কি সুখী ক'র্‌লেন, তা আর কি ব'ল্‌ব। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামি যে কি অমূল্য নিধি, নাথ! তা যদি আপনি জান্‌তেন, তা হ'লে আর এতক্ষণ আমাকে মর্ম্ম যন্ত্রণা দিতেন না। যখন পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে শয়ন ক'র্‌বেন, আপনার পদতলে ব'সে আমি পদ সেবা ক'র্‌তে পেলে যে, আমার মনে কত আনন্দ হবে, তা আপনি কি বুঝ্‌বেন। যখন কষ্টেও বিষাদে আপনার হৃদয় অস্থির হবে, তখন আপনাকে সান্ত্বনা ক'র্‌তে পার্‌লে যে কত সুখ পাব, তা আমি ভিন্ন আর কে বুঝ্‌বে। নাথ! আজ আপনি আমাকে যে রূপ সুখী ক'র্‌লেন, শতরাজ্য পেলেও তেমন হয় না।

রাজা। প্রিয়তমে! সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয় যে অমূল্য রত্ন, তার আর সন্দেহ নাই। আহা! সকল স্ত্রীলোক যদি তোমার মত হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীতে আর স্বর্গে প্রভেদ থাকৃত না। চল, এখন বনগমনের উদ্যোগ করিগে।

রাজ্ঞী। আচ্ছা নাথ! চলুন।

[রাজ্ঞী ও রাজার প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সঙ্গীত।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল্ একতালা।

যাব গো কোথায়, বল রব কার কথায়।
তোমা বিনে, মম প্রাণ, কোথা ধায়॥
জীবনে মরণে গতি, তুমি আমার হে শ্রীপতি,
সম্পত্তি আমার তুমি,
মণি বিনে, ফণী প্রাণে, কিসে রয়॥

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

দৃশ্য মায়া নদী।

**রাজা ও রাজ্ঞী।**

রাজা। মহিষি! এখন উপায় কি? এই তরঙ্গময়ী নদী কেমন ক'রে পার হব। এখানে ত একখানি ও নৌকা দেখ্‌চি

না। একে এই রাত্রকাল, সম্মুখে বিস্তীর্ণা নদী, আবার চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌চে, ঘোর অন্ধকারও হ'য়ে উঠ্‌ল; কিছুইত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এখন করি কি ? কোথাই বা যাই ? নিকটে এমন কোন একটু-নিরাপদস্থান-ও নাই যে, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করি। সকলই অদৃষ্ট! কোথায় এই দ্বিপ্রহর ঘোর রজনিতে সুখে নিদ্রা যাব, না, নিরাশ্রয় হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হ'চ্চে। হায়! বিধাতা যখন প্রতিকূল হন, তখন সকলই বিপরীত হয়।

রাজ্ঞী। মহারাজ! তাইত! এখন উপায় কি! আমরা কেমন ক'রে পার হব ?

রাজা। মহিষি! সেই ভাবনাতেই ত-আমি-অস্থির হ'চ্চি। তা-কিঞ্চিৎ-অপেক্ষা ক'রে দেখি। বিধাতা কি আমাদের-প্রতি-এত-দূর—( অকস্মাৎ বিদ্যুৎ প্রকাশে কিঞ্চিৎ দূরে একখানি নৌকা দেখিয়া। ) রাজ্ঞি! ঐ যে! ঐ যে! এই দিকে একখানা নৌকা আস্‌চে না ? আঃ! জগদীশ্বর রক্ষা ক'র্‌লেন।

রাজ্ঞী। মহারাজ! তবে নাবিককে একবার ডাকুন না।

রাজা। হাঁ, ডাক্‌চি, (উচ্চৈঃস্বরে।) ওহে, মাজি—ই! ও—মাজি—ই! এদিকে এস হে—এ!

মাজি। কে গা মশাই—ই!

রাজা। আমরা পথিক হে—এ, নদী পার হবার জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের পার ক'রে দাও।

মাজি। আরে মশাই! এত আন্তিরে আবার পার কিগো!

রাজা। হাঁ হে, এ দিকে নৌকা নিয়ে এস।

মাজি। না, মশাই, মুই আর পার্‌ব না। সারা বেলাটা খেটে খেটে মুই হাল্লাক্ হ'য়ে প'ড়েচি, আর হাল ধ'র্‌তে পারিনে, আবার আঁদার আন্তির, মেগ্ নল্লাচ্চে, একুনি বিষ্টি আস্‌বে, একন ঘরে গিয়ে চাড্‌ডি খাতে পাল্লে বাঁচি।

রাজা। ওহে, আমরা অত্যন্ত বিপদেই পড়ে তোমাকে ডাক্‌চি, আমাদের পার ক'রে দাও, তোমার মঙ্গল হবে।

মাজি। আঃ! কি মুস্কিলেই প'ড়্‌লুম, কে জানে ঝড়,—কে জানে বাদল,—কে জানে আঁদার—ওদের কেবল পার করে-দাও, পার করে-দাও।

রাজা। নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দাও হে! ঈশ্বর তোমার ভাল ক'র্‌বেন।

[নৌকা লইয়া নাবিকের উপস্থিত।]

মাজি। আরে, তুমি কেগো মশাই! এত আন্তিরে যে পার হ'তে এয়েচ? (বিদ্যুৎ প্রকাশ।) ও বাবা! সাতে আবার একটা মেয়ে মানুষ দেক্‌চি যে! মশাই! মুইত বড় ভাল বুচ্চিনে।

রাজা। হ্যাঁ বাপু! সঙ্গে আমার স্ত্রী আর একটী মোট আছে।

মাজি। তা যা হোগ্‌গে মশাই! মুই পার ক'র্‌তে পার্‌ব না। এত আন্তিরে, এ ঝড় আঁদারে কি ভদ্দর নোকে

ইস্ত্রী সাতে ক'রে, মাঠে পতে বার্ হয়! তোমরা বড় ভাল মানুষ নও বাবু। পার ক'রে, মুই কি শেষে বিপদে প'ড়্ব? সাত দোই মশাই! মোকে মাপ্ কর্ব্বেন।

রাজা। না হে, না, তোমার কোন ভয় নাই, আমরা ভদ্রলোক, বিপদ গ্রস্ত হ'য়ে, এই রাত্রেই গৃহ ত্যাগ ক'র্তে বাধ্য হ'য়েছি।

মাজি। আচ্ছা মশাই! যদি ভদ্দর নোকই হও, তবে সত্তি ক'রে বল, তোমরা কে। আর কি জন্যোইবা এত আন্ভিরে পার হ'ত্তি চাচ্চ?

রাজা। ওহে, আমি শ্রীবৎস, এবং ইনি আমার সহধর্ম্মিণী চিন্তা দেবী। আমরা শনি কর্ত্তৃক নানা প্রকার কষ্ট পেয়ে, গৃহ ত্যাগ ক'রে অরণ্য বাসে যাচ্চি।

মাজি। (স্বগত।) তা আমি জানি। এখন আমার মনোভিলাষ কতকটা পূর্ণ হবে। (প্রকাশ্যে।) হাঁ! হাঁ! শুনেচি বটে, ছিবৎস নামে একজন খুব বড় আজা আছে, সে নাকি—আবার-কি বলে—তাল বেতাল সিদ্দি। তা—মশাই— তুমি যদি ছিবৎস আজা, তা হ'লি তোমার সেই তাল বেতাল কোতা গেল, আর তোমার নোক জনই বা কোতা?

রাজা। ওহে বাপু! সম্পদ কালে সকলেই বন্ধু হয়, কিন্তু, বিপদ সময়ে কেউ কাহার নয়। শনির দ্বারা আমাদের এই দুরবস্থা ঘটেছে। এখন লোকালয় ত্যাগ ক'রে কোন

অরণ্যে উপস্থিত হ'তে পাল্লেই নিশ্চিন্ত হই। এখানে অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের পার ক'রে দাও।

মাজি। আচ্ছা মশাই! আপনারা কজন নোক ব'ল্লেন?

রাজা। আমরা দুইজন, আর একখানি কাঁথা।

মাজি। তাইত—মশাই—

রাজা। কেন হে! তুমি ভাব্‌চ যে?

মাজি। ভাব্‌না—এমন কিচু নয়। এই—আঁদার-আত্তিরে-দু-তিন-বার পারা পার করা, বড্ডি-শক্ত কত্তা। মোর নৌকো খানা ভাঙ্গা, আবার এতে জল ওটে। আপনাদের দু তিন জনাকে, এক বারে পার করা যাবে না। দুজনার বেশী তুল্লে ডুবে যাবে। কাঁতা খানা কত ভারি হবে মশাই?

রাজা। তা অধিক নয়, আধ মনের মধ্যে।

মাজি। তবেই—ত—দেক্‌চি, দুবার লাগ্‌বে. তা মশাই! আপনারা দুজনাই—একেবারে—পার হোন্, না হয়, কাঁতার সাতেই বা এক জন পার হোন্।

রাজা। তবে তুমি এক কর্ম্ম কর। এই কাঁথা খানি অগ্রে পার কর, পশ্চাৎ আমরা দুইজন একত্রে যাব। কি বল?

মাজি। যে আজ্ঞা, মশাই! ভাড়া কিন্তু কিচু বাড়ি লাগ্‌বে।

রাজা। আচ্ছা তা হবে।

মাজি। (নৌকায় কাঁথা উত্তোলন ও বেগে নৌকা বাহিয়া যাওন।)

রাজা। (অকস্মাৎ বিদ্যুৎ প্রকাশে—নদী, নৌকা ও নাবিক অদৃশ্য হওন এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও দূরে বৃহৎ বন দৃশ্য করিয়া।) মহিষি! একি! এযে বড় আশ্চর্য্য!! কৈ নাবিক কোথা গেল? নৌকাই বা কোথা গেল? আর সেই তরঙ্গময়ী নদীই বা কোথায়? আর ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে। সকলই যে স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্চে। কোথায় নদী! না কোথায় দুস্তর প্রান্তর!! উঃ—কি ভয়ানক প্রান্তর!! শনিদেব! তোমার বল প্রকাশের স্থান, পৃথিবীতে কি আর কোথাও নাই! যা কিছু সম্বল ছিল, তাও অপহরণ ক'ল্লে? বনবাসী ক'রেও নিবৃত্ত হ'লে না? উঃ কি নির্দ্দয়! প্রিয়ে! যা কিছু সম্বল ছিল, তাও অপহৃত হ'ল। এখন কি উপায়ে যে জীবিকা নির্ব্বাহ হবে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া।) আর এখন ভেবেই বা কি ক'র্‌ব। নিকটে এমন একটুও নিরাপদস্থান নাই যে, তথায় গিয়ে বিশ্রাম করি। ঐ দূরে একটা বন দেখা যাচ্চে, কিন্তু প্রিয়ে! তোমাকে নিয়ে এই ভয়ানক মরুভূমি কি ক'রে পার হব।

রাজ্ঞী। মহারাজ! বিপদের সময় প্রতি পদেই বিপদ ঘ'টে থাকে। কি ক'র্‌বেন, বিধাতা যখন কষ্টে ফেলেছেন, তখন কষ্ট ভোগ ক'র্‌তেই হবে। আর আমাদের ভাগ্যে যে, অনেক দুঃখ আছে, তা প্রথমেইত জেনেছি। নাথ! আমার

কোন কষ্ট হবেনা, আমি সচ্ছন্দে প্রান্তর পার হ'য়ে যেতে পারব। আপনিই আমার কষ্টের জন্য ভাব্‌চেন, কিন্তু আপনি যখন আমার সঙ্গে আছেন, তখন আবার আমার কিসের কষ্ট।

রাজা। প্রিয়ে! তবে এস। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

রাজ্ঞী। চলুন।

[রাজা ও রাজ্ঞীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিত্রধ্বজ বন।

রাজা ও রাজ্ঞীর প্রবেশ।

রাজা। দেখ মহিষি! প্রভাত কালীন প্রকৃতি দেবী কেমন অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে! পক্ষীগণ কেমন সুমধুর স্বরে গান ক'র্‌চে! বনফুল সকল প্রস্ফুটিত হ'য়ে কেমন সুগন্ধ বিস্তার ক'র্‌চে! অলিকুল গন্ধে বিমোহিত

হ'য়ে মধু লোভে এক ফুল হ'তে অন্য ফুলে উড়ে ব'স্‌চে। আহা! মন্দ মন্দ সুগন্ধ বায়ুতে শরীর শীতল হ'চ্চে। এত যে পথ শ্রান্ত হ'য়েছি, তথাচ কষ্ট বড় অধিক বোধ হ'চ্চে না।

রাজ্ঞী। নাথ! এ স্থানটী যথার্থই মনোহর। সমস্ত রাত্রের পথশ্রমে আমি যদি ক্লান্তা না হ'তেম, ত, হ'লে এই বনটী বেড়াতেম। আঃ! সমস্ত রাত্র কঠিন মাটিতে চ'লে চ'লে বড় শ্রান্তা হ'য়েছি, ইচ্ছা ক'র্‌চে এই খানে একটু বিশ্রাম করি।

রাজা। আমিও মনে ক'র্‌চি, এই খানে ব'সে একটু শ্রান্তি দূর করি।

রাজ্ঞী। তবে আসুন, এই খানেই বসা যাক্‌।

(রাজার উপবেশন ও অঞ্চল বিস্তার করিয়া রাজ্ঞীর শয়ন।)

রাজা। ও কি প্রিয়ে! অমন ক'রে শুয়ে কি নিদ্রা হয়? আমার অঙ্কে মাথা রাখ।

(রাজার অঙ্কে রাজ্ঞী মস্তক রাখিয়া শয়ন ও নিদ্রা।)

রাজা। (রাজ্ঞীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে, স্বগত।) আহা! কাল সমস্ত রাত্র কঠিন মাটিতে হেঁটে হেঁটে, পা দুটী ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে, কিন্তু, পাছে আমার মনে কষ্ট হয়, এই ভেবে আমাকে কষ্টের কথা কিছুই বলেন নি। মুখ খানি যেন রাহু গ্রস্ত শশীর ন্যায় মলিন হ'য়ে গেছে, তবু ঠোঁট দুখানি কিছু মাত্র বিবর্ণ হয় নাই। চুল গুলি এলো মেলো হ'য়ে মুখের

উপর পড়েছে, যেন পূর্ণ চন্দ্রকে মেঘে আবরণ ক'রেছে। চক্ষু দুটী, যদিও রাত্রি জাগরণে অধিকতর কষ্ট বোধ ক'রে গাঢ় নিদ্রায় নিমীলিত, তথাচ কি ভাব ব্যঞ্জক! ভ্রূ দুটী কি সুন্দর ও বিস্তীর্ণ; কিন্তু বোধ হ'চ্চে যেন ভাবনাতে—একটু আকুঞ্চিত। আহা! যিনি কখন স্বপ্নেও বনের কষ্ট অনুভব করেন নি, সুকোমল রাজশয্যাতে ও যাঁর নিদ্রা হ'ত না, আজ কি না, তিনি এই মৃৎশয্যায় নিদ্রায় অভিভূতা! হা অদৃষ্ট! আমাকে এ গুলিও চক্ষে দেখ্‌তে হ'ল। পৃথিবীতে কি আমার মত এমন পাষণ্ড আর কেহ আছে, যে, তাহার সহধর্ম্মিণীর এইরূপ অবস্থা দেখেও জীবিত থাকে। না—আর কেহ নাই, কেবল এই হতভাগ্য শ্রীবৎসই তার দৃষ্টান্ত। প্রিয়তমে! তুমি যদি এই হতভাগ্যের—সহগামিনী না হ'তে, তা হ'লে এ দুঃখ সহ্য ক'র্‌তে হ'ত না। একি! ওষ্ঠ দ্বয় কম্পিত হ'চ্চে কেন? আবার মুখটি বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো যে! বোধ হ'চ্চে যেন, দারুণ মানসিক ভাবনাতে মন আকুল হ'চ্চে।

রাজ্ঞী। (নিদ্রিতাবস্থায়।) না—আমি—তা—কথ—নই—যাব—না। ম—হা—রাজ! মহারাজ! (রাজ্ঞীর হটাৎ নিদ্রা ভঙ্গ ও আলু থালু বেশে বসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাজাকে ধারণ করিয়া—ইতঃস্তত নিরীক্ষণ।)

রাজা। (ব্যস্তসমস্তে।) কেন, কেন প্রিয়ে! কি হ'য়েচে? কি হ'য়েচে? (বলিতে বলিতে রাজ্ঞীকে বক্ষে আকর্ষণ পূর্ব্বক।) কোন দুঃস্বপ্ন দেখেচ কি? আমার কাছে রয়েচ ভয় কি?

রাজ্ঞী। মহারাজ! আমার বুক বড় ধড়্ ফড়্ ক'র্‌চে। উঃ—কি——ভয়ানক—স্বপ্ন !! কি—অসম্ভব—ই—ঘটনা!

রাজা। হা, হা, হা, (শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া।) এই কথা! একটা স্বপ্ন দেখে এত ভয়!!

রাজ্ঞী। না মহারাজ! এখনও আমার বুক কাঁপচে, স্বপ্নে দেখ্‌ছিলাম, যেন আপনি কোথা গেচেন, আর কে যেন আমাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্চে।

রাজা। প্রিয়ে! স্বপ্নে কত অসম্ভব ঘটনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আজ কদিন ধরে কষ্টে ও ভাবনাতে, তোমার মন অসুস্থ র'য়েচে, সর্ব্বদাই বিপদাশঙ্কা ক'চ্চ,—তার—উপর——আবার এই কঠিন ভূমি তোমার শয্যা হ'য়েছিল. কাযে কাযেই সুনিদ্রা না হওয়াতে, এই বিপদের সময় বিপদের স্বপ্নই দেখেচ। প্রিয়তমে! স্বপ্ন কি সত্য হয়? তা যাই হ'ক, তোমার মন এখন চঞ্চল দেখ্‌চি, চল, এখন স্নান ক'রে ইষ্ট-দেবের আরাধনা করিগে, তা হ'লে মন সুস্থ হবে।

[রাজা ও রাজ্ঞীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

——০ঃ০ঃ০——

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——oo——

চিত্রধ্বজ বন, পর্ণ কুটির।

রাজা ও রাজ্ঞী।

রাজা। মহিষি! কুটিরটী বেশ স্থানে হ'য়েচে। চারি দিকে গাছ গুলি থাকাতে কেমন ছায়া হ'য়েচে। আর নিকটেই সরোবর, সর্ব্বদাই শীতল বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ হয়। সকল রকম সুবিধাই হ'য়েচে।

রাজ্ঞী। হ্যাঁ মহারাজ! স্থানটী অতি সুন্দর বটে, কিন্তু আপনাকে কুটির বাসী—দেখে—মনে—যে—কত কষ্ট হয়, তা আর কি ব'ল্‌ব।

রাজা। প্রিয়ে! ও সকল কথা আর মনে ক'র না। ঈশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পূর্ব্ব অবস্থা ভাবা আর ইচ্ছে ক'রে মনকে কষ্ট দেওয়া এ একই কথা। প্রিয়ে! সে সকল কথা ভুলে যাও।

রাজ্ঞী। মহারাজ!, আমাদের পূর্ব্বের—অবস্থা—আমি এখন আর একবারও মনে করিনে। তবে এই কুটীর মধ্যে আপনার জন্যে যখন পাতার বিছানা বিছাই, আর ক্ষুধায়

সময় যখন বনের ফল মূল আপনাকে খেতে দি, তখন পূর্ব্বের অবস্থা মনে পড়ে, আর—বড় দুঃখ হয়।

রাজা। প্রিয়ে! আমার এখন সব সহ্য হ'য়ে গেছে। তখন নানা প্রকার—উপাদেয় খাদ্যেও যেরূপ তৃপ্তি না হ'ত, এখন বনের ফল মূলে, তা অপেক্ষাও অধিক তৃপ্তি হয়। তখন ক্ষুধা বুঝ্‌তে পার্‌তেম না; কিন্তু এখন ক্ষুধা বেশ্‌ বুঝ্‌তে পারি। সেই জন্যে যা খাই, তাই ভাল লাগে।

রাজ্ঞী। নাথ! আপনি কাল ব'ল্‌ছিলেন যে, এ বনে আর ফল মূল ভাল পাওয়া যায় না, এজন্যে আপনাকে অনেক দূরে যেতে হয়। হিংস্র জন্তুদের জন্য সর্ব্বদাই ভয় করে। কখন কি বিপদ যে ঘ'ট্‌বে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। তা এ বনটী ত্যাগ ক'রে, কোন লোকালয়ে থাক্‌লে ভাল হয় না?

রাজা। প্রিয়ে! যেখানেই যাইনা কেন, অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তা না হ'লে, পোড়া মাচ কি জলে পালায়। চখে দেখ্‌লেও যা বিশ্বাস হয় না, আমাদের এমনি অদৃষ্ট যে, তাও ঘ'ট্‌ল। বিপদের কথা! তা যখন আমি জীবিত থাক্‌তে, তোমাকে অনাথিনীর ন্যায় বনে বনে বেড়াতে হ'চ্চে, তখন এর অপেক্ষা আমাদের অধিক বিপদ আর কি আছে।

রাজ্ঞী। নাথ! আপনি আমার জন্যেই সর্ব্বদা ভাবেন, কিন্তু আমিত এক মুহূর্ত্তের জন্যে ও অসুখী নই। আপনার সঙ্গে থেকে যদি সুখ না পাই, তবে এই পৃথিবীতে আর

কোথায় সুখ পাব ? আপনাকে ছেড়ে স্বর্গে যেতে পেলেও আমি তা চাই না। কারণ আপনার প্রণয়ের কাছে, আমি স্বর্গ-সুখও তুচ্ছ জ্ঞান করি। নাথ! আমি যে লোকালয়ে যেতে ব'ল্‌চি, তা আমার কষ্টের জন্যে নয়, কেবল বিপদের ভয়। যখন ফল মূল অন্বেষণে কুটীর ত্যাগ ক'রে, আপনি একাকী দূর-বনে যান, তখন আমার মন যে কত অস্থির হয়, এবং যতক্ষণ না আবার ফিরে আসেন, বুকের ভিতর যে কি করে, তা আর কি ব'ল্‌ব। ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। নাথ! বনে কত ভয়ানক হিংস্র জন্তু আছে।

রাজা। প্রিয়তমে! তুমি আর ভেবনা। আমরা এই বন অদ্যই পরিত্যাগ ক'রে নগরে যাব। তবে কিনা কুটিরটী স্বহস্তে নির্ম্মাণ ক'রেছি, আর স্থানটী ও বড় সুন্দর, এই জন্যে ছেড়ে যেতে যা একটু দুঃখ হয়। কিন্তু, এই ভয়ানক বনমধ্যে তোমাকে একাকিনী রেখে, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়। উভয়েরই বিপদ সম্ভাবনা। আবার, লোকালয়ে যেতেও বড় লজ্জা বোধ হয়। তবে—সামান্য ইতর লোকদের সঙ্গে থাকলে, বোধ হয়, কেউ আমাদের চিন্‌তে পার্‌বে না।

রাজ্ঞী। নাথ! তবে তাই করুন।

রাজা। অদ্য আহারান্তে তাই হবে। চল এখন আহার করা যাক্‌গে।

[রাজা ও রাজ্ঞীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—( সমস্বর বাদ্য।)

সময় যখন বনের ফল মূল আপনাকে খেতে দি, তখন পূর্ব্বের অবস্থা মনে পড়ে, আর—বড় দুঃখ হয়।

রাজা। প্রিয়ে! আমার এখন সব সহ্য হ'য়ে গেছে। তখন নানা প্রকার—উপাদেয় খাদ্যেও যেরূপ তৃপ্তি না হ'ত, এখন বনের ফল মূলে, তা অপেক্ষাও অধিক তৃপ্তি হয়। তখন ক্ষুধা বুঝ্‌তে পার্‌তেম না; কিন্তু এখন ক্ষুধা বেশ্‌ বুঝ্‌তে পারি। সেই জন্যে যা খাই, তাই ভাল লাগে।

রাজ্ঞী। নাথ! আপনি কাল ব'ল্‌ছিলেন যে, এ বনে আর ফল মূল ভাল পাওয়া যায় না, এজন্যে আপনাকে অনেক দূরে যেতে হয়। হিংস্র জন্তুদের জন্য সর্ব্বদাই ভয় করে। কখন কি বিপদ যে, ঘ'ট্‌বে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। তা এ বনটী ত্যাগ ক'রে, কোন লোকালয়ে থাক্‌লে ভাল হয় না?

রাজা। প্রিয়ে! যেখানেই যাইনা কেন, অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তা না হ'লে, পোড়া মাচ কি জলে পালায়। চখে দেখ্‌লেও যা বিশ্বাস হয় না, আমাদের এমনি অদৃষ্ট যে, তাও ঘ'ট্‌ল। বিপদের কথা! তা যখন আমি জীবিত থাক্‌তে, তোমাকে অনাথিনীর ন্যায় বনে বনে বেড়াতে হ'চ্চে, তখন এর অপেক্ষা আমাদের অধিক বিপদ আর কি আছে।

রাজ্ঞী। নাথ! আপনি আমার জন্যেই সর্ব্বদা ভাবেন, কিন্তু আমিত এক মুহূর্ত্তের জন্যে ও অসুখী নই। আপনার সঙ্গে থেকে যদি সুখ না পাই, তবে এই পৃথিবীতে আর

কোথায় সুখ পাব ? আপনাকে ছেড়ে স্বর্গে যেতে পেলেও আমি তা চাই না। কারণ আপনার প্রণয়ের কাছে, আমি স্বর্গ-সুখও তুচ্ছ জ্ঞান করি। নাথ! আমি যে লোকালয়ে যেতে ব'ল্‌চি, তা আমার কষ্টের জন্যে নয়, কেবল বিপদের ভয়ে। যখন ফল মূল অন্বেষণে কুটীর ত্যাগ ক'রে, আপনি একাকী দূর-বনে যান, তখন আমার মন যে কত অস্থির হয়, এবং যতক্ষণ না আবার ফিরে আসেন, বুকের ভিতর যে কি করে, তা আর কি ব'ল্‌ব। ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। নাথ! বনে কত ভয়ানক হিংস্র জন্তু আছে!

রাজা। প্রিয়তমে! তুমি আর ভেবনা। আমরা এই বন অদ্যই পরিত্যাগ ক'রে নগরে যাব। তবে কিনা কুটিরটী স্বহস্তে নির্ম্মাণ ক'রেছি, আর স্থানটী ও বড় সুন্দর, এই জন্যে ছেড়ে যেতে যা একটু দুঃখ হয়। কিন্তু, এই ভয়ানক বনমধ্যে তোমাকে একাকিনী রেখে, আমার কোথাও যাওয়া উচিত নয়। উভয়েরই বিপদ সম্ভাবনা। আবার, লোকালয়ে যেতেও বড় লজ্জা বোধ হয়। তবে—সামান্য ইতর লোকদের সঙ্গে থাকলে, বোধ হয়, কেউ আমাদের চিন্‌তে পার্‌বে না।

রাজ্ঞী। নাথ! তবে তাই করুন।

রাজা। অদ্য আহারান্তে তাই হবে। চল এখন আহার করা যাক্‌গে।

[রাজা ও রাজ্ঞীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—( সমস্বর বাদ্য

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিত্রধ্বজ নগরী।

কাঠুরিয়াদিগের পর্ণ কুটীর।

ফেলারাম ও কেনারাম প্রভৃতি কয়েক জন কাঠুরিয়া উপবিষ্ট।

কেনারাম। দ্যাক্ ভাই নারাণ! আজ মুই বড্ডি কাট পেয়েচি।

নারায়ণ। কি কাট—রে?

কেনারাম। আরে—ভাই! সে কতা আর ব'ল্ব কি! কাল তোতে আর মোতে যে খান্ডায় কাট কেটে ছিনু, তার খানিকটে পচ্চিমে গিয়ে, ভাই, দেকি যে, কতকগুনো বাব্লা গাচ র'য়েচে, তার মদ্যে একটা গাচ পড়ে, বেড়ে শুকিয়ে র'য়েচে। সেই গাচটা ভাই, কেটে চেলিয়ে রেকে এইচি, আর কতকগুনো এনেচি। গণ্শাকে ব'ল্লুম যে, মোর সাতে চ, তা সে গ্যাল না। তার অদেষ্টে নেই কিনা

ফেলারাম। তাইত রে—তুই যে খুব দাঁও মেরেচিস্।

কেনারাম। ভাই! ব'ল্‌ব কি, মোর চেয়ে মোদের বৌয়ের বুদ্ধি আচে। মুই বড় বড় আটি বাঁদছিনু, বৌ দেকে মোরে—ব'ল্লে কি, যে, "তুমি ক'চ্চ কি? এ য়ে বাবলা কাট, ছোট ছোট ক'রে আটি বাঁদ; আগাচা কাট দশ খানা যদি এক পয়সায় হয়, তা, এযে পাঁচ খানায় তাই হবে।" তাই ভাই, মুই বুঝ্‌লুম। মোদের বৌয়ের কিন্তু বড্‌ডি বুদ্ধি!

ফেলারাম। তুই, তবে ওজ ওজ তোদের বৌয়ের একটু একটু বিপ্‌পুপদক খাস্, তা হ'লি তোরও বুদ্ধি হবে।

কেনারাম। তা, ঠাট্টা কর্-আর-যা বল্ ভাই! মোদের বৌ কিন্তু খুব নোক। সে দিন হরের ছেলেটা জলে ডুবে গেছ্যালো, সে, আর কে কে সব নাইতে ছ্যালো। সব্বাই দেক্‌লে ছেলেটা ডুবে গ্যাল, সে কিন্তু তাড়াতাড়ি জলে পড়ে ছেলেটাকে তুল্লে। কেউ সায়োস্ ক'রে নাব্‌তে পাল্লেনা।

নারায়ণ। ভাল কতা মনে ক'রে দিয়েচিস্! হাঁ ফেলা দাদা! হরে ব'ল্‌ছ্যাল যে, "ও পুকুরে কি আচে, সে নাকি এক দিন তা দেকেছ্যাল।" তা ভাই! ছেলে পিলে গুনোকে ওখানে নাব্‌তে দেওয়া নয়।

কেনারাম। তুইও যেমন, মুই ওতে বরাবর সাঁতার দি, তা, কিচুই তো ককন দেকিনি। আর এত দিন তো কেউ ডোবেনি।

নারায়ণ। আরে ভাই! তা না, তা না। তোর মতন

বড় নোকের কিচু তো ক'র্‌তে পারে না। ছোট ছোট ছেলেদের নাকি যোম্‌! পায়ে শিক্‌লি দে টেনে নে যায়।

ফেলারাম। ও ভাই! টানা টানি কি জানিস্‌? পের্‌মাই থাক্‌লে কিচুই হয় না। মুই ঢের্‌ দেকেচি, সাপে কামড়ালে মরে নি, আবার হুঁচোট্‌ খেয়ে মরেচে।

কেনারাম। তা, সত্যি কতা ব'লেচ। মোদের বৌয়ের তো কিচুই ক'র্‌তে পাল্লে না, সে তো ছেলেটাকে হিঁচ্‌ড়ে শেকল ছিঁড়ে আন্‌লে। ওঃ! এমন সায়োস্‌ তো দেকিনি! ছুঁড়ি কোন্‌ দিন পরাণ্‌টা হারাবে দেক্‌চি।

ফেলারাম। আরে! পরের ভাল ক'ল্লে কি মন্দ হয়? তুই যেমন্‌ মুখ্‌খু! এক দিন না, এক দিন ভাল হয়ই হয়।

নারায়ণ। তা বটে, এই দ্যাক্‌ না, কেনা দাদার কি হ'ল।——

ভোলানাথ। কেনারামের বাড়ীতে কাল তো খাওন দাওন, ছোঁড়ার অদেষ্টখানা ভাল—খুব ভাল জামাই যুটেচে।

কেনারাম। মোদের বৌকে কাল আঁন্দে ব'লেচে, সে কিন্তু বড্‌ডি বেশ্‌ আঁন্দে পারে। যখন যেখানে যগ্‌গী হবে, মোদের বৌকে যেন, আগে ভাগে আঁন্দে নিয়ে গেচে।

নারায়ণ। দ্যাক্‌ ভাই! উই—কে দুজনা নোক আস্‌চে না?

সকলে। তাই তো রে! ওরা ভদ্দর নোক না? এক জন পুরুষ, আর এক জন মেয়ে মানুষ। আহা! কেমন ছিরি দেকেচ? এই দিকেই না আস্‌চে?

কেনারাম। হাঁ, এই দিকিই তো আস্‌চে। (অন্য অন্য কাঠুরিয়ার প্রতি জনান্তিকে।) কাপড় চোপড় দেক্‌লে বোধ হয় দুঃখী, কিন্তু চেহারা খুব সোন্দোর। এরা একানে আস্‌চে কেন ভাই?

রাজা ও রাজ্ঞীর প্রবেশ।

ফেলারাম। আপ্‌নারা-কারা গা মশাই! একানে কি জন্যে।—

রাজা। ও হে, ভাই সকল! আমরা বড় বিপদে পড়েই এখানে এসেছি। এক সময়ে আমরা সুখে ছিলাম, কিন্তু অনেক দিন হ'তে বনবাসে নানা কষ্ট ভোগ ক'রে, তোমাদের আশ্রয় নিতে এসেছি। (চিন্তাদেবীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া।) ইনি আমার সহধর্ম্মিণী। নিরাশ্রয় দিগকে আশ্রয় দাও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল ক'র্ব্বেন।

সকলে। মশাই! তোমাদের ভদ্দর নোক ব'লে বোধ হ'চ্চে। খুব দুক্কু হ'য়েচে, তা, দেক্‌তে পাচ্চি। তা, মোদের একানে থাকৃতে দোষ নেই। তবে কি না মোরা ছোট নোক, কাটুরে, কাট বেচে খাই।

নারায়ণ। মশাই! মোদের কিন্তু কিচুই দুক্কু নেই, ওজ আনি, ওজ খাই।

রাজা। ভাই! তোমরাই ভদ্র, তোমাদের আশ্রয়ে থাক্‌লেই আমার মঙ্গল হবে

ফেলারাম। মশাই! মোদের সাতে নিত্যি নিত্যি বনে গিয়ে কাট কেটে এনে, হাটে বেচ্‌তে পাল্লে, আর তোমা-দের দুক্ষু থাক্‌বে না।

রাজা। (স্বগত।) হা অদৃষ্ট! এ কষ্টও সহ্য ক'ত্তে হ'ল? তা, এ অবস্থায় ভদ্র সমাজে পরিচিত হওয়া, আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা অপেক্ষা, নিজশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল। (প্রকাশ্যে।) হাঁ ভাই সকল! আমি তোমাদের সহিত কাষ্ঠ আহরণ ক'রে, বিক্রয় দ্বারা তোমাদের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে থাক্‌ব। আমাদের প্রতি তোমাদের একটু দয়া থাক্‌লেই যথেষ্ট।

সকলে। বল কি মশাই! তুমি হ'চ্চ ভদ্দর নোক, মোদের কাচে থাক্‌বে, এই মোদের কত ভাগ্‌গি! মোরা কত ভাল কতা শুন্‌তে পাব, মোরা তোমাকে বাপ্‌ দাদার মতন মান্নি ক'র্ব্বো।

কেনারাম। (অন্য একজন কাঠুরিয়ার প্রতি মৃদুস্বরে।) মোদের বৌ যে ভদ্দর নোক, তা এঁরা, মোর বাড়ীতে থাক্‌লে, কোন কেলেশ্‌ পাবে না। কিন্তু ভাই! ভদ্দর নোকদের সাতে একত্তরে থাক্‌তে ভয় নাগে। ককন কি ব'লে ফেল্‌ব, তাই ভাব্‌চি। নইলে একুনি নে যেতুম। আহা! এদের মুখ দেক্‌লে দুক্ষু হয়, মেয়েটী যেন মা নক্ষী। মোদের বৌ যেমন ভদ্দর, একে পেলে বড্ডি খুসী হয়, তার গুণের কতা আর কি ব'লব——

ভোলানাথ। (সকল কাঠুরিয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক।) দ্যাক্ ভাই! মুই যে এক খানা নতুন চালা তৈয়ের ক'রেচি, তাতে এঁরা থাক্‌লে হয় না? মোর যেখানা আচে, তাতেই মোদের একন খুব চোল্‌বে।

সকলে। তবে আরকি! সে তো, বেশ্ হ'চ্চে। (রাজা ও রাজ্ঞীর প্রতি।) তবে মশাই! চল।—মা! এসো গো।

রাজা। হাঁ ভাই সকল! চল।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

——o◡o——

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——oo——

চিত্রধ্বজ নগরী।

কাষ্ঠচ্ছেদকদিগের আবাস স্থান।

**কাষ্ঠ মস্তকে কতিপয় কাঠুরিয়া ও রাজা শ্রীবৎসের আগমন, ও কাঠুরিয়াদিগের স্বস্ব কুটীরে গমন**

রাজা। (মস্তক হইতে কাষ্ঠ ফেলিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ এবং অনতিবিলম্বে বহির্গত হইয়া।) কৈ—মহিষীকে যে এখানে দেখ্‌চি না? আজ কোথায় গেলেন? এ সময়ে এক

দিনও ত, তিনি কোথাও যান না। জল ও পাখা নিয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করেন্। আবার কোন নূতন বিপদ উপস্থিত নাকি? যাই—দেখি,—প্রতিবেশিনীদের—নিকট বোধ হয় থাক্‌তে পারেন্। (পার্শ্বস্থিত কুটীর সন্নিকট গমনপূর্ব্বক—সম্বোধনে।) ফেলারাম! ফেলারাম! ঘরে আছ?

ফেলারাম। কে গা? দাদা মশাই! আজ্ঞে যাই—(কুটীর হইতে নির্গত হওন ও নিতান্ত বিষণ্ণ বদনে রাজার নিকট উপস্থিত।)

রাজা। ফেলারাম! চিন্তা দেবী কি এখানে এসেছেন?

ফেলারাম। (মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে নিম্ন দৃষ্টি করিয়া।) আজ্ঞে—এ—এ—তিনি—তো—মোদের—হেতা-আসেন্-নি।

রাজা। কেন ফেলারাম! তুমি অমন ক'রে উত্তর দিচ্চ কেন? তুমি কি জান—তিনি কোথায়?—

ফেলারাম। আজ্ঞে—এ—এ—

রাজা। সে কি! তুমি গোপন ক'র্‌চ কেন? আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি, কি একটা ভয়ানক ঘটনা হ'য়েচে। ভাই ফেলারাম! তুমি সকলই জান, বল, আমার মন বড় অস্থির হ'চ্চে। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌চিনা। (কাঁপিতে কাঁপিতে ফেলারামের হস্ত ধারণ করিয়া।) আর বিলম্ব ক'র না, ভাই, বল, আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধন চিন্তাদেবী কোথায়?—

ফেলারাম। আজ্ঞে, তা ব'ল্‌চি, আপনি কাঁপ্‌চো

কেন? ব'সুন ব'ল্‌চি, মোরা সব্বাই র'য়েচি, ভয় কি? একুনি খুঁজে আন্‌ব। সে ব্যাটাকে কুড়ুলের এক্ কোপে নিকেশ্ ক'রে, দিদিঠাউরণকে একুনি আন্‌ব।

রাজা। সে কি! সে কি! হা মহিষি! হা প্রাণেশ্বরি! —( পতন ও মূর্চ্ছা।)

ফেলারাম। একি হ'ল! দাদা মশাই! এমন হ'লেন কেন? দাদা মশাই! দাদা মশাই! এঁ্যা—এ কি! একটুও হুঁস্ নেই যে! ওরে বৌ!—ছুটে এক্ ঘোটি জল আন্‌তো—

ফেলারামের স্ত্রী। (কুটীর হইতে।) কেন, কি হ'য়েচে?

ফেলারাম। আরে, সব্বোনাশ হ'য়েচে! ছুটে জল আন্—দাদা মশাই কেমন ধারা হ'য়ে গেচে।

ফেলারামের স্ত্রী। ( দ্রুত পদে জল আনয়ন ও রাজার মস্তকে ও মুখে ফেলারামের জল সিঞ্চন।)

ফেলারাম। হায়! হায়! কিছুই যে হ'ল না। বৌ! তুই হেতা ব'সে একটু বাসাত্ কর্, মুই সব্বাইকে ডেকে আনি।

(ফেলারামের দ্রুত প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে কয়েকজন কাঠুরিয়া সঙ্গে এক দিক্ দিয়া ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ ও অপর দিক্ দিয়া ফেলারামের স্ত্রীর প্রস্থান।)

সকলে। কৈ! কৈ!—

নারায়ণ। এই যে, তাইত! একনও যে বেহুঁস!—

ভোলানাথ। আরে! বেশ্ ক'রে মাতায় জল্ ঢাল্, আর বাসাত্ কর্।

(একজন কাঠুরিয়া রাজার মস্তকে জল প্রদান ও অপর কয়েক জনার বায়ু সঞ্চালন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রাজার সংজ্ঞালাভ।)

রাজা। কৈ, মহিষি কৈ? প্রিয়তমে কৈ? কে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!———

ফেলারাম। দাদা মশাই! তুমি অমন ক'চ্চো কেন? মোরা এত নোক র'য়েচি, যেমন ক'রে হ'ক্, একুনি কিনারা ক'রে দিচ্চি।

রাজা। কেও ফেলারাম! আর ভাই! কিনারা ক'র্ব্বে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!—(সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া।) ভাই সকল! কি হ'য়েচে, আমাকে সমস্ত সত্য ক'রে বল।

ফেলারাম। দাদা মশাই! মোদের ঘরে শুন্‌লুম, মোরা সব্বাই কাট কাট্‌তে বেইরে গেলে, এই নদীর চড়ায় একখানা বড় নৌকো এসে নাগে। নৌকো নাবাবার তরে সয়দাগর অনেক নোক জন যোগাড় করে, তা, কিচুতেই নৌকো নড়ে না। তারপর, সেখান দিয়ে একজন গণৎকার যাচ্ছ্যাল, সে গুণে ব'ল্লে যে, একানকার কাঠুরেদের ম'দ্দে একজন ছিরি নোক আচে, সে বড্ডি সতী, সে ছুঁলে নৌকো জলে ভেসে যাবে। এই কতা শুনে সয়দাগর, মোদের সব্বায়ের

ঘর ঘর গলায় কাপড় দিয়ে, মোদের মেয়েদের কাচে এসে, কতো কাকুতি মিনুতি ক'ল্লে, তাতে, মোদের সক্কল্‌কার মেয়েরা গিয়ে নৌকো ঠেল্লে, তা, কিচুতেই নৌকো ন'ড়্‌লো না। তারপর, সে ব্যাটা ক'ল্লে কি! আবার এসে, দিদি ঠাউরণের কাচে গিয়ে, কত ব'ল্‌তে নাগ্‌ল। তাতেই দিদি ঠাউরণ, আর—কি-ক'র্‌বেন——

কেনারাম। আরে, তুই সবুইতো জানিস্‌ দেক্‌চি। মোদের বউ সেখানে ব'সে—সে, স্বচক্ষে সব দেকেচে। দাদা মশাই! মুই ব'ল্‌চি শোন।

রাজা। ভাই কেনারাম! শীঘ্র বল, আর স্থির হ'তে পার্‌চি না। শরীর অবসন্ন হ'চ্চে।

কেনারাম। আজ্ঞে, তারপর সে ব্যাটা গলায় কাপড় দিয়ে পেন্নাম ক'রে উটে, যোড়হাতে ব'ল্লে, "মা, তুমি একবার দয়া ক'রে নৌকো খানা ছুঁলেই, তা ভাসে। এ বিপদ হ'তে অক্ক্যা কর, ভগবান ভাল ক'র্‌বে।" তাতে দিদি ঠাউরণ ব'ল্লে, "বাপু, আমাকে কি—ঘরের বার্—হ'তে আচে, তিনি আমাকে মানা ক'রে গ্যাচে।"

রাজা। হা 'প্রিয়ে! তোমার কথা শুনে হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে। তারপর—কেনারাম!

কেনারাম। আজ্ঞে, তারপর, সে ব্যাটা কত কাঁন্দে নাগ্‌ল, কত কাকুতি মিনুতি ক'ত্তে নাগ্‌ল, ব'ল্লে, "মা পরের উপ্‌গার ক'ল্লে, তিনি কক্কন ব্যাজার হবে না।" তাতে দিদি

ঠাউরণ ব'ল্লে যে, "বাপু—আমি ঘরের বার্ কখন হ'তে পার্ব না। তবে তুমি খানিক দেরি কর, তিনি এসে যেতে বলে তো, তোমার নৌকো ছুঁতে পারি।"

রাজা। "হা প্রাণাধিকে! তুমিই যথার্থ সাধ্বী। তুমিই যথার্থ পাতিব্রত্যের আদর্শ। তারপর, কি হ'ল কেনারাম?

কেনারাম। আজ্ঞে, তারপর সয়দাগর ব্যাটা কেঁদে কেটে ব'ল্লে যে, "মা, অনেকক্ষণ, চড়াতে থাক্‌লে, নৌকো মাটিতে ব'সে যাবে, আর—শীগগির উট্‌বে না। ভাঁটাতে সব জল শুকিয়ে গেলে, হয় তো কাত্ হ'য়ে পড়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।" এই ব'লে অনেক কাঁন্দে নাগ্‌ল। তার কান্না কাটি দেকে, দিদি ঠাউরণ মোদের বোউকে ব'ল্লে, "হ্যা দ্যাক্ বৌ! তিনি বাইরে যেতে মানা ক'রে গ্যাচে, কোন বিপদ হবে ব'লে। তা, একবার নৌকো ছুঁয়া বৈতো নয়, এতে যদি ওর উপ্‌গার হয়, তাতে আর তিনি আগ ক'র্‌বে না, বরঞ্চ খুসী হবে। এই যে তোরা সব গেছ্যালি, তোদের তো মন্দ হয় নি।" এই কতা ব'লে মোদের বৌকে সাতে ক'রে দিদি ঠাউরণ নদীর তীরে গ্যাল, গিয়ে দাদামশাই! ব'লব কি আর, সেই নৌকো খানা যেই ছুঁয়েচে, অমনি হুড়ুত ক'রে সরে গে, জলে ভেসে উট্‌ল। সয়দাগর ব্যাটা অমনি দিদি ঠাউরণের নড়া দুটো না ধরে, নৌকোয় তুলে নিলে। দিদিঠাউরণ সে ব্যাটাকে কত কাকুতি মিন্থতি ক'ত্তে নাগ্‌ল, কত কাঁন্দে নাগ্‌ল, তা ব্যাটা কিচতেই শুনলে না।

শেষে, দিদিঠাউরণ, মহাআজ! মহাআজ! ব'লে, যেমন নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়্বে, অমনি ব্যাটা তুট হাত পা বেঁদে ফেল্লে, আর নৌকো খানা জোরে বেয়ে দিলে। মোদের বৌ ছুটে এসে সক্কলকে ডেকে নিয়ে, নদীতে গিয়ে দ্যাকে যে; আর নৌকো দ্যাকা যায় না।

রাজা। হা প্রিয়ে!—হা প্রাণাধিকে!—তোমার অদৃষ্টে এই ছিল!—তুমি রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী হ'য়ে একজন সামান্য বণিকের বন্দিনী হ'লে!—উঃ!—আর যে সহ্য হয়না, হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। প্রিয়ে! আমি তোমা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্ব্বো? হায়! হায়! এমন সর্ব্বনাশ ও কি কারুর হয়!—রাজ্য, ধন, মান, সকলই গেছে, কিন্তু তাতেও বিচলিত হই নাই। তোমারই সুধামাখা কথায় কর্ণ ও মন পরিতৃপ্ত হ'ত, তোমারই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী সন্দর্শনে চরিতার্থ হ'তাম, তোমারই প্রণয়রূপ অমৃতাস্বাদনে জীবনকে সার্থক জ্ঞান ক'র্ত্তাম। হায়! এখন আমি নিরাশ্রয় হ'লাম। আমার সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হ'ল। উঃ!—কি যন্ত্রণা! আমি যে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও সুস্থ হ'তে পাচ্চিনা, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌ছি! হা! শনিদেব! এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। তুমি যে ব'লেছিলে "দেখিবি দেখাব ও রে দুরাশয়," তা বিলক্ষণ দেখালে! তোমার যত বীরত্ব, তা, এই নিরাশ্রয় নরাধমকে দেখালে! ধন্য তোমার প্রতাপ!! কিন্তু এখন ও তোমাকে আমি সর্ব্বশক্তিমান বলি না;—আমার জীবন যত-

ক্ষণ না তুমি বিনষ্ট ক'র্ত্তে পার্ব্বে, ততক্ষণ তোমার ক্ষমতা কোথায় ?——

সকলে। দাদা মশাই ! দাদা মশাই ! মোরা আর আপ্‌নার দুঃক্ষু দেক্‌তে পারিনে। এই সক্কলে চ'ল্লেম, যেমন ক'রে পারি দিদি ঠাউরণকে আন্‌ব——

[ কাঠুরিয়াদের প্রস্থান।

রাজা। আর-আন্‌বে ! অমূল্য নিধি অপহৃত হ'লে কি আর পাওয়া যায় ? ফণী কিয়ৎক্ষণের জন্য মণি বিহীন হ'লে কি জীবিত থাক্‌তে পারে ? আমি নিশ্চয় ব'লচি, যদি দৈব কর্ত্তৃক রক্ষিতা না হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে এতক্ষণ প্রাণত্যাগ ক'রেচেন। হা প্রাণাধিকে !——তুমি এই সকল যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বে ব'লে কি আমার সহগামিনী হ'য়েছিলে ? পিতা, মাতা, রাজ্য, ধন, যার জন্য পরিত্যাগ ক'রে বনবাসিনী হ'লে, এখন তোমা বিহনে তার দশা কি হ'চ্চে— তা কিছুই জান্‌তে পার্‌চনা ! প্রিয়ে ! তোমা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আমি জীবন লয়ে কি ক'র্ব্বো ? আর সে জীবনেইবা সুখ কি ? যখন পিপাসায় আকুল হ'য়ে কুটীরে আস্‌ব, কে আর শীতল জল দিয়ে পিপাসা শান্তি ক'র্‌বে ? ক্ষুধার সময় আর কে আহারীয় দ্রব্য দিবে ? হৃদয়াশান্তি, কার সুধাময় বাক্যে দূর হবে ? হায় ! সকল সুখে বঞ্চিত হ'য়ে একটী মাত্র শান্তিলতা অবলম্বন ক'রে, একটী মাত্র সুখতারা লক্ষ্য ক'রে, জীবন পথে চ'লতে

ছিলাম, তাওত এখন অদৃশ্য হ'ল। এখন যাই কোথা? করি কি? মৃত্যু ভিন্ন আর শান্তির স্থানত নিকটে দেখ্‌তে পাইনা—তবে এখন—

নেপথ্যে দৈববাণী।

স্থির হও, হে রাজন! লভিবে অচিরে,
রূপবতী নারী ধনে, তব ভাগ্য বলে;
দুঃখ অন্তে পুনঃ, হবে আনন্দিত তুমি
চিরকাল! সাধ্বী সতী চিন্তা সম্মিলনে।

রাজা। এঁ্যা—একি! দৈববাণী! "লভিবে অচিরে, রূপবতী নারী ধনে,"—আমার অদৃষ্টে কি আর সুখ আছে? আর কি আমি প্রিয়া সম্মিলনে সুখীহব? এযে আমার কল্পনার অতীত। কিন্তু—দেবতারা কি প্রতারণা ক'র্‌বেন! অথবা শনির কৌশল——কে বুঝ্‌তে পারে!

নেপথ্যে পুনঃ দৈববাণী।

সম্বর রাজন শোক, তব পুণ্য ফলে
দুঃখ নিশা অবসান, সুখের প্রভাত
দেখিবে অচিরে। হবে আনন্দে মগন,
লভিবে সাম্রাজ্য পুনঃ, লভিবে মহিষী।

রাজা। এ নিশ্চয়ই দৈববাণী! বোধ হ'চ্চে, মা কমলা আমাকে আশ্বস্ত ক'র্‌চেন। যাই হ'ক্, এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়ার অন্বেষণে বাহির হই——

[রাজার প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—( সমস্বর বাদ্য। )

---

# ষষ্ঠ অঙ্ক।

---

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থরভী আশ্রম সন্নিহিত নদী তট।

রাজা শ্রীবৎস চিন্তামগ্ন হইয়া উপবিষ্ট।

রাজা। কতদিনই বা মাতা স্থরভীর আশ্রমে আর অবস্থিতি করি। তাঁর অনুগ্রহ ও স্নেহের ত পরিসীমা নাই। পুত্রের অধিক স্নেহ করেন্। আহারেরও কোন কষ্ট নাই। উদর পোষণের জন্য কোন চেষ্টাও ক'র্‌তে হয়না, অকাতরে দুগ্ধ দান ক'র্‌চেন। কিন্তু এ প্রকার জীবন আর অধিক দিন ভাল লাগেনা। এই বিজন অরণ্যে আর কতকাল থাক্‌ব!

রাজ্য ত্যাগ ক'রে প্রিয়ার সহিত যখন বনবাসী হই, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দর্শনে ও পক্ষিগণের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে, মন বিমোহিত হ'ত। এখন সে সকল আর কিছুই ভাল লাগে না। যখন মহিষী সঙ্গে ছিলেন, দিন রাত্র কেমন সহজে চ'লে যেত, তাত কিছুই জান্‌তে পার্‌তাম না। খাদ্য আহরণের জন্য কত কষ্ট হ'ত, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে সকল কষ্টই ভুলে যেতাম, তাঁর প্রেমালাপে ও যত্নে কত সুখই পেতাম, জীবনে কত উদ্যমই ছিল। এখন কিছু মাত্র কায়িক পরিশ্রম নাই, কষ্ট ও নাই, কিন্তু জীবন উদ্দেশ্য শূন্য হ'য়ে যেন নিরুৎসাহ হ'য়েছে। আহার ক'রেও তৃপ্তি নাই, ব'সে থেকে ও সুখ নাই। সুরভী মাতা ব'লেছেন অনতিবিলম্বে রাজ্য লাভ হ'বে, আর মহিষীও পাবে। দৈববাণীতে ও ঐরূপ আশ্বাসিত হ'য়েছি। কিন্তু কত দিনে যে, মা কমলা কৃপাদৃষ্টি ক'র্‌বেন্, তা কিছুইত বুঝ্‌তে পাচ্চিনা। রাজ্য লাভ হয় ভালই, না হ'লে ও দুঃখ নাই, কিন্তু প্রিয়তমার বিরহ নিতান্ত অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। তাঁর মধুমাখা কথাগুলি মনে হ'লে আরো অস্থির হ'য়ে পড়ি। কি ভক্তি! কি যত্ন! কি প্রেম! তেমন কি আর কারুর অদৃষ্টে ঘটে। আহা! সে রূপরাশির তুলনা কি আর জগতে কোথাও আছে? আমি নিতান্ত হতভাগ্য, তাই তেমন অমূল্য রত্নে এতদিন বঞ্চিত আছি। সুরভী দেবী তাঁর আশ্রম ছেড়ে যেতে সর্ব্বদাই আমাকে নিষেধ করেন্, কাযে কাযেই এস্থান পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারিনা; কিন্তু কি ক'রে যে থাক্‌ব

সেই ভাবনাতেই অস্থির হ'চ্চি। প্রিয়তমার দশা কি হ'চ্চে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনা। আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, তাই নিশ্চিন্ত র'য়েছি। দুরাত্মা বল পূর্ব্বক মহিষীকে নৌকায় তুলে ল'য়ে গেল। ফেলারাম ব'ল্লে, তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন ক'রে নদীতে ঝাঁপ্‌ দিতে চেষ্টা করাতে, পাপাশয় তাঁর হাত পা বেঁধে নৌকায় ফেলে রাখ্‌লে। উঃ!—কি অত্যাচার! এর প্রতিফল অবশ্যই তাকে ভোগ্‌ ক'র্‌তে হবে। সাধ্বীস্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ক'রে কখনই নিষ্কৃতি পাবেনা। এখন করি কি,—এখানে থাক্‌লে ত প্রিয়ার অন্বেষণ হবে না; এস্থান পরিত্যাগ ক'রে, কোন নগরে থেকে সওদাগরী নৌকা অনু-সন্ধান করাই উচিত। তা হ'লে মহিষীরও অন্বেষণ হবে—আর এই স্বর্ণপাট গুলিও বিক্রয় দ্বারা অনেক অর্থ সংগ্রহ ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পার্‌ব। তাই ভাল! তবে একখানি বাণিজ্যের নৌকা এই খান দিয়ে যেতে দেখ্‌লে, ডেকে তাতেই যাব। কিন্তু আমিত প্রত্যহই এখানে আস্‌চি—তা, কৈ—তেমন নৌকা ত দেখ্‌তে পাই না। কোন নগরে গিয়ে প্রাণাধিকা চিন্তা দেবীর যে, অনুসন্ধান ক'র্‌ব, দুরদৃষ্ট ক্রমে তাও ঘটে উঠ্‌ল না। যাই—আর এখানে ব'সে থাক্‌-লেই বা কি হবে—কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'য়ে দেখি—যদি সৌভাগ্যক্রমে একখানি নৌকা পাই। (রাজার ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে একখানি নৌকা দেখিতে পাইয়া।) ঐযে!—একখানি বৃহৎ নৌকা দেখা যাচ্চে,

এই দিকেই আস্‌চে। ঐ খানিতেই তবে যাবার চেষ্টা দেখি,——

( নৌকা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সম্মুখ দিয়া গমন কালীন রাজার হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক নাবিকদিগকে সম্বোধন এবং নৌকার অভ্যন্তর হইতে সওদাগর বাহিরে আসিয়া। )

সওদাগর। ( উচ্চৈঃস্বরে। ) কেন ডাক্‌চেন ?——

রাজা। ( উচ্চৈঃস্বরে। ) মহাশয় ! নৌকা ঘাটে আনুন। আমার বিশেষ আবশ্যক আছে, নিকটে আস্থন ব'ল্‌চি।

নৌকা লইয়া সওদাগরের আগমন।

রাজা। মহাশয় ! সওদাগরী নৌকা দেখে আপনাকে ডাক্‌লাম। আমার বাণিজ্য উপযোগী কিছু দ্রব্য আছে, সেই গুলি লয়ে কোন নগরে যাব স্থির ক'রেছি, যদি অনুগ্রহ ক'রে দ্রব্য গুলিকে ও আমাকে স্থান দেন। মহাশয় ! আপনি যা ভাড়া স্থির ক'র্‌বেন, আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি।

সওদাগর। মহাশয় ! নৌকাতে ত অধিক স্থান নাই যে,—ভাল, আপনার কি কি দ্রব্য আছে ?

রাজা। এমন অধিক কিছুনয়, কতকগুলি স্বর্ণ পাট মাত্র। আর আমার সঙ্গে অপর লোকও নাই। মহাশয় ! যদি

দয়া ক'রে সঙ্গে লয়ে যান্, তাহ'লে বড় উপকার হয়। আমি নিরাশ্রয়, বড় বিপদেই প'ড়ে আপ্‌নার সাহায্য প্রার্থনা ক'র্‌চি।

সওদাগর। তাইত—মহাশয়! আপ্‌নার কথা শুনে বড় দুঃখ হ'চ্চে। ভদ্র লোক্‌কে এমন বিপদে ফেলে যাওয়া উচিত নয় বটে, কিন্তু স্থানই বা কৈ!—আবার——(হাই তুলিয়া।) হরিহে! তোমার ইচ্ছা—স্বর্ণ পাটের কথা ব'ল্‌চেন—তাই বা—কোথা রাখি, সকল স্থানইত পরিপূর্ণ—

রাজা। মহাশয়! এ অনুগ্রহ আপনাকে ক'র্‌তেই হবে।

সওদাগর। তাত—আপ্‌নি ব'ল্‌চেন্, এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া উচিত—তাও আমি বুঝ্‌চি, কিন্তু—কি প্রকারে তা হবে। তবে এক উপায় আছে—আমার আহ্নিক পূজা কর্‌বার যে স্থানটি আছে, তাতে—আপ্‌নার স্বর্ণ পাটগুলি রাখ্‌তে পারি। কিন্তু—তা হ'লে আমার আহ্নিকের বড় কষ্ট হবে। (হাই তুলিতে তুলিতে অঙ্গুলি দ্বারা টুসি দিয়া।) গোবিন্দ হে! তব পদ ভরসা——

রাজা। মহাশয়! একটা যা হয় উপায় ক'রুন। ঈশ্বর আপ্‌নার মঙ্গল ক'র্‌বেন।

সওদাগর। আচ্ছা মহাশয়! আমার একটু কষ্ট হবে ব'লে—আর—কি—ক'র্‌ব। আপ্‌নার যদি উপকার হয়, তাই—আমার যথেষ্ট। স্বর্ণপাট গুলি কোথায়?—সে গুলি তবে নৌকায় আনুন।

রাজা। মহাশয়! দুই একজন লোক যদি আমার সঙ্গে দেন, তা হ'লে শীঘ্রই সেগুলি নৌকায় আনয়ন করি।

সওদাগর। আচ্ছা মহাশয়! ওরে রাম!—তোরা জনচার্ ঐ বাবুর সঙ্গে যাতো——

[রাজার সহিত চারিজন মুটের প্রস্থান।

সওদাগর। (দুইজন দাঁড়ীর প্রতি জনান্তিকে।) দেখ, যখন ও ব্যাটা সোনার পাট গুলো বোঝাই ক'রে নৌকায় ব'স্‌বে, আমি কথায় কথায় ওকে বাহিরে এনে গল্প ক'র্‌ব। নৌকা ছেড়ে যেই নদীর মাঝ্‌ বরাবর যাবে, সেই সময়ে তোমরা দুজনে ব্যাটাকে ধরে জলে ফেলে দেবে। তোমাদের আমি ভাল রকম বক্‌সিস্ দেব। দেখ পার্‌বে ত?

দাঁড়ীদ্বয়। কর্ত্তা! এডা নাকি আবার বড়্‌ডি কাম, তা, মোরা আর কর্ত্তি নার্‌বো। সে দিন মোরা ত্যামন অসুর-ডাকে খুন ক'ল্লাম, তা তো দ্যাখেছেন্।

সওদাগর। তা আমি জানি, তবু ব'লে রাখ্‌চি, যেন ঠকে যেও না।

দাঁড়ীদ্বয়। আজ্ঞে কর্ত্তা! তা আর ভাব্‌তি হবে না, মোরা এক্‌বার কর্ত্তার হুকুম পালেই হ'ল——

(সুবর্ণপাট মস্তকে চারিজন মুটের সহিত রাজা শ্রীবৎসের প্রবেশ ও নৌকার উপর সকলের উপস্থিত হওন।)

রাজা। মহাশয়ের সৌজন্যে অত্যন্ত বাধিত হ'লাম। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল ক'র্‌বেন।

সওদাগর। আমার সৌভাগ্য যে, আপ্‌নার ন্যায় ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হ'ল। নানা দেশ দেশান্তরে গিয়েছি, কিন্তু আপ্‌নার ন্যায় ভদ্র সচরাচর দেখ্‌তে পাইনে। ( মুটেদের প্রতি। ) ওরে! তোরা স্বর্ণ পাট গুলি ভাল ক'রে ভিতরে সাজিয়ে রাখ্। ( রাজার প্রতি। ) মহাশয়! আসুন—আমরা এই—বাহিরে একটু বসি।

রাজা। হাঁ, চলুন—বাহিরেই একটু বসা যাক্।

নৌকার বাহিরে উভয়ের উপবেশন।

রাজা। আহা! অতি পরিষ্কার বায়ু, এখানে ক্ষণকাল থাক্‌লেই শরীর শীতল হবে।

সওদাগর। মহাশয়! আপ্‌নার আর কোন আবশ্যক না থাকে ত নৌকা ছেড়ে দিতে বলি?

রাজা। আজ্ঞে, আমার আর কোন আবশ্যক নাই। আপ্‌নি আমার যে উপকার ক'ল্লেন, তা জন্মাবচ্ছিন্নে ভুল্‌ব না। আপ্‌নি অতি দয়ালু ও ধার্ম্মিক।

সওদাগর। মহাশয়! এতে আর—দয়া ও ধর্ম্মের কাজ কি করা হ'ল? আমাদের ব্যবসাই এই——আপ্‌নি আর আমাকে লজ্জিত ক'র্‌বেন না। মাজি! নৌকা ছেড়ে দাও।

মাজি। আজ্ঞে দি, কর্ত্তা! (নৌকা ছাড়িয়া দেওন ও

দ্রুত চালন এবং নৌকা নদীর মধ্যস্থলে পৌঁছিবা মাত্র, তুইজন দাঁড়ী রাজাকে সজোরে আক্রমণ পূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ।)

রাজা। একি!--একি!--হা নরপিশাচ! তুই এর প্রতিফল পাবি। পামর! বোধ হ'চ্চে তুই-ই তবে আমার প্রাণাধিকা চিন্তা দেবীকে বন্দিনী ক'রেছিস্।—(তাল, বেতাল স্মরণ।)

নেপথ্যে। হা নাথ!—(একটী উপাধান নিক্ষেপ।)

[মাজির দ্রুতবেগে নৌকা বাহিয়া যাওন।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

———oo———

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সৌতিপুর নগর।

নদীতীরস্থ মালিনীর পুষ্পোদ্যান।

মালিনী আসীনা।

মালিনী। আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! শুকন ফুল গাছ গুলিতে যে আবার ফুল ফুট্‌বে, তাত স্বপ্নেও জান্‌তেম না। আবার যে আমার এ পোড়া অদেষ্টে সুখ হবে তাত এক দিনের জন্যে ও মনে হ'তোনা। আহা! কত যত্নে ও কত

কষ্টে এই ফুল গাছ গুলি বসিয়ে ছিলেন, তা এমনি পোড়া কপাল যে, ভাল ক'রে ভোগ্ ক'ত্তেও পেলেন্ না। মিন্‌সে যে দিন থেকে আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে, আমি সেই দিন থেকে যে কি হালে আছি তা ভগবানই জানেন্। ভাগ্যে এই ফুল বাগানটী ছিল, তাতেই—যোযা ক'রে অতি কষ্টে ঘর কন্না চালাতেম। তা—আবার এম্‌নি পোড়া কপাল যে, বিধাতার চোকে—তাও শূল ঠেকেছিল। গাছ গুলি এক একটী ক'রে শুকিয়ে গেছ্‌ল, এত যত্ন ক'রেছিলেম তা কিছুই ক'ত্তে পারিনি। যখন অদেষ্ট ভাঙ্গে তখন এই রকমই হয়। অনেক দিন মালঞ্চে আসিনি—আজ গাছ গুলি দেখে যেমন আনন্দ হ'চ্চে, আবার তেমনি দুঃখও হ'চ্চে। আহা! আজ যদি তিনি থাক্‌তেন।—( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও ক্রন্দন। )

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। ও মালিনি দিদি! ও কি লা! অমন ক'রে কি বক্‌চিস্? ওমা! আবার কাঁদ্‌চিস্ যে লো?—

মালিনী। আর দিদি! পাঁচটা দুঃখের কথা মনে পড়ে, বুকের ভেতরটা যেন হুহু ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল, তাই বোন্ একটু কেঁদে বুক্‌টা খালাস্ ক'চ্চি।

রোহিণী। মরণ আর কি,--আর-কেঁদে ম'লে কি হবে? কাঁদ্‌লে যদি ফিরে পাওয়া যেতো, তা হ'লে আর ভাবনা কি? পাড়া-পোড়্‌সী না হয় ডেকে ডুকে এনে, তোর জন্যে কাঁদতেম

—কোথায় অনেক দিনের পর মালঞ্চটী ফুলে বুজে গেছে, তাই দেখে আহ্লাদ ক'র্‌বি, না,—মিন্‌সে মিন্‌সে ক'রে কেঁদে ম'র্‌চিস্‌।

মালিনী। আর ভাই! সাদে কি কাঁদি,—মনের দুঃখেই চোকে জল আসে। দুঃখের কথা বোন্‌ আর ব'ল্‌ব কি। এমন একটীও লোক নেই যে, অসুখ বিসুখে এক ঘটী জল দেয়। যতক্ষণ নিজে যে কাজটী—না ক'র্‌ব, ততক্ষণ আর তা হবে না। একলা কখন কি করি বল দিকি ভাই? ফুল গাছের গোড়ায় জল দেব, ফুল তুল্‌বো, মালা গাঁথ্‌ব, বেচ্‌তে নে যাব, আবার এদিকে পেটের চেষ্টাও দেখ্‌ব, এসব কি পেরে উঠি? যখন তিনি ছিলেন, দুবেলা দুটী রেঁদে দেওয়া, —আর রাজবাড়ীতে ফুল নে যাওয়া; এ বই আমার আর কোন কাজ ছিল না। আর সকলই তিনি ক'ত্তেন। আমার কপাল বড় মন্দ, তাই কাঁদি।

রোহিণী। তা—কি ক'র্‌বি দিদি! অদেষ্টে সুখ না থাক্‌লে কেউ তো আর সুখী ক'ত্তে পারে না। হাঁকু পাঁকু ক'ল্লে আর কি হবে বল্‌? তা চল্‌, একবার মালঞ্চটী বেড়িয়ে দেখি।

মালিনী। আচ্ছা, দিদি চল।—

(মালিনী ও রোহিণী পুষ্পোদ্যানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে।)

মালিনী। হ্যা দ্যাখ্ ভাই! এই মল্লিকে গাছ গুলিতে কি সুন্দরই ফুল ফুটেচে। আবার ঐ দ্যাখ্, বেল, গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, চামেলি, কুঁদ, রজনীগন্ধ ও আর আর গাছ গুলিতে ফুল ফুটে কেমন শোভাই হ'য়েচে! এ সব হঠাৎ কেমন ক'রে হ'লো ভাই? আজ পাঁচ ছ বছর ধ'রে এ পোড়া কপালে আগুন লেগেছেল, এক্‌বারও এদিকে চক্ষুমেলে দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'তোনা। আজ দেখ্‌চি যে, একেবারে মালঞ্চের সকল ফুল গাছ গুলিতেই ফুল ফুটেছে। এর মানেত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে ভাই!

রোহিণী। কে জানে বোন্! আমিত এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। বোধ হয়, কোন দেবতা তোর পিরতি সদয় হ'য়েচে, নইলে কি আর মরাগাছে ফুল ফোটে! তোর বুঝি আবার অদেষ্ট ফির্‌ল লো।

মালিনী। তুই ও যেমন বোন্! আর কি আমার সে কাল আছে। সে সব দিন চুকে বুকে গেছে। আহা! এক এক দিন এই মালঞ্চে যে, কি সুখে কাটাতেম, তা মনে হ'লে দুটী চক্ষু দিয়ে জল পড়ে। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখন বোন্! এক এক দিন এই কামিনী গাছটীর তলায় ব'সে যে, কি সুখ পেতেম, তা আর কি ব'ল্‌ব। তেমন দিন কি আর আমার ভাগ্যে হবে?

রোহিণী। হবেনা কেন? মনে ক'ল্লেই হয়। তুই

ইচ্ছে ক'রে দুঃখ পাবি, কেঁদে মর্‌বি, তা কে কি ক'রবে বল্‌।

মালিনী। সে কি ভাই! ইচ্ছে ক'রে কে দুঃখ ভোগ করে বল? সুখ ভোগ ক'ত্তে কার না সাধ।

রোহিণী। তোর সুখের ইচ্ছে থাকে তো তবে কেন আর একটা মালী কর্‌না। তুই একলা তো আর এই মালঞ্চটী দেখে শুনে উঠ্‌তে পার্‌বিনে। দুজন হ'লে আর তোর ক্লেশ হবে না, সুখে কাল কাটাতে পারবি। আবার নূতন মালীর সঙ্গে কামিনী তলায় ব'সে কত আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌বি।

মালিনী। মরণ আর কি! তোর যেমন মন, তেমনি ব'ল্‌লি।

রোহিণী। তা মন্দ কি! এখন তুই কেঁদে ম'র্‌চিস্‌, তা হ'লে তো আর কাঁদ্‌তে হবে না। আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাতে পার্‌বি।

মালিনী। আর জ্বালাস্‌নে বোন্‌! এ জন্মেত এই দশা।—পূর্ব্ব জন্মে কত গো হত্যে, বামুন হত্যে ক'রেছি, তার ঠিক নেই,—আবার পরকালে যে, অদেষ্টে কি লেখা আছে তা ভগবানই জানেন্‌। ধম্মকম্মত কিছুই ক'ল্লেম না, পোড়া পেটের দায়েই কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াই। বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী অমন "কথা" হ'ল, তা দুটী দিন বই আর যেতে পারিনে, দুটো শাস্তরের কথা শুনব, তা আর হ'য়ে উঠ্‌লো না। এমন পোড়া কপাল নিয়েও পির্‌থিবীতে এসেছিলুম——

রোহিণী। তুই ও যেমন দিদি! শাস্তর গুলো শুনে আর কি হবে? যত অন্যায়, তা সব ওরই ভেতর. তার সাক্ষী দেখ্‌না কেন,—শাস্তরে বলে যে, পুরুষ মানুষের যতবার ইচ্ছে বিয়ে ক'ত্তে পার্‌বে, আর মেয়ে মানুষের একটীবার বই বিয়ে নেই। শাস্তরটা পুরুষ মানুষের লেখা কিনা! তাইতে তাদের যত সুবিদে ক'রে নিয়েচে। আর,—আমরা,পোড়াকপালিরা যেন মনিষ্যি নই, আমাদের বেলায় যেন শাস্তর গুলো উড়ে পুড়ে গেছে। দেখ্‌ দিকিন ভাই, অত্যাচার! সোয়ামী ম'রে গেল তো যেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব সাদই ফুরিয়ে গেল। একাদশী-কর-রে, একসন্ধ্যা-খাও-রে, ঠেঁটী পর-রে, যেন কত অপরাধই ক'রেচি। যদি শাস্তর লিখ্‌তে পাত্তুম, তা হ'লে, নিয়ম ক'রে দিতুম যে, পুরুষ মানুষ গুলো ঘর থেকে বেরুতে পাবে না, একটা বই বে ক'ত্তে পার্‌বে না, আমাদের রেঁদে বেড়ে দেবে, ছেলে গুলোকে হাগাবে, মোতাবে, সমস্ত দিন রাত্তির আমাদের সেবা ভক্তি ক'র্‌বে,—আর ফুল চন্নন দিয়ে আমাদের পূজো ক'র্‌বে। যখন যা ব'ল্‌ব, তা যদি না করে, তবে পরকালে নরক ভোগ হবে, আর এহ কালে নিন্দে হবে। সেবা ক'রে আমাদের সন্তুষ্ট রাখ্‌তে পাল্লে তারা স্বর্গ গামী হবে।

মালিনী। মিছে নয় ভাই! যা বল্লি তা সত্তি বটে। আচ্ছা ভাই! যারা শাস্তর লিখেচে তারা কি জান্‌তনা যে, সুন্দর বস্তু দেখ্‌বার জন্যে আমাদের চক্ষু আছে, সুগন্ধ ভোগ

কর্‌বার জন্যে আমাদের নাক আছে, ভাল জিনিস খাবার জন্যে আমাদের মুখ আছে, ভাল কথা শোন্‌বার জন্যে কাণ আছে; পুরুষ মানুষদের মতন আমাদের মনও আছে, ইচ্ছেও আছে, সুখ দুঃখ আমরা বুঝ্‌তে পারি,—তাদের চেয়েও আমরা ভাল বাস্‌তে জানি।

রোহিণী। তারা আবার না জান্‌ত কি! তখনকার মেয়ে মানুষ গুলো নাকি নিতান্ত বোকা ছিল, তাই যা ব'লে বুঝিয়েছে, তাই বুঝেছে। ভাল মানুষের তো মা বাপ নেই। ওমা! আবার কিনা মড়ার সঙ্গে পুড়ে ম'র্‌তে হবে! যে, এই সব শাস্তর লিখেছে তারে যদি এক্‌বার পাই,তাহ'লে ঝাঁটা পেটা ক'রে তার শাস্তর লেখা বার্‌ করি।

মালিনী। যা বল্লি বোন্‌! আমার মনের কথাটা যেন টেনে বের্‌ক'রেচিস্‌। এখন আর ও কথায় কাজ নেই, বেলা অনেক হ'ল। চ, ভাই! এক্‌বার নদীর ধার্‌টার দিকে দেখে যাই।

রোহিণী। (সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।) উঃ! তাইত ভাই! কথা কইতে কইতে যে অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, আমি আর থাক্‌তে পাচ্চিনে, এখন চল্লুম দিদি, কাল তখন আসব।

মালিনী। আচ্ছা ভাই এস।

[রোহিণীর প্রস্থান।

মালিনী। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া।) আহা! যে দিকেই দেখি সেই দিকেই যেন বাগানটী হাঁস্‌চে। এমন

শোভা তো কখন দেখিনে! চারিদিক গন্ধেতে আমোদ ক'রেছে। কামিনী গাছটীতে কি ফুলই ধ'রেচে, যেন ফুলের ভরে ডাল গুলো ভেঙ্গে প'ড়েচে। এই গাছটী দেখ্‌লেই তাঁর সেই গানটী মনে পড়ে। আহা! কি মিষ্টি গানটী—একবার গেয়ে দেখি।——

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঢিমে তেতালা।

কেমনে ভুলিব বল তায়,—
সে আমার, সদা জাগিছে সই, হৃদয়েতে নিশি দিব।
বিনা সেই মুখশশী, নয়নে আর কি হেরিব॥
সেই অমিয় বচন, হৃদে জাগে অনুক্ষণ,
সে বচন সুধা বিনে, কি শুনে কর্ণ জুড়াব॥

(গীতান্তে মালিনীর পুষ্প চয়ন।)

রাজা। (নদীর উপকূলস্থ মালঞ্চের চম্পক বৃক্ষের তল হইতে।) একি! এযে রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত ধ্বনি বোধ হ'চ্চে। আহা! কি মধুরস্বর,——(পশ্চাৎ ফিরিয়া।) বোধ হ'চ্চে এই দিকেই যেন সঙ্গীত হ'চ্চে। তবে ত লোকালয় নিকট;—নিকটে অনুসন্ধান ক'ল্লেই আশ্রয় পেতে পারি—(দণ্ডায়মান হইয়া।) উঃ! সমস্ত শরীরে এত বেদনা হ'য়েছে যে, আর চ'ল্‌তে পাচ্চি না। শরীরেরই

বা দোষ কি! নরাধম যখন নদী গর্ভে নিক্ষেপ করে, তখন দারুণ আঘাত লেগেছিল। তারপর সমস্ত রাত্র জল কাদায় প'ড়ে আছি,—এখন ও যে জীবিত আছি এই আশ্চর্য্য!!

মালিনী। (পুস্পচয়ন করিতে করিতে গীত।)——

সেই অমিয় বচন, হৃদে-জাগে অনুক্ষণ,
সে বচন সুধা বিনে, কি শুনে কর্ণ জুড়াব।

রাজা। একি! অতি নিকটেই যেন,—কোন রমণী সঙ্গীত ক'চ্চে। (রাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে মালিনীকে দেখিয়া।) কে গা তুমি?——

মালিনী। (জিহ্বা কাটিয়া, স্বগত।) ছি-ছি-কি লজ্জা-পুরুষ মানুষের সাক্ষাতে গানটা গেয়ে ফেল্লুম। উনি তো তবে সবই শুনেচেন। (প্রকাশ্যে কিঞ্চিৎ লজ্জিত ভাবে মুখ হেঁট করিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে।) ওগো! এই—মালঞ্চটী—আমার; আমি-মালীর মেয়ে।

রাজা। হ্যাঁ গা! এটী কোন্ স্থান,—নিকটে কোন আশ্রয় পাওয়া যায় না কি?

মালিনী। এটীকে সৌতিপুর বলে গো। এটী একটী বড় নগর, এখানে স্থানের অভাব নেই। হ্যাঁ গা বাছা!

তোমার এরূপ অবস্থা কেন? বোধ হ'চ্চে,- কোন বিপদে পড়ে, এরকম হ'য়েচে।

রাজা। হ্যাঁ গো! আমি ব্যবসা উপলক্ষে নৌকা আরোহণে যাচ্ছিলাম, দুর্দ্দৈব বশতঃ জলমগ্ন হ'য়েছিলাম।

মালিনী। আহা! তবে তো বড় কষ্ট হ'য়েচে। মা দুর্গা যে তোমাকে রক্ষে ক'রেচেন এই বড় ভাগ্যি। যা হোক্ বাছা! আমার বাড়ী কাছেই, যদি তোমার ইচ্ছে হয়, আমার বাড়ীতে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পার।

রাজা। তাতে, আমার কোন আপত্তি নাই, তোমার অনুগ্রহে যে, একটু আশ্রয়স্থান পাচ্চি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার ক'ল্লে।

মালিনী। তবে এস, স্নান ক'রে, কাদা মাখা কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্‌বে।

রাজা। আচ্ছা চল।

(অগ্রে মালিনী ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

———০ঃ০O০ঃ০———

# সপ্তম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।
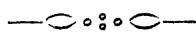
সৌতিপুর রাজধানী।

রাজবাটীর, অন্তঃপুরস্থ
প্রমোদ উদ্যান।

বিমলা ও কমলা আসীনা।

কমলা। দেখ ভাই বিমল! আমাদের প্রিয়সখীর মন আজ কাল আর তেমন নেই। সর্ব্বদাই অন্যমনস্কা থাকেন, আমাদের প্রতি আর তেমন যত্ন নেই, এতযে আমোদ আহ্লাদ ভাল বাস্‌তেন, তাত এখন আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। পুর্ব্বে এক মুহূর্ত্ত ও আমাদের ছাড়া থাক্‌তেন না, এখন দেখ্‌চি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে বড় ভাল বাসেন্ না। মধ্যে মধ্যে আমাদের কিছু না ব'লে, ক'য়ে, এক্‌লাই এই উদ্যানে চ'লে আসেন্।

বিমলা। হ্যাঁ ভাই! আমিও আজ কদিন ধ'রে, প্রিয়-সখীকে নূতন রকম দেখ্‌চি বটে। রোজ মনে করি তোকে ব'ল্‌ব, তা আর নিরিবিল পাইনে যে বলি। এই দেখ্‌না আজ কখন যে, উদ্যানে চ'লে এসেচেন, তা জান্তেও পারিনি। ভেতরে ভেতরে একটা কিছু কথা আছে ভাই! তা যাইহোক্, আজ ভাই, দুজনে কৌশলে, তাঁর মনের ভাব জান্‌তে হবে।

কমলা। ও কি আর জান্‌তে হয়! জানাইত আছে। দেখ্‌চিস্‌নে আজ কাল শিব পূজোর ঘটাটা কত বেড়ে গেছে। এখন আর, আমরা, পূজোর ফুল তুলে দিলে মন ওঠেনা। চুপি চুপি উদ্যানে এসে নিজেই ফুল বিল্লিপত্তর তুলে নিয়ে পূজো ক'ত্তে যান। পূজোতেত প্রায়, এক্‌বেলাই কেটে যায়। এতেও কি আর জান্‌তে বাকী থাকে?

বিমলা। তা ভাই! এতে প্রিয়সখীর দোষ কি? পূজো করা তো আর কুকর্ম্ম নয়, তিনি কিছু আর এখন ছেলে মানুষটী নেই, যৌবনে প'ড়েচেন, তা এখন যদি শিবপূজো ক'রে, মনোমত স্বামী লাভ ক'ত্তে পারেন্, তা চেষ্টা ক'র্‌বেন্ না? সুখের সময়, সুখের আশা কেনা করে ভাই?

কমলা। আমিত আর ব'ল্‌চিনে যে, তিনি কুকর্ম্ম ক'চ্চেন্। মহাদেবকে সন্তুষ্ট ক'রে মনের মত স্বামী পাবেন, এত সুখেরই কথা। তবে কিনা আমাদের কাছে লুকোচুরি করাটাই দোষ। আমরা তো আর তাঁর সতিন হ'য়ে স্বামী কেড়ে

নেব না। যখন তাঁর সুখে, আমাদের সুখ, তখন, তাঁর কোন কথাই আমাদের কাছে গোপন করা উচিত নয়।

বিমলা। তা ভাই! ও কথাটি ঠিক্ ব'লেচিস্ বটে। কিন্তু তাও আবার ব'লি, প্রিয়সখী আমাদের বড় লজ্জাশীলা, বোধ হয় সেই জন্যেই আমাদের কাছে ব'ল্‌তে পারেন্‌নি। আচ্ছা ভাই! আজ আমাদের প্রিয়সখী কোথায় গেলেন,—তাঁকে এখনও যে দেখ্‌চিনে?

কমলা। দেখ্ ভাই বিমল! প্রিয়সখী এক্‌বার এখানে এলে হয়, তা হ'লে আজ দেখা যাবে, তিনি কত চাতুরী খেলেন। আজ বড় সহজে তাঁকে ছাড়ব না। এখন চল্ ভাই, ফুল তুলিগে। আজ ভাল ক'রে মালা গেঁথে প্রিয়-সখীর গলায় দেব।

বিমলা। আচ্ছা ভাই! চল। (উভয়ে ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে পুষ্পচয়ন।)

কমলা। ( পুষ্পচয়ন করিতে করিতে গীত। )

রাগিনী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

বসন্তে বিপিন, কি শোভা মোহন,—
জুড়াল নয়ন।
ভ্রমিতেছে অলি, মধুপান লোভে,—
কোকিল ঢালিছে সুধা, মোহিয়ে কানন।

বহিছে সৌরভ, মলয় অনিল,—
ফুটেছে কুসুমরাজি, শোভিছে ভুবন ॥

বিমলা। ( পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গীত। )

রাগিনী লুম ঝিঁঝিট—তাল কাশ্মীরী খেম্‌টা।

কি শোভা হইল সই, কি শোভা হইল সই।
নয়ন মন মম, মোহিল মোহিল।

সমীর সোহাগে ঢলি,
নাচিছে কুসুম কলি,
মধু আশে আসি অলি,—
জুটিল জুটিল।

আমাদের সখী যিনি,
ফুলের ঈশ্বরী তিনি,
কত অলি তায় না জানি,—
টলিল টলিল।

মরি কিবা মনোলোভা,
বিনোদ বিপিন শোভা,
কমলে কৌমুদী আভা,—
মিলিল মিলিল।

কমলা। দেখ্ ভাই বিমল! এই গাছটীতে কেমন বড় বড় বেলফুল ফুটেচে! আমি ভাই, এই গুলিতে একছড়া মালা গাঁথ্‌ব।

বিমলা। আমি ভাই, আর কিছু ফুল তুল্‌তে পাল্লে, এক ছড়া গোড়ে গাঁথি।

কমলা। দেখি—তুই, কি ফুল তুলেচিস্?

বিমলা। (অঞ্চল বিস্তার করিয়া পুষ্প প্রদর্শন।) এই দেখ্ ভাই!———

কমলা। তাইত লো! তোর্ যে অনেক গুলি ফুল হ'য়েচে। আহা! দিব্বি জুঁইফুল ভাই! তোর্ এতে, এক ছড়া গোড়ে খুব হবে।

বিমলা। না ভাই! এতে হবে না, আর কিছু চাই। আজ এক ছড়া মনেরমত গোড়ে গাঁথ্‌ব। চল্ ভাই আর কিছু তুলিগে।

কমলা। আমি ভাই! কিছুই তুল্‌তে পারিনি। (অঙ্গুলি দ্বারা প্রদর্শন করিয়া।) চল্ ভাই! ঐ দিকে যাই।

বিমলা। আচ্ছা ভাই, চল। (উভয়ের অগ্রসর হইয়া পুষ্পচয়ন ও ক্ষণকাল পরে অল্প উচ্চৈঃস্বরে।) ও লো, তোর্ হ'ল? আমার ভাই, অনেক ফুল হ'য়েচে, আমি এখন মালা গাঁথি গে।

কমলা। দাঁড়ালো দাঁড়া, আমারও হ'য়েচে, তোর্ যে আর তর সয়না দেখ্‌চি, এক সঙ্গেই চল্‌না যাই।

বিমলা। তবে আয়।——

( উভয়ে একত্র হইয়া একটী মাধবীলতা
—মণ্ডপের নিম্নে উপবিষ্ট হইয়া
মালা গ্রন্থন। )

বিমলা। গোড়ে গাঁত্তে ভাই, বড় ব্যাজার ধরে, তা যাইহোক্ ভাই, আজ কিন্তু গোড়ে গাছটী, মনেরমত ক'রে গাঁত্তে হবে।

কমলা। ( গোড়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া। ) তোর্, কিন্তু বেশ হ'চ্চে ভাই! আমাদের প্রিয়সখী তোর্ গোড়ে দেখে বড় সন্তুষ্ট হবেন। দূর হ'ক্‌গে ছাই,—আবার সুতোটা ছিঁড়ে গেল।

বিমলা। কেন, তোরও তো মন্দ হ'চ্চে না ভাই! ঐ খান্‌টায় গেরো দেনা। আহা! অতখানি গেঁথেচিস্, আবার সব খুল্‌বি।

কমলা। আর ছাই,—কত গেরো দেব। আজ আমার যেন কেমন ব্যাজার ব্যাজার ধ'চ্চে।

বিমলা। মালা গাঁত্তে আবার ব্যাজার কি লো? তবে বুঝি তোরও প্রিয়সখীর দশা ধ'রেচে?

কমলা। দূর ছুঁড়ী, তোর্ ধ'রুক্‌গে, আমায় কেন ধ'ত্তে যাবে!

বিমলা। আমার তো ভাই, তোর্ মতন মালা গাঁতে ব্যাজার ধ'চ্চে না, আর অন্যমনস্কা হ'য়ে সুতো ও তো ছিঁড়্‌চিনে যে, আমাকে দোষ দিবি। তোকে কিন্তু যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে নিশ্চয়ই বোধ হ'চ্চে যে, প্রিয়সখীর ছোঁয়াচেরোগ তোকে ধ'রেচে।

কমলা। আমাদের ত্বজুনকার সুখ দেখ্‌লে তুই কি আর বাঁচ্‌বি, আপ্‌সোসে বুক ফেটে ম'রে যাবি।

বিমলা। উঃ! এমনি পল্‌কা বুক পেয়েচিস্, কিনা যে, সহজে ফেটে যাবে। একটা তো একটা, তোর্ দশটা বে হ'লেও আমার বুক ফাট্‌বে না।

কমলা। মরণ আর কি, মুখে আগুন, ছুঁড়ীর ঠাট্টা দেখ! নেবোন্ নে, আর জ্বালাস্‌নে, ঠাট্টা ভাল লাগে না। আচ্ছা ভাই! প্রিয়সখী——

(পশ্চাৎ হইতে রাজকন্যা ভদ্রা অঞ্চল দ্বারায় কমলার চক্ষু আবরণ ও বিমলাকে ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিতে নিষেধ করণ।)

বিমলা। কমল! কে—বল্‌দিকি?—

কমলা। (পশ্চাৎ দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া রাজকন্যার বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক।) ব'লব, ব'লব,——

বিমলা। আচ্ছা, বল্‌দিকি, যদি ব'ল্‌তে পারিস্, তা হ'লে প্রিয়সখীকে ব'লে ক'য়ে, যিনি তাঁর হবেন, তাঁর সঙ্গে তোর্ বে দে্‌ দেবো।

কমলা। ওঃ! ছুঁড়ী কি দাতা গো! আপ্‌নি পায়না, তা আবার পর্‌কে দেবে।

বিমলা। আচ্ছা,—কে তুই বল্, আমি না হয়, প্রিয়-সখীর হাতে পায়ে ধ'রে, একদিনের জন্যেও তোকে দেবো।

কমলা। আচ্ছা,—ব'ল্‌ব, ব'ল্‌ব,—এ—আমাদের—মালতী ছুঁড়ী—

বিমলা। (করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে।) হরিবোল হরি! ঠিক্ ব'লেচিস্ যে, যা ব'ল্লুম তা তোর্ অদেষ্টে নেই। আচ্ছা,—ফের্ বল্ দিকি কে?

কমলা। আচ্ছা ভাই! এবারটা ব'ল্‌চি,—(বস্ত্র টানিতে টানিতে পদ ধারণ করিয়া।) ব'লেচি—ব'লেচি, এটী—একটী —"প্রণয়কাতরা চাতকিনী।"

রাজকন্যা। (কমলার চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া।) মরণ আর কি, নূতন কথা আবার কোথা হ'তে শিখ্‌লি? যা হোক্, একবারে তো ব'ল্‌তে পারিস্ নি!

কমলা। (হাস্য করিতে করিতে।) তা যেন না পেরেচি, কিন্তু শেষে যা ব'লেচি তাত ঠিক্।

রাজকন্যা। কেমন ক'রে ঠিক্ হ'ল? তুমিত আমার নাম ক'ত্তে পারনি।

কমলা। কেন পার্‌বনা, আমিত ব'লেচি।

রাজকন্যা। কৈ ব'ল্লে?

কমলা। কেন ঐ যে ব'ল্লুম, "প্রণয়কাতরা—একটী চাতকিনী।"

রাজকন্যা। ঐ বুঝি তোমার বলা হ'ল, তুমি ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত আন্‌লে যে!

কমলা। তবে কেন প্রিয়সখি, তুমি আমার চক্ষু খুলে দিলে?

রাজকন্যা। তুমি দুবারে ও ব'ল্‌তে পাল্লেনা ব'লে, আমি আঁচলটা সরিয়ে নিলেম। আর অন্যমনস্কা ছিলেম ব'লে তোমার কথার মানে না বুঝ্‌তে পেরে ব'লেছিলেম যে, এক বারেত ব'ল্‌তে পারনি।

বিমলা। ভাই কমল! আমাদের প্রিয়সখী আজ কাল বড় অন্যমনস্কা বটে। এখন আমাদের একটা সামান্য কথার মানেও বুঝ্‌তে পারেন্ না। মন তো আর দুটো নয় ভাই! যে আমাদের কথার দিকেও মন থাক্‌বে, আর যিনি ওঁর হৃদয়ের দেবতা তাঁকেও ভাব্‌বেন।

রাজকন্যা। দূর্ ছুঁড়ী! তোর্ আপ্‌নার মনের মত কথা ব'ল্‌চিস নাকি? আমাকে আবার কখন অন্যমনস্কা দেখ্‌লি?

বিমলা। না গো না, তবে আমরাই অন্যমনস্কা হ'য়েচি।

রাজকন্যা। তা হ'য়েচিস্‌ই তো!

কমলা। এই যে গো! আমাদের প্রিয়সখীর মুখ দিয়ে যে আজ কথা বেরিয়েচে। আজ আমাদের বড় ভাগ্যি।

রাজকন্যা। কেন সখি? কবেই বা আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কইনে। আজ ভাই! তোমাদের যেন কেমন এক রকম দেখ্‌চি।

বিমলা। বটে গো বটে! তা এখন ব'ল্‌বে বৈকি, ও কথা না ব'ল্লে আর নিজের দোষ ঢাকে কই।

রাজকন্যা। কেন সখি! আমার আবার কি দোষ দেখ্‌লে?

কমলা। দোষ, এমন কিছু নয়, তবে কিনা আজ কাল দেখ্‌ছি, তুমি আমাদের পর মনে কর।

রাজকন্যা। সেকি ভাই! এটী তোমাদের বড় অন্যায় কথা, বরঞ্চ তোমরা আমাকে পর্ ভাব্‌চ। আমি তো ভাই, সমস্ত দিন রাত্র তোমাদেরই কাছে থাকি, কই, এক দিনও তো তোমাদের মুখে এ রকম কথা শুনি নি।

কমলা। তা এক দিনও ব'লিনে ব'লে যে, আজ ব'ল্‌তে নেই, এমন তো কিছু কথা নয়। আমরা ক দিন ধ'রে দেখ্‌চি যে, তোমার আর আমাদের প্রতি তেমন

যত্ন নেই। আমরা ফুল বিল্লিপত্তর তুলে দিলে, তাতে পূজো ক'রে তৃপ্তি হয় না, কাযে কাযেই নিজেই তুলে পূজো কর। আগে আমাদের সঙ্গে না হ'লে এখানে আসা হ'ত না। এখন আমাদের না ব'লে একলাই এস। আমাদের সঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদ ক'রে কথা কইতে, এখন ভাই, তোমাকে দেখ্‌তে পাওয়াই ভার হ'য়েচে। আমাদের পর্ না ভাবলে কি, আর এরকম কর্ত্তে। তা ভাই! আমরাই কেবল প্রিয়সখি, প্রিয়সখি ক'রে মরি, তুমি কিন্তু আমাদের সে রকম ভাবনা। তা যাইহোক্‌গে ভাই! এখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'লেই আমরা বাঁচি।

রাজকন্যা। আমার আবার মনোবাঞ্ছা কি সখি?

বিমলা। কেন প্রিয়সখি! তোমার কি কিছুই মনোবাঞ্ছা নেই। তা যদি না হবে, তবে এত যত্ন ক'রে, আমাদের না ব'লে ক'য়ে গোপনে হরপার্ব্বতীর পূজো ক'র্ব্বে কেন? তা এ বড় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের কাছে মনের কথা গোপন কর। প্রিয়সখি! তোমার সুখেই আমাদের সুখ, তোমার দুঃখেই আমাদের দুঃখ, একি তুমি জান না? আমরা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি যে, কদিন ধ'রে তোমার মনে একটা চিন্তা উপস্থিত হ'য়েচে, সেটি আমাদের কাছে প্রকাশ ক'চ্চ না। এতে তুমিও সুখী হ'তে পাচ্চ না,—আর আমাদের ও অসুখী ক'চ্চ। প্রিয়সখি! আমাদের নিকট মনোভাব ব'ল্লে নিশ্চয়ই মনের ভার কতক্‌টা দূর হবে।

রাজকন্যা। তোমাদের কাছে কবে কি গোপন ক'রে রেখেচি সখি ?

বিমলা। তা আগে রাখ্তে না বটে, আজ কাল কিন্তু রাখ্তে শিখেচ।

রাজকন্যা। না সখি! তোমাকে কথায় পার্‌বার যো নেই।

বিমলা। তাই ব'লে কথা উড়িয়ে দিলে চ'ল্‌বে না, আজ ভাই! তোমার মনের কথাটি না ব'ল্লে, কোন মতেই ছাড়্‌ব না।

কমলা। বিমল! তুইও যেমন নেকি! এ আর বুঝ্‌তে পারিস্‌নে যে, আজ কাল্ আমাদের প্রিয়সখী দারুণ প্রণয় চিন্তাতে মগ্ন হ'য়ে হাবু ডুবু খাচ্চেন।

রাজকন্যা। না ভাই! তোমাদের কেবল ঐ কথা। অমন ক'ল্লে কিন্তু আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

কমলা। তাইত তুমি চাচ্চ। আমাদের ছেড়ে যেতে হ'লে তো একটা ওজর চাই। তা ভাই! যেখানে গেলে সুখী হবে সেই খানেই না হয় যাও।

রাজকন্যা। না সখি! তুমি রাগ্ ক'ল্লে ? এমন জান্‌লে ভাই, আমি ও কথা ব'ল্‌তেম না।

কমলা। আচ্ছা, তবে সত্যি করে বল দিকি, কে তোমার হৃদয়রাজ্যের অধিপতি ? কার জন্যে তুমি হরপার্ব্বতীর আরাধনা কর ?

রাজকন্যা। যদি না বলি, তা হ'লে কি ক'র্‌বে?

কমলা। কি আর ক'র্‌বো, কেবল মাকে গিয়ে ব'ল্‌ব যে, প্রিয়সখী আমাদের বিয়ের জন্যে ক্ষেপেঁছেন।

রাজকন্যা। মরণ আর কি! ও কথা বুঝি মাকে ব'ল্‌তে আছে?

কমলা। কেন, যে রোগের যে ঔষুধ। তা না হ'লে তো তোমার হবে না।

রাজকন্যা। না ভাই! তোমাদের কাছে তো আমার কিছুই গোপন নেই। আর গোপন রেখেই বা লাভ কি! বরঞ্চ প্রকাশ ক'ল্লে মন অনেকটা সুস্থির হবে।

কমলা। তাত আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, আমাদের কাছে মনের কথা ব'ল্লে, মন অনেকটা সুস্থ হবে।

রাজকন্যা। আমি কি তা জানি না যে, সম্পদে, বিপদে, আর সুখে, দুঃখে, তোমরা আমার কেবল মাত্র সহচরী। তবে ভাই, কদিন ধ'রে মনটায় বড় অসুখ ছিল, তাই তোমাদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ক'ত্তে পারিনে। মা দুর্গার অনুগ্রহে, আজ আমার সে অসুখ দূর হ'য়েচে।

বিমলা। কেন সখি! এমন কি অসুখ হ'য়েছিল যে, আমাদেরও কাছে তা ব'ল্‌তে পার নি?

রাজকন্যা। অসুখ, আর কি,——সখি! তোমরা এখানে কতক্ষণ এসেছ ভাই?

কমলা। আবার কেন সখি গোপন ক'চ্ছ?

রাজকন্যা। কৈ সখি! কি আবার গোপন ক'ল্লেম?

কমলা। আচ্ছা ভাই! আচ্ছা——

রাজকন্যা। না ভাই! রাগ্ করিস্‌নে ব'ল্‌চি। আজ মা হৈমবতী আমার প্রতি প্রসন্না হ'য়ে, বর দিয়েচেন্ যে, আমি মনোমত পতি পাব। তা সখি! এত দিনে আমার পূজা সার্থক হ'ল, আর জীবনও ধন্য হ'ল।

বিমলা। প্রিয়সখি! তুমি কি নিষ্ঠুর! এতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সুখের কথাটি আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে। যাহোক্ ভাই, তুমি কিন্তু খুব মেয়ে—(কমলার প্রতি।) কমল! শুন্‌লেত,—আজ ভাই, আমাদের কি সুখেরই দিন! এখন আমার মনটা আহ্লাদে নেচে নেচে উঠ্‌চে।

কমলা। (হাঁসিতে হাঁসিতে।) আমি তো ভাই, অবাক্ হ'য়ে গেছি। কি যে ব'ল্‌ব, তা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। একটা শাঁক পাই যদি,—তা হ'লে একবার বেশ ক'রে বাজিয়ে, সকলকে জানাই। কথাটা শুনে পর্য্যন্ত আমার মুখটা সড় সড় ক'চ্চে।

রাজকন্যা। দেখ সখি! ও কথা নিয়ে এখন গোলমাল ক'র না। ভাই! তোমরা আমার প্রাণের সখী, তাই তোমাদের কাছে ব'ল্লেম। কিন্তু কেউ যেন ভাই, জান্‌তে না পারে। সময়ে সকলেই জান্‌বে।

বিমলা। তা বটে, কিন্তু যারা জেনেছে, চুপ ক'রে থাক্‌লে যে তাদের পেট ফুল্‌বে।

রাজকন্যা। না সখি! তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা এ কথা কাকেও ব'লো না।

বিমলা। ওকি সখি! ও কথা কি ব'ল্তে আছে। আমরা কি তোমার অমতে কোন কর্ম্ম করি?

কমলা। প্রিয়সখি! সন্ধ্যে হ'য়েচে, এখানে আর থাকা উচিত নয়। চল ঘরে গিয়ে আজ ভাল ক'রে আমোদ আহ্লাদ করি গে।

রাজকন্যা। তাইত! অন্ধকার হ'য়েচে যে,—চল সখি! যাই——কিন্তু ভাই! আমার মাথা খাও যেন গোল ক'র না।

কমলা। না সখি! ভয় নেই।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন —(সমস্বর বাদ্য।)

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:০—

ইন্দুমতীর শয়ন মন্দির।

ইন্দুমতী আসীনা।

রাজ্ঞী। (স্বগত।) কদিন ধ'রে মেয়েটীকে দেখে অত্যন্ত ভাবনা হ'য়েচে। আহা! বাছা আমার যেন আদ খানি হ'য়েগেছে, তেমন যে কাঁচাসোনার বর্ণ, তা যেন. কালী মেড়ে দিয়েছে। মুখটী যেন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, বাছার আমার যেন মনে কতই অসুখ, জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কিছুই বলেনা। শারীরিক কোন অসুখ হ'লে, আমাকে নিশ্চয়ই ব'ল্‌ত। আর তাওত কিছু দেখ্‌তে পাইনে। যাহোক, একবার বিমলাকে ডেকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করি। বোধ হয়, সে আমাকে কোন কথা গোপন ক'র্‌বে না। (উচ্চৈঃস্বরে।) এখানে কে আছিস্‌ গা?

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। কেন মা! কাকে ডাক্‌চেন?

রাজ্ঞী। শ্যামা! তুমি একবার, বিমলাকে ডেকে নিয়ে এস।

শ্যামা। যাই মা।

[ শ্যামার প্রস্থান।

রাজ্ঞী। ( স্বগত। ) কমলা আর বিমলার সঙ্গে ভদ্রার বড়ই ভাব, একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, একত্রে বেড়ান। আহা! কটী মেয়ে যেন, এক মায়ের পেটে জন্মেছে। এমন ভাব্ত কখন দেখিনে! তিনটীরই যেন এক মন, এক প্রাণ। বোধ হয়, কমলা আর বিমলা, আমার ভদ্রার মনের সকল কথাই জানে। তারা এলে সকলই এখন জান্‌তে পার্‌ব। আমার এমনি কপাল যে, দুটো নয়, দশটা নয়, একটা মেয়ে, তারও কপালে সুখ নেই।—আহা! মা যেন আমার প্রতিমা খানি। আমি-মা, আমার তো কথাই নেই, যে একবার তাকে দেখেচে, সে আর, তার রূপের প্রসংশা ক'রে উঠ্‌তে পারে না। সরল স্বভাবা, লজ্জাশীলা, মনের কথা মনেই রাখে, কাযে কাযেই জান্‌তে পারিনে। যে রকম দেখ্‌চি, তাতে বোধ হ'চ্চে ভদ্রা আমার আর,—বালিকা নেই। এখন তার মনে প্রণয় চিন্তা প্রবেশ ক'রেছে, তাতেই ভেবে ভেবে বাছার অস্থি চর্ম্ম সার হ'য়েচে। যে সময়ের যা, তা-হবেই তো।

বিমলা ও শ্যামার প্রবেশ।

বিমলা। কেন মা! আমাকে কি জন্যে ডেকেচেন?

রাজ্ঞী। এসেচ বাছা! বেশ হ'য়েচে, ব'স। তোমার

সঙ্গে অনেক কথা আছে। (শ্যামার প্রতি।) শ্যামা! তুমি এখন কাজ কর্ম্ম কর গে।

[ শ্যামার প্রস্থান।

রাজ্ঞী। বিমল! ভদ্রা এখন কি ক'চ্চে?

বিমলা। কমল প'ড়্ছিল, প্রিয়সখী, আর আমি তাই শুনছিলেম।

রাজ্ঞী। কি পড়া হ'চ্ছিল মা?

বিমলা। রামায়ণের হরধনু ভঙ্গ।

রাজ্ঞী। কত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমরা জেগে থাক?

বিমলা। অধিক রাত্র পর্য্যন্ত নয়, আর অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রা যাব।

রাজ্ঞী। তা-ভালই কর বাছা, অনেক রাত্র পর্য্যন্ত জেগে থেক না। তাহ'লে অসুখ হবে।

বিমলা। না মা! আমরা সকাল সকালেই নিদ্রা যাই।

রাজ্ঞী। দেখ বিমল! কদিন ধ'রে দেখ্‌চি যে, ভদ্রা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে, আর তার মন্‌টীতে যেন কিছুই সুখ নেই। তা তোমরা সর্ব্বদাই একত্রে থাক, তুমি বাছা ঠিক্ ব'ল্‌তে পার্‌বে, ভদ্রা এমন হ'য়ে যাচ্চে কেন? হঁ্যা বিমল! কি হ'য়েচে মা?

বিমলা। (অঞ্চলের কোন্ লইয়া দুই হস্তে টানিতে টানিতে অবনত মস্তকে।) কৈ মা! প্রিয়সখীর তো কিছুই

অসুখ নেই। তবে সময়ে সময়ে কি ভাবেন, তা ব'ল্তে পারিনে। জিজ্ঞাসা ক'ল্লেও কিছুই বলেন না। এ ভিন্ন আর তো কিছুই দেখ্তে পাই নে। আমরা দিন-রাত্রইত একত্রে থাকি।

রাজ্ঞী। ছেলে মানুষ, কিসেরই বা ভাবনা, আমি কোথা মনে ক'চ্চি যে, ভদ্রার বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, একটী মাত্র মেয়ে, সে সুখে থাক্লেই আমাদের সুখ, তা এমনি অদৃষ্ট যে, তাও ঘ'টে উঠ্চে না।

বিমলা। মা! সে দিন প্রিয়সখী হরপার্ব্বতীর পূজো ক'রে বর পেয়েচেন যে, তিনি মনোমত স্বামী পাবেন।

রাজ্ঞী। এঁ্যা!—তা, একথা এতদিন আমাকে বলনি কেন বাছা? বিমল! একথা শুনে আমি যে কি সুখী হ'লেম, তা তোমাকে আর কি ব'ল্ব।

বিমলা। মা! প্রিয়সখী আপ্নাকে ব'ল্তে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন, তাইতে এত দিন ব'ল্তে পারি নি।

রাজ্ঞী। তোমরাও যেমন হাবা মেয়ে বাছা! একথা আবার লুকিয়ে রাখ্তে আছে। আহা! কথাটী শুনে আমার আজ কাণ জুড়াল।

(অকস্মাৎ রাজার প্রবেশ ও ব্যস্ত সমস্তে রাজ্ঞী ও বিমলার গাত্রোত্থান।)

বিমলা। মা! তবে আমি এখন আসি।

রাজ্ঞী। এস বাছা!

[ বিমলার প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন পূর্ব্বক।) কি মহিষি! আজ কিসে তোমার কাণ জুড়াল?

রাজ্ঞী। আপনার কি মহারাজ! আপ্নার কেবল রাজত্ব নিয়েই কথা। সংসারের কথা একবারও তো ভাবেন্ না।

রাজা। কেন মহিষি! রাগ ক'রেচ কেন? সংসারের কথা আবার কি,—সংসার আছে, তুমি আছ; আমি সংসারের আবার কি ক'র্‌ব। তুমি যার মহিষী; তার আবার সুশৃঙ্খলে সংসার নির্ব্বাহের ভাবনা কি?

রাজ্ঞী। তাত, ব'ল্‌চেন বটে, কিন্তু সংসারের সকল কার্য্যই কি আমার দ্বারা নির্ব্বাহ হ'তে পারে?

রাজা। তোমার দ্বারা যা না হ'তে পারে, তা আর কার দ্বারা হবে? তুমিই সংসারের কর্ত্রী, যা কিছু সংসারের জন্য আবশ্যক তা তুমিই জান, তবে আমাকে যা শোনাবে, তা আমি কেবল শুন্‌ব মাত্র।

রাজ্ঞী। তা শোনালেই বা শোনেন্ কই। সংসার সম্বন্ধে আপ্নার নিকট কোন কথা উত্থাপন ক'ল্লেই আপ্নি প্রায়ই বিরক্ত হন, আর অমনি রাজকার্য্যের কথা এনে ফেলেন। কাযেই আর আপ্নাকে কিছু ব'ল্‌তে পারিনে।

যাদের জন্যে রাজত্ব, তাদেরই মুখের দিকে যদি না চাইলেন, তবে আর রাজত্বে ফল কি?

রাজা। সেকি প্রিয়ে! তোমার কথা শুনে যে আমার মনে অত্যন্ত ভাবনা উপস্থিত হ'ল, কি হ'য়েচে শীঘ্র বল?

রাজ্ঞী। ব'ল্‌ব আর কি, আপ্‌নি কি জানেন্ না যে, ভদ্রা আমাদের বিবাহের উপযুক্ত হ'য়েচে? আহা! মা, আমার লজ্জাশীলা, মুখ ফুটে কিছুইত ব'ল্‌তে পারে না, ভেবে ভেবে শুকিয়ে আধ্‌খানি হ'য়ে গিয়েছে। মহারাজ! কুসুমিত তরুলতা সহকার তরুর আশ্রয় ভিন্ন কোথায় শোভা বিস্তার করে? ভদ্রা আমাদের মানস কাননের তরুলতা, এখন একটী সহকার তরু ভিন্ন বিকসিত হ'তে পাচ্চেনা, আপ্‌নি পিতা হ'য়ে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত র'য়েচেন?

রাজা। কই—প্রিয়ে! তুমিত ভদ্রার বিবাহের কথা এত দিন উত্থাপন করনি, ভদ্রা আমার একটী মাত্র কন্যা, তার কষ্টের কথা শুনে আমার হৃদয়ে আজ দারুণ আঘাত লাগ্‌ল। আমি বাস্তবিক অত্যন্ত নিষ্ঠুর পিতা। যাইহোক্, কালই তার বিবাহের পরামর্শ ক'র্‌ব।

রাজ্ঞী। তা—কাল আপ্‌নার মনে থাক্‌লে হয়। তা যাই হোক্, যাতে বিবাহটী শীঘ্র শীঘ্র হয়, তার চেষ্টা দেখুন।

রাজা। মহিষি! ও কথা আর বার বার আমাকে ব'ল্‌তে হবে না। এত দিন বলনি ব'লেই বিবাহের চেষ্টা হয়নি।

রাজ্ঞী। দেখুন, ভদ্রার সখী বিমলা, এই মাত্র ব'লছিল

যে, হরপার্ব্বতী ভদ্রার আরাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে বর দিয়েচেন যে, সে মনোমত স্বামী পাবে।

রাজা। মহিষি ! কথাটী শুনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হ'লাম।

রাজ্ঞী। তা—ভদ্রার ন্যায় রূপবতী ও গুণবতী মেয়ের অদৃষ্টে যদি ভাল স্বামী না হবে, তবে পৃথিবীতে রূপ ও গুণের গৌরব আর কোথায় ?

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। (রাজ্ঞীর প্রতি।) মা ! খাবার জায়গা হ'য়েচে।

রাজা। (রাজ্ঞীর প্রতি।) হঁ্যা—রাত্র অনেক হ'য়েচে, এখন চল।

[ সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সৌতিপুর রাজধানী।

রাজসভা।

রাজা বাসুদেব ও অমাত্য আসীন।

রাজা। মন্ত্রিবর! রাজকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায় ভদ্রার বিবাহ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করাই হ'চ্চে না। ভদ্রা বয়স্থা হ'য়েচে, আর অধিক কাল অনূঢ়া রাখা কর্ত্তব্য নয়, এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র তাকে সৎপাত্রে সমর্পণ ক'ত্তে পাল্লেই নিশ্চিন্ত হই।

মন্ত্রী। মহারাজ! তার জন্য উদ্বিগ্ন হ'চ্চেন কেন? বিচক্ষণ দূতগনকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ ক'ল্লে সুপাত্র পাওয়া যেতে পারে।

রাজা। তা পাওয়া যেতে পারে বটে,—কিন্তু এখন অন্বেষণ ক'রে পাত্র মনোনীত ক'ত্তে হ'লে, অনেক কালবিলম্ব হবার সম্ভাবনা। যাতে সত্বর পরিণয় কার্য্যটী সম্পন্ন হয় তাই আমার ইচ্ছা। আচ্ছা,—স্বয়ম্বর ঘোষণা ক'রে দিলে ভাল হয় না?

মন্ত্রী। মহারাজ! সত্বর পরিণয় কার্য্য সম্পাদন হেতু এ অতি সদ্যুক্তিই হ'য়েচে। এতে কেবল বিবাহটী সত্বর সম্পন্ন

হবে তা নয়, রাজবালা ইচ্ছা মত স্বামীও মনোনীত ক'রে নিতে পার্‌বেন্।

রাজা। মন্ত্রিবর! তবে কুলপুরোহিত মহাশয়কে সভায় আন্‌বার জন্য দূত প্রেরণ করুন। তাঁর সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ। পুরোহিত মহাশয়কে আন্‌বার জন্য আমি এখনই দূত প্রেরণ ক'চ্চি।

রাজা। আর দূতকে ইহাও ব'লে দিবেন, যেন অবিলম্বে পুরোহিত মহাশয় রাজসভায় আগমন করেন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।——

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত।) আহা! আমার এমন দিন কি হবে যে প্রাণপ্রতিমা ভদ্রা মনোনীত পতি লাভ ক'রে চিরকাল সুখ স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, আর তাই দেখে আমি অতুল আনন্দ উপভোগ ক'র্‌ব। সকলই ভগবানের ইচ্ছা, তিনি যদি সদয় হন, তা হ'লে আমার মনোরথ সফল হবে। স্বয়ম্বর সভাতে সকল মহানুভব নৃপতি ও রাজকুমারই উপস্থিত হবেন, কে যে ভদ্রার মনোনীত হবেন, তা কিছুই বলা যায় না।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাজা। কেমন মন্ত্রিবর? কুল পুরোহিত মহাশয়কে শীঘ্র শীঘ্র ডেকে আনবার জন্য ব'লে দিয়েচেন তো?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা। দেখুন্ মন্ত্রিবর! ভদ্রার পরিণয় উপলক্ষে নগরের সকলেই আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌বে, এটী আমার একান্ত ইচ্ছা। যার যা কিছু অভাব থাকে অনুসন্ধান ক'রে মোচন ক'ত্তে হবে, প্রজাদিগের নিকট হ'তে এক বৎসরের করগ্রহণ করা হবে না, আর এই বিবাহটী স্মরণ রাখ্‌বার জন্য সাধারণের উপকার হয়, এমন একটী কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'ত্তে হবে। কেমন আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!

দূতের সহিত পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরোহিত। মহারাজ! দীর্ঘায়ুরস্তু। নারায়ণ! মধুসূদন!

রাজা। (সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক।) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ ক'রে চরিতার্থ করুন।

পুরোহিত ও সকলের উপবেশন।

পুরোহিত। মহারাজ! আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান ক'রেছেন?

রাজা। দেব! ভদ্রা এক্ষণে বিবাহের উপযুক্তা হ'য়েছে, অতি সত্বর তার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, অতএব সদ্‌যুক্তি

ও অনুমতি জান্‌বার জন্য আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েছে।

পুরোহিত। মহারাজ! কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করা পিতার একটী মহৎকার্য্য এবং যাতে সেই বিষয় সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, আর যাতে সেই দম্পতি যুগল বিশুদ্ধ প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয় এরূপ করা উচিত। মহারাজ! সেই জন্যেই ব'ল্‌চি ভদ্রার নিমিত্ত একটী স্বয়ম্বর সভা আহ্বান ক'ল্লেই ভাল হয়।

রাজা। দেব! আমিও সেই কল্পনা ক'রেচি, অতএব আপ্‌নার অনুমতি হ'লে স্বয়ম্বর কার্য্যের আয়োজন করা যায়।

পুরোহিত। মহারাজ! এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

রাজা। দেব! এতে কি কি দ্রব্য আবশ্যক করে, এবং কোন্ দিনে উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন ক'র্‌ব, তা নির্ণয় ক'রে আমাকে চরিতার্থ করুন।

পুরোহিত। (পঞ্জিকা দর্শন করিয়া।) মহারাজ! এই ফাল্গুন মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে উত্তম দিন আছে, সেই দিবস শুভ স্বয়ম্বরকার্য্য সম্পন্ন হ'লেই ভাল হয়, আর এ সম্বন্ধে যে যে বস্তু আবশ্যক, তার একটী তালিকা মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দেব। এক্ষণে অনুমতি হ'লে আমি বিদায় গ্রহণ ক'ত্তে পারি?

রাজা। যে আজ্ঞা দেব। (গললগ্নীকৃত বাসে প্রণাম করণ।)

মন্ত্রী। পুরোহিত মহাশয়! ফর্দ্দখানি যাতে শীঘ্র শীঘ্র আসে এমত বিধান ক'র্ব্বেন।

পুরোহিত। হাঁ, অদ্য সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই পাঠিয়ে দেব।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা——প্রণাম।

[ আশীর্ব্বাদ করণান্তর পুরোহিতের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! আর সময় নষ্ট ক'র্‌বেন না, কাল অতি সংক্ষেপ। যাতে রাজ্যের চতুর্দ্দিকে শীঘ্র শীঘ্র স্বয়ম্বর ঘোষণা হয় তার বিধান করুন, এবং দূরদর্শী দূতগণের দ্বারায় কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, ভোজ, কাম্বোজ, মগধ, মৎস্য, কর্ণাট, বঙ্গ ও কাশ্মীরাধিপতি প্রভৃতি রাজগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করুন। আর আহূত রাজন্যগণের বাসোপযোগী বিবিধ প্রকার চিত্র বিচিত্র বস্ত্র গৃহ সকল প্রস্তুত ক'রে নানাপ্রকার সুমিষ্ট সুস্বাদু আহারীয় দ্রব্য সকল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আয়োজন ক'রে রাখুন। স্বয়ম্বর সভা নির্ম্মাণ করণার্থ কার্য্যদক্ষ শিল্পীগণকে নিয়োগ করুন, এবং যাতে সভাটী মনোহর রূপে সুসজ্জিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হবেন। রাজপুরীর সকল স্থানে এবং প্রত্যেক রাজপথে মঙ্গলজনক চিহ্ন সকল যেন দৃষ্ট হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! তার জন্য আপনাকে কোন চিন্তা

ক'ত্তে হবে না। এ অধীনকে যেরূপ আদেশ ক'ল্লেন তা শীঘ্র শীঘ্রই সম্পাদিত হবে।

রাজা। আর দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকারাগারে যে সকল বন্দী আছে, তাহাদিগকে যেন এই উৎসব উপলক্ষে মুক্তি প্রদান করা হয়, এবং রাজ্য মধ্যে এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, প্রজাগণকে এক বৎসরের রাজস্ব হ'তে অব্যাহতি দেওয়া গেল, আর আগামী কল্য হ'তে একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত নগরস্থ কি ধনী, কি নির্ধনী সকলেই যেন স্ব স্ব কার্য্য ত্যাগ ক'রে উৎসবে উৎসাহিত হ'য়ে আনন্দে কালাতিপাত করে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। মন্ত্রিবর! বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত, এক্ষণে সভা ভঙ্গ করা যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[সভাভঙ্গ, রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—( সমস্বর বাদ্য।)

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—○∘॰∘○—
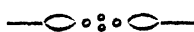
ভদ্রার বিলাস-গৃহ।

ভদ্রা ও বিমলা আসীনা।

বিমলা। প্রিয়সখি! তুমি কি ভেবে ভেবে শরীরটাকে মাটি ক'র্‌বে? আজ রাজবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ, রাজ্যময় উৎসব হ'চ্চে, দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলেই আমোদ আহ্লাদ ক'চ্চে, কিন্তু যার সুখে সকলের সুখ তার কি এ রকম বিমর্ষ থাকা উচিত? মা তোমাকে দেখ্‌লে কি মনে ক'র্‌বেন্‌, আর আমাদেরই বা কি ব'ল্‌বেন বল দিকি? আজ সখি, তোমার জীবনের একটী অমূল্য দিন, আজ মনের মত স্বামী লাভ ক'রে জীবনের আশা সফল ক'র্‌বে, আজ কি তোমার ভাব্‌না ভাল দেখায়? এমন সুখের দিনে, তোমার আবার কিসের ভাব্‌না সখি?

ভদ্রা। সখি! আজ আমার সুখের দিন বটে, কিন্তু সুখের দিনে কি দুঃখ উপস্থিত হয় না? আশাতে কি নিরাশ হওয়া যায় না? পিতা তো সকল স্থানেই সংবাদ

পাঠিয়েছেন, কিন্তু স্বয়ম্বর সভাতে সকলেই কি উপস্থিত হবেন?

বিমলা। প্রিয়সখি! তোমার অতুল রূপ গুণের কথা সকল স্থানেই প্রচার হ'য়েচে, তোমার ন্যায় অমূল্য নিধি লাভ ক'ত্তে কার না ইচ্ছে হবে? তোমাকে দেখে নয়ন সার্থক ক'ত্তে কে না আস্‌বে?

ভদ্রা। ভাল পরিহাস্ ক'ত্তে শিখেচ, নিজে রূপবতী আর গুণবতী কি না, তাইতে ও কথা ব'ল্‌চ।

বিমলা। পরিহাস্ কি! যথার্থ কথাই তো ব'লচি। মাধবী-লতা মঞ্জরীত হ'লে, তার সৌরভ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়; সখি! রূপ গুণ ও তেম্‌নি আপ্‌না আপ্‌নিই চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে, একি তুমি জান না? কোন নির্জ্জন বনস্থিত সলিলে যদি একটী মাত্রও কমল প্রস্ফুটিত হয়, সেটি কি অলির নিকট অপ্রকাশিত থাকে? সেইরূপ তোমার প্রণয়রূপ মধুলোভে কত রসিকঅলি আস্‌চে। যে, সে গন্ধ পেয়ে না আস্‌বে, সে কখন তোমার প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র নয়।

ভদ্রা। সখি! স্বয়ম্বর সভাতে নানা দেশ দেশান্তর হ'তে বিস্তর নরপতি আস্‌বেন। আমরা সরলা জাতি স্বভাবতঃই লজ্জার বশীভূত, তাঁদের সম্মুখে কেমন ক'রে দাঁড়াব, কেমন ক'রে তাঁদের প্রতি দৃষ্টি ক'র্‌ব; আর কেমন ক'রেইবা মনকে স্থির রেখে ইচ্ছানুরূপ স্বামী রত্ন অন্বেষণ ক'রে

মালা অর্পণ ক'রব। তাই ভেবেই আমি অস্থির হ'য়েচি। সখি! পাছে কি ক'ত্তে কি ক'রে আপ্নার সর্ব্বনাশ করি।

বিমলা। প্রিয়সখি! সে তোমার বৃথা ভাব্না। এত দিন ধ'রে যে হর পার্ব্বতীর পূজো ক'ল্লে, তার ফল কি কিছুই পাবে না? তাঁরাত তোমাকে বর দিয়েচেন যে, তুমি মনোমত স্বামী পাবে, তাঁদের কথাকি মিথ্যা হয় সখি?

কমলার প্রবেশ।

কমলা। বিমল! এখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে র'য়েচ? কখন্ প্রিয়সখীর বেশ বিন্যাস ক'রে দেবে?

বিমলা। তুমি এতক্ষণ কোথাছিলে গা, তোমাকে কি বেশ বিন্যাস ক'রে দিতে নেই? কি কাজের লোক গো! এখন খুড়ুলি ক'ত্তে এলেন।

কমলা। আমি ভাই, লুকিয়ে স্বয়ম্বর সভা দেখ্তে গিয়ে ছিলেম।

বিমলা। তা আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে নেই? কি দেখে এলে বল দিকি? প্রিয়সখী, স্বয়ম্বর সভার কথা শোনবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েচেন।

ভদ্রা। না কমল! ওটী বিমলার মিছে কথা।

কমলা। প্রিয়সখি! তাতে দোষ কি? স্বয়ম্বর সভা যখন আমারই দেখ্তে ইচ্ছা হ'ল, তখন যাঁর জন্যে সভা, তাঁর আর শুন্তে ইচ্ছা হয় না?

বিমলা। আচ্ছা, ও কথা এখন যাক্, কি দেখে এলে বল দিকি ?

কমলা। সে কথা আর কি ব'ল্‌ব ভাই! সভাটী যে রকম সাজান হ'য়েচে, সে রকম আমি কখন দেখিনি। এক একটী যুবরাজ আস্‌চেন, আর মহারাজ তাঁদের হাত ধ'রে অভ্যর্থনা ক'রে সভামধ্যে অপূর্ব্ব আসনে বসাচ্চেন। আহা! যুবরাজদের কি মনোহর রূপ, সভা যেন আলো ক'রে র'য়েচেন। তা হবে না কেন সখি! ভারতের যত রূপ গুণ সেখানেই একত্র হ'চ্চে।

অকস্মাৎ ইন্দুমতীর প্রবেশ।

রাজ্ঞী। তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে গল্প ক'চ্চ বাছা, কখন্ ভদ্রার বেশ বিন্যাস ক'রে দেবে ? এখন কি তোমাদের গল্প করবার সময় ? স্বয়ম্বর সভাতে প্রায় সকল নিমন্ত্রিত রাজকুমারই এসেচেন। মহারাজ হয়ত এখনই তোমাদের প্রিয়সখীকে স্বয়ম্বর সভাতে নিয়ে যেতে ব'ল্‌বেন। তোমরা বাছা, আর বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র প্রস্তুত হও।

বিমলা। না—মা! আমাদের বিলম্ব হবে না, আমরা এখনই প্রিয়সখীর বেশ বিন্যাস ক'রে দিচ্চি।

রাজ্ঞী। দেখ, যেন তাই ব'লে তাড়াতাড়ী ক'রে কিছু ত্রুটী ক'র না।

বিমলা। না—মা।

রাজ্ঞী। তবে আমি এখন চল্লেম।

[ইন্দুমতীর প্রস্থান।

কমলা। বিমল! চল এখন আমরা মনের সাধে প্রিয়-খীকে সাজাই গে।

বিমলা। হ্যাঁ ভাই, চল—প্রিয়সখি, ওঠ।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

———০ঃ০O০ঃ০———

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

———০ঃ০———

সৌতিপুর রাজবাটী।

স্বয়ম্বর সভা।

**এক দিকে রাজা বাহুদেব, অমাত্য ও অন্যান্য আহূত রাজন্যগণ, অপর দিকে মুনি ও ঋষিগণ এবং কুলপুরোহিত উপবিষ্ট।**

মন্ত্রী। আহা! আজ আমাদের কি সুখের দিন! দেখুন মহারাজ! এই সভাতে কত মহাতপা, সৌম্যমূর্ত্তি এবং তেজস্বী মুনি ও ঋষিগণের আগমন হ'য়েচে। এঁদের অধিষ্ঠানে এই স্বয়ম্বর সভা যেন আজ শান্তিরসে পরিপূর্ণ হ'য়েচে।

আবার দেখুন ভারতের শিরোভূষণ প্রবলপ্রতাপ ও মহামান্য নৃপতিগণ কেমন সভা উজ্জ্বল ক'রে অবস্থান ক'চ্চেন। আহা! শান্তি ও বীররস একত্রিত হ'য়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই হ'য়েচে।

রাজা। (দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।) হে পূজনীয় আর্য্যগণ! পূর্ব্বকৃত সুকৃতি ফলে আজ আপ্‌নাদের সন্দর্শন লাভ ক'ল্লাম। আজ আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। বহু আরাধনা ক'রেও যাঁদের সাক্ষাৎ লাভ দুষ্প্রাপ্য, আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুণ্যবলে আজ তাঁদের দর্শন লাভে আমি ধন্য হ'লাম। এই অকিঞ্চিৎ-কর মানবের ভবনে যে ভবাদৃশ মহানুভব মহর্ষিগণের শুভা-গমন হবে, এ আমি কখনই মনে করিনি। আজ আমার জীবন সার্থক ও রাজ্য পবিত্র হ'ল।

কয়েকজন মহর্ষি। মহারাজ! আপ্‌নার বিনয়ও সৌজন্যে আমরা অতিশয় প্রীত হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি আপ্‌নার মনোরথ পূর্ণ হোক্।

রাজা। বীরাগ্রগণ্য ভূপতিগণ! আমার প্রিয়তম কন্যার স্বয়ম্বর উপলক্ষে আজ আপ্‌নারা সকলে সমবেত হ'য়েচেন। আপ্‌নাদের আগমনে আমি সম্মানিত ও কৃতার্থ হ'য়েচি। আহা! ভারতবর্ষের সকল নরপতিগণ একত্রিত হ'য়ে এই স্বয়ম্বরসভার সৌন্দর্য্য ও গৌরব সম্বর্দ্ধন ক'রেছেন। হে বীরশ্রেষ্টগণ! আপ নাদের উৎসাহপূর্ণ মুখমণ্ডল সন্দর্শন

ক'রে যার পর নাই পুলকিত হ'লাম, আজ আমার সৌভাগ্য ও আনন্দের পরিসীমা নাই।

কুলপুরোহিত। মহারাজ! স্বয়ম্বর লগ্ন উপস্থিত, এখন রাজকন্যাকে আনয়ন ক'ল্লে ভাল হয়।

রাজা। (সভাস্থ সকলের প্রতি।) আপ্নাদের অনুমতি হ'লে ভদ্রাকে স্বয়ম্বর সভায় আনয়ন করি।

সভাস্থ সকলে। হ্যাঁ—মহারাজ! বৃথা কাল বিলম্ব কর্বার আবশ্যক নাই।

রাজা। মন্ত্রিবর! আপ্নি তবে ভদ্রাকে আনয়ন করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। (করযোড়ে।) মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। কি সংবাদ দূত?

দূত। সিন্ধুপতি দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'চ্চেন।

রাজা। যাও—শীঘ্র সমাদরে তাঁকে সভা মধ্যে আনয়ন কর।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[দূতের প্রস্থান।

কাশ্মীরাধিপ। সিন্ধুপতি কি বীর্য্যশালী ও যুদ্ধবিশারদ! তাঁর ন্যায় নির্ভীক বীরপুরুষ সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয় না। ম্লেচ্ছরাজ। বহুসংখ্যক সেনার সহিত সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন্। আমি এই সংবাদ পেয়ে, সিন্ধুপতির নিকট দূত দ্বারা তাঁর সাহায্যের নিমিত্ত প্রস্তাব ক'রে পাঠাই, তিনি তাতে যা উত্তর দেন শুন্‌লে বোধ হবে যে, তিনি যথার্থই একজন অসামান্য বীরপুরুষ।

মগধরাজ। আপ্‌নার প্রস্তাবে তিনি কি উত্তর দেন মহারাজ?

কাশ্মীরাধিপ। আমার সাহায্য প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন্, কিন্তু সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হ'য়ে ব'লে ছিলেন যে, যদি আমরা নিজ নিজ ভুজবলে ম্লেচ্ছাধিপতিকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ক'ত্তে না পারি, যদি আমার একমাত্র কৃপাণ, তার সমরপিপাসা নিবারণ ক'ত্তে না পারে, যদি আপ্‌নাদের ন্যায় বিক্রমশালী মহীপালগণের সাহায্যে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তা হ'লে ম্লেচ্ছরাজ মনে ক'র্‌বে যে, ভারতবর্ষে এমন কোন একজন বীরপুরুষ নাই যে, বিনা সাহায্যে তার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হয়। তা হ'লে ভারতজননীর অবমাননার একশেষ হবে।

দ্রাবিড়াধিপতি। তারপর কি হ'ল মহারাজ?

কাশ্মীরাধিপ। তারপর, তাঁর বীরত্ব ব্যঞ্জক উত্তরে আমি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হ'লাম। তিনি যে কেবল মুখে বীরদর্প

ক'রে ছিলেন, তা নয়,—সমরক্ষেত্রেও তদপেক্ষা বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে ছিলেন। তাঁর সহিত যুদ্ধে ম্লেচ্ছরাজের প্রায় সমস্তসৈন্যই বিনষ্ট হয়, অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহিত তিনি জীবন লয়ে পলায়ন করেন্। সিন্ধুরাজ ঐ যুদ্ধে স্বয়ং যে রূপ বল বিক্রম ও সাহস প্রকাশ করেন্, তাতে বীরপ্রসবিনী ভারতজননীর মুখোজ্জ্বল হ'য়েচে, এবং তিনিও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হ'য়েচেন।

সিন্ধুরাজের প্রবেশ।

কতিপয় মহারাজ। এই যে, সিন্ধুরাজ আস্‌চেন,—আসুন, আসুন। মহারাজের সমস্ত মঙ্গল তো?

সিন্ধুরাজ। আজ্ঞা হ্যাঁ—আপ্‌নাদের মঙ্গল?

সকলে। আজ্ঞা হ্যাঁ।

কাশ্মীরাধিপ। এতক্ষণ আপ্‌নার কথাই হ'চ্ছিল, ম্লেচ্ছরাজের সহিত যুদ্ধে আপ্‌নার পরাক্রমের কথা আমরা কীর্ত্তন ক'চ্ছিলাম।

সিন্ধুরাজ। তাতে আমার আর পরাক্রম কি! তবে যে আপ্‌নারা আমার গুণকীর্ত্তন ক'চ্চেন সে কেবল আমার সৌভাগ্য, আর আপ্‌নাদের মহানুভবতার পরিচয় মাত্র।

কাশ্মীরাধিপ। না মহারাজ! আপ্‌নি ভারতের একটী রত্ন বিশেষ। প্রাগ্‌দেশাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎসের ন্যায় আপ্-

নার যশ ও বল বিক্রমের পরিচয় শীঘ্রই বিস্তৃত হবে। আচ্ছা এ কথা এখন যাক্। ম্লেচ্ছরাজ কি প্রকার কৌশলে যুদ্ধ ক'রেছিলেন?

সিন্ধুরাজ। মহারাজ! সে অতি ঘৃণিত ব্যাপার! শুন্‌লে ক্রোধে আপ্‌নাদের শরীর কম্পিত হবে। তার ন্যায় কাপুরুষ জগতে এপর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেনি। নরাধম আমার নিকট সখ্যতার প্রস্তাব ক'রে ব'লে পাঠিয়েছিল যে, আমি যদি তাকে যুদ্ধে সাহায্য করি, তা হ'লে সে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় ক'রে, আমাকে একমাত্র ভারতেশ্বর ক'র্‌বে। ওঃ পাপিষ্টের কি গর্ব্ব! সে মনে ক'রেছিল, যে, তার প্রলোভনে প'ড়ে, আমি ভারত-শোণিত পান ক'র্‌ব!—তার ক্রীতদাস হ'য়ে, আমি জীবনকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'র্‌ব। তার পরামর্শে ভুলে, আমি দেশের গৌরব ও স্বাধীনতা বিক্রয় ক'র্‌ব! উঃ কি চাতুরী!—পামর যদি পলায়ন না ক'ত্তো, তা হ'লে তার শরীর খণ্ড খণ্ড ক'রে কুক্কুরের উদর পুরণ ক'ত্তাম।

দ্রাবিড়াধিপতি। ওঃ—কি ভয়ানক কপটতা!—

সিন্ধুরাজ। তারপর শুনুন! নরাধমকে যখন ব'লে পাঠালেম যে, ক্ষত্রিয়েরা বিনা কারণে কারো সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয় না ও ক্ষত্রিয় ভ্রাতার প্রতি বিনা অত্যাচারে অসি উত্তোলন করে না, বরঞ্চ বিধর্ম্মী হ'য়েও শরণাগত হ'লে, তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, আর অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করে। তখন সে নিরাশ হ'ল,—কিন্তু সিন্ধুদেশ একবার আক্রমণ

ক'রেছে,—তাই লজ্জাতে আর ফিরে যেতে পাল্লে না। আমি দূতের দ্বারা সংবাদ দিলাম যে, ম্লেচ্ছরাজ যদি জীবনকে মূল্যবান জ্ঞান করে, তা হ'লে অবিলম্বে ভারতসীমা হ'তে প্রস্থান করুক, নতুবা তার নামমাত্র স্বদেশে ফিরে যাবে, তার শরীর ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল কুক্কুরের ক্ষুধা শান্তি ক'র্‌বে।

কাশ্মীরাধিপ। তারপর, তারপর?—

সিন্ধুরাজ। তারপর মহারাজ! পিশাচ আমার সেনাপতির নিকট গোপনে দূত প্রেরণ ক'রে এই কথা ব'লে পাঠায় যে, সৈন্য সহ যদি তিনি তার সাহায্য করেন তাহ'লে সিন্ধুরাজ্য তাঁকেই অর্পণ ক'র্‌বে।

কাশীশ্বর। ওঃ কি ভীরুতা! তার কাপুরুষতার কথা শুনে আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হ'চ্চে। বীরত্ব আর ধর্ম্ম কি কেবল ভারতবর্ষের সীমাতেই আবদ্ধ হ'য়ে আছে? এভিন্ন কি আর কোথাও নাই! পাষণ্ডেরা কি ধর্ম্মযুদ্ধ কাকে বলে তা জানে না? গুপ্তভাবে পররাজ্য আক্রমণ করা তো চৌর্য্য বৃত্তি। বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, পূর্ব্বে সংবাদ দিয়ে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হোক্, তাহ'লে বল বিক্রম পরীক্ষা হবে। সেনাপতিকে প্রলোভন প্রদর্শন করা কি আত্মবিচ্ছেদ সংঘটন ক'রে দেওয়া, অথবা যুদ্ধে ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করা তো ভীরুতার কার্য্য,—দস্যুর ধর্ম্ম!—

অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী এবং পশ্চাৎ ভদ্রা ও সখীদ্বয়ের
সুবর্ণ পাত্রে মালা ও চন্দন লইয়া
সভা মধ্যে প্রবেশ।

রাজা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভাস্থ সকলের প্রতি।) মহাশয়গণ! ভদ্রা আমার একমাত্র কন্যা, ইহার জন্যেই এই স্বয়ম্বর সভা হ'য়েচে। এক্ষণে আপ্‌নাদের অনুমতি হ'লে স্বাভিপ্রেত পতি লাভ ক'রে চিরসুখিনী হয়।

(সকলে এক বাক্যে অনুমতি দেওন।)

রাজাগণ। (স্বগত।) আহা কি অপরূপ রূপ মাধুরী! এমন সুন্দর ললনাত কখন দৃষ্টি গোচর হয়নি—(সভাস্থ রাজাগণ বিমোহিত হইয়া ভদ্রার প্রতি অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ।)

ভদ্রা। (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া সভামধ্যে অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বগত।) হেমা শঙ্করি! কৈ কোথায় ও তো আমার হৃদয় সহচরকে দেখ্‌তে পেলেম না। মা আমি যে তাঁর বিহনে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌চি। মা গিরিজে! আমার দশা কি হবে? আপ্‌নিই না প্রত্যাদেশ ক'রে ছিলেন যে, প্রাগ্‌দেশাধিপতি রাজা শ্রীবৎস আমার আরাধ্য দেবতা হবেন? কৈ!—তার কি হ'ল? মা! আপ্‌নার আশ্বাস বাক্যে আশ্বাসিতা হ'য়ে একাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ ক'রে আছি,—দয়াময়ি! দাসী আপ্‌নার চরণে এমন কি অপরাধ

ক'রেচে যে, তাকে তার চিরাভিলষিত পতিরত্ন হ'তে বঞ্চিত ক'ল্লেন ? মা দয়াময়ি ! তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে ? এ বিপদে তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা ক'র্‌বে ? আমার সেই হৃদয়রঞ্জন, সেই শান্তিপ্রদ জীবনের সুখতারাটী ভিন্ন আর জীবনের ফল কি ? মা ! আমি যদি সেই পতিরত্ন হ'তে বঞ্চিত হই, তাহ'লে নিশ্চয় জান্‌বেন এ পাপ জীবন আর তিল মাত্র রাখ্‌ব না।

দৈববাণী।

কদম্বের মূলে বসি, ঐ দেখগো ভদ্রে !
তব প্রাণেশ্বর,—আছে দীন হীন বেশে
অতি ! সেরূপ নিরখি হৃদয় তোমার,
মুহূর্ত্তের তরে, যেন না হয় বিচল।

ভদ্রা। (স্বগত।) এঁ্যা—একি ! দৈববাণী ! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ! তবে কি দেবী আমাকে ছলনা ক'ল্লেন ? না—তাই বা কেমন ক'রে হবে। দৈববাণীতে শুন্‌লেম, "কদম্বের মূলে বসি—তব প্রাণেশ্বর—" তা—দেবী বাক্য কখন মিথ্যা হবে না। আমি তাঁর নিতান্ত আশ্রিত, তাই মা আমাকে ব্যাকুলিত দেখে বুঝি প্রত্যাদেশ ক'ল্লেন,—তবে আর বিলম্ব ক'র্ব্বো না। যাই, যেখানে

আমার প্রাণেশ্বর আছেন। (সখীদ্বয় সহ ভদ্রার অগ্রসর হওন এবং সভা ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণ সমীপে উপস্থিত।)

রাজাগণ। (পরস্পরে।) আমরা কি এমনি কুৎসিত যে, ঐ কামিনীটী আমাদের মধ্যে এক জনকেও পতিত্বে বরণ ক'ল্লে না? বরণ করা দূরে থাক, একবারও এদিকে কটাক্ষ ক'ল্লে না। কত নদ, নদী, কত শত দেশ অতিক্রম ক'রে এলাম, তা সকলই তো বৃথা হ'ল।

কলিঙ্গরাজ। মগধেশ্বর! আপ্নি কি ভাব্চেন?

মগধেশ্বর। আর মহাশয়! আমি তো একেবারে জ্ঞান শূন্য হ'য়ে প'ড়েছি।

কলিঙ্গরাজ। শুধু আপ্নি কেন, সকলেরই এক দশা। ঐ দেখুন; কাশ্মীরাধিপ, বঙ্গাধিপ প্রভৃতি সকলেই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

মগধেশ্বর। আচ্ছা;—কলিঙ্গরাজ! রমণীটী যে সভা ত্যাগ ক'রে প্রাঙ্গণাভিমুখে গেল, এর কারণ কিছু বুঝ্তে পাচ্ছেন কি? এ সভাতে এত সমৃদ্ধিশালী ও রূপবান রাজাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে কি ওখানে অধিকতর রূপবান স্বামী পাবে?

কলিঙ্গরাজ। কি জানি, দেখাই যাক্ না—কতদূর পর্য্যন্ত হয়।

( ভদ্রা কর্ত্তৃক কদম্ব তরুমূলস্থিত রাজা শ্রীবৎসের গলদেশে মাল্য প্রদান এবং সখীদ্বয় কর্ত্তৃক শঙ্খ ও উলুধ্বনি। )

শ্রীবৎস। একি রাজকুমারি! আমাকে বরমাল্য কেন? আমি ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিদেশী, নিরাশ্রয়, অন্নাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হ'য়েচে; উদর পোষণের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত থাকি। তুমি রাজবালা, রাজভোগে প্রতিপালিত; আমি সামান্য ভিখারী হ'য়ে তোমাকে কেমন ক'রে পোষণ ক'র্ব্বো বল দিকি? সভামধ্যে কত সমৃদ্ধিশালী ও রূপগুন-বিভূষিত রাজন্যগণ র'য়েচেন, তাঁদের ত্যাগ ক'রে আমাকে পতিত্বে বরণ করা কেন? ভদ্রে! এ কাজটী ভাল হ'ল না।

ভদ্রা। ( নিতান্ত লজ্জিতভাবে সখীদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, মৃদুস্বরে। ) সখি! যাঁর জন্য আমি দ্বাদশ বৎসর কায়মনোবাক্যে হরপার্ব্বতীর পূজা ক'রেছি, যাঁর শ্রীচরণ লাভ করবার অভিলাষে এতদিন কঠোর নিয়ম সকল পালন ক'রেচি। তিনি দীন দুঃখীই হ'ন্,—আর যাই হ'ন্, আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা।

শ্রীবৎস। প্রাণাধিকে! তবে এস, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আর তোমার মলিন বদন দেখ্‌তে পারি না। ( ভদ্রার হস্তধারণ করিয়া আলিঙ্গন। )

( সখীদ্বয় কর্ত্তৃক পুনঃ শঙ্খ ও উলুধ্বনি। )

রাজাগণ। ( দ্রুতপদে প্রাঙ্গণের নিকট উপস্থিত হইয়া। ) কি আশ্চর্য্য!—কি আশ্চর্য্য! একটা ব্যাধি-গ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বরমাল্য প্রদান ক'ল্লে! ছিছি! কি লজ্জাকর!—এস্থানে আমাদের আসাই অকর্ত্তব্য হ'য়েছিল। কত শত স্বয়ম্বর সভাতে গিয়েছি, কোথায়ও তো এরূপ ঘৃণাকর কার্য্য হ'তে দেখি নাই। উঃ!—কি অপমান!—আর তো সহ্য হয় না, এর প্রতিফল এখনই দেওয়া কর্ত্তব্য। নরাধমের কি স্পর্দ্ধা! একটা কুলটা কামিনীর স্বয়ম্বর ভাণ ক'রে আমাদের এতদূর কষ্ট দেওয়া! কি আর ব'ল্‌ব,—ইচ্ছা হ'চ্ছে পামরকে এই দণ্ডেই সমুচিত শাস্তি প্রদান করি। যাক্—আর এ স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্রও থাকা উচিত নয়। এখনই এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ। আজ হ'তে আমরা সৌতিপুরাধিপকে সভাতে আর আহ্বান ক'র্ব্বো না।

রাজা। হে রাজন্যগণ! আমি নির্দ্দোষী, আমার উপর বৃথা দোষারোপ ক'চ্চেন। আমি স্বপ্নেও জানতাম না যে, এরূপ নীচাশয় কন্যা আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে।

রাজাগণ। যা হ'ক্, আপ্‌নার কিন্তু ধন্য ঔরস!

রাজা। ( অধোবদনে দণ্ডায়মান হইয়া। ) হাঃ হতাশ ইত্যাদি দুঃখ সূচক ভাব প্রকাশ ও পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

রাজাগণ। (পরস্পরে।) আমরা আর এখানে কেন অপেক্ষা করি? বাহুদেব! আপ্‌নি কিন্তু খুব খ্যাতি লাভ ক'ল্লেন! আজ হ'তে আপ্‌নার মুখ উজ্জ্বল হ'ল!

[রাজাগণের সভা হইতে বেগে নিষ্ক্রমণ।

রাজা। (স্বগত।) হা জগদীশ্বর! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! আমি স্বপ্নেও জান্‌তাম না যে, ভদ্রা হ'তে আমাকে মনস্তাপ পেতে হবে। যে ভদ্রার অকৃত্রিম দেব-ভক্তি সন্দর্শন ক'রে যারপর নাই প্রীত হ'তাম, এবং যাকে একটী অসামান্য কুসুম জ্ঞানে হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হ'তো, এখন কিনা সেই ভদ্রার প্রবৃত্তি এত নীচগামী হ'লো! যে ভদ্রা মুহূর্ত্ত মাত্র চক্ষুর অন্তরাল হ'লে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌তাম্, এখন সেই ভদ্রা চক্ষের শূল তুল্য হ'লো! আমার বড় আশা ছিল যে, সভাস্থ কোন যুবরাজকে পতিত্বে বরণ ক'রে আমার সন্তোষ বর্দ্ধন ক'র্ব্বে, তা না ক'রে তাঁদের সমক্ষেই আমার মস্তক অবনত করালে। (প্রকাশ্যে।) ডাকিণি! তুই যে দ্বাদশ বৎসর হর গৌরীর পূজা ক'রে ছিলি, তার কি এই পরিণাম! সুতিকাগারে কেন তোর মৃত্যু হ'ল না, তা হ'লেত আমার এত অপমান ও কলঙ্ক কিছুই হ'তনা! পাপীয়সি! তোকে যে আমি এত স্নেহ ক'ত্তেম, এত দিন ধ'রে যে এত আদরে ও যত্নে প্রতিপালন ক'রেচি, তার প্রতিফল উত্তম রূপ দিলি! যা—হতভাগিণি! আমার গৃহে আর

আসিস্ না—আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না। আহা! কোথায় আজ আমি অতুল আনন্দ অনুভব ক'র্‌ব,তা নাহ'য়ে আমাকে বিষাদ সাগরে মগ্ন হ'তে হ'ল! উঃ! কি লজ্জাকর! পাপীয়সী যদি এই দণ্ডে মরে, তা হ'লে আমার সকল দুঃখ দূর হয়। উঃ! আমার শরীরটে অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে, আর—থাক্‌তে পাচ্চি না,—চল্লাম।

[একদিক দিয়া রাজার প্রস্থান।

[অন্যদিক দিয়া ভদ্রা ও শ্রীবৎসের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—( সমস্বর বাদ্য। )
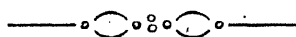
# অষ্টম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রার কুটীর।

রাজা শ্রীবৎস ও ভদ্রা।

রাজা। প্রিয়ে! আর আমি তোমার দুঃখ দেখ্‌তে পারি না। তোমার এরূপ অবস্থা দেখে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। তোমাকে বারম্বার ব'লেছিলাম যে, আমাকে বরমাল্য না দিয়ে যদি কোন সমৃদ্ধিশালী, রূপবান ও গুণবান যুবরাজকে পতিত্বে বরণ ক'ত্তে, তাহ'লে চিরসুখিনী হ'তে

পার্‌তে,—তা তুমি কিছুতেই শুন্‌লে না। দেখ দিকি, এখন তোমাকে কত কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ ক'ত্তে হ'চ্চে। তুমি রাজ-ললনা, আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত, কষ্ট যে কাকে বলে তা কখন জান না। এ সকল কষ্ট কি তুমি সহ্য ক'ত্তে পার? আঁহা! তোমার প্রীতিপূর্ণ মুখখানি যেন আজ নিরানন্দ সাগরে ভাস্‌ছে, এমন যে আনন্দদায়ক জ্যোৎস্নার ন্যায় রূপ-রাশি,—তা যেন একেবারে প্রভাশূন্য হ'য়ে গেছে।

ভদ্রা। নাথ! আপ্‌নি কেবল আমারই কষ্টের জন্য ভাবেন্, কিন্তু আমার তো কিছুরই কষ্ট নেই। যখন এই কুটীরে ব'সে আপ্‌নার পদ সেবা করি, তখন যে আমার কত আনন্দ হয় তা আর কি ব'ল্‌ব। আপ্‌নি ব'ল্লেন কিনা আপ্‌নাকে ত্যাগ ক'রে সভাস্থ কোন রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ ক'ল্লে, আমি চির সুখিনী হ'তেম—নাথ! এইকথাটীতে মর্ম্মে বড় ব্যাথা পেলেম। আপ্‌নার মুখ হ'তে যে, এমন কঠিন বাক্য শুন্‌তে হবে—তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। প্রাণেশ্বর! আমি অর্থ ও সুখের অভিলাষী নই, আপ্‌নার চরণ সেবার অভিলাষী।

রাজা। প্রিয়ে! তা আমি জানি। তবে কি না, যখন তোমাকে কুটীর বাসিনী, আর ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য খাদ্য সামগ্রীতে উদর পূর্ণ ক'ত্তে দেখি, তখন যে আমার কত কষ্ট হয় তা আর কি ব'ল্‌ব। আমার কি,—আমার সব সহ্য হ'য়ে গেছে। তুমি রাজনন্দিনী রাজভোগেও তোমার তৃপ্তি

হ'ত না। এখন তোমাকে সামান্য ভিখারিণীর ন্যায় থাক্‌তে হ'চ্ছে, একি কম দুঃখের কথা! প্রাণাধিকে! আমি সেই জন্যই ব'ল্‌ছিলাম যে, "আমাকে পতিত্বে বরণ না ক'রে, সভাস্থ কোন রাজকুমারকে বরণ ক'ল্লে অতুল সুখভাগিনী হ'তে;" তা হ'লে তোমাকে আর কুটীর বাসিনী হ'য়ে ভিখারিণীর ন্যায় থাক্‌তেও হ'তো না।

ভদ্রা। না—নাথ! আর ও সব কথা ব'ল্‌বেন না, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। হৃদয়েশ্বর! আপ্‌নিই আমার বসন, আপ্‌নিই আমার ভূষণ, আপ্‌নিই আমার সকল সুখের আগার। যখন এই কুটীরে থেকে আপ্‌নার সহবাসে স্বর্গসুখ অপেক্ষাও অধিক সুখভোগ ক'চ্চি, তখন আমার কিসের কষ্ট? হৃদয়বল্লভ! আমি সকল সহ্য ক'ত্তে পারি, কিন্তু আপ্‌নার মুখ হ'তে এরূপ নিদারুণ বাক্য শুন্‌লে আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হয়।

রাজা। প্রিয়ে! কত কষ্টে ও কত দুঃখে যে, আমার মুখ হ'তে ওরূপ নিদারুণ বাক্য বহির্গত হ'য়েচে তা আর কি ব'ল্‌ব। বল দিকি জগতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, আপ্‌নার সহধর্ম্মিণীর এরূপ দুরবস্থা দেখেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারে?

ভদ্রা। নাথ! আপ্‌নি আমার জন্য ভাব্‌বেন না। এ রকম ভেবে ভেবে কি শরীরটে নষ্ট ক'র্‌বেন? একে তো আপ্‌নাকে আজ কদিন ধ'রে কেমন অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি,

সর্ব্বদাই যেন চিন্তামগ্ন, কোন বিষয়েই উদ্যম নেই—কেন নাথ! এরূপ হবার কারণ কি, তা দাসীকে বলুন?

রাজা। প্রিয়ে! আমি যে কিরূপ মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা পাচ্চি, তা আর কি ব'ল্‌ব। এত দিন বনবাসী থেকে যে সকল কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি তাতেও আমি এক প্রকার সুখী ছিলাম। তখন স্বভাবের শোভা, প্রকৃতিদেবীর অপূর্ব্ব চ্ছবি, এবং পক্ষিগণের সুমধুর স্বর শুনে একরকমে দিন কেটে যেত; কিন্তু এখন তোমার এরূপ দুরবস্থা দেখে মন যে কত অস্থির হ'চ্চে তা আর কি ব'ল্‌ব। সেই জন্য সর্ব্বদাই ভাবি, যদি কোন প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাক্‌তে পারি, তা হ'লে এক রকমে দিনপাত হ'তে পারে—আর আমিও কতক পরিমাণে সচ্ছন্দতা লাভ ক'ত্তে পারি।

ভদ্রা। নাথ! আপ্‌নার যদি কর্ম্ম কর্‌বার একান্তই অভিলাষ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে দাসীকে ব'লুন—দাসী পিতার নিকট গিয়ে আপ্‌নার একটী কর্ম্মের জন্য প্রস্তাব করে।

রাজা। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, আর না—আর, সে পিতার নামে কাজ নাই। উঃ! কি নিষ্ঠুর!—কি পাষণ্ড! —(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।) আহা! তুমি সরলা, কিছুই তো বুঝ্‌তে পার না। হায়! এমন সরলার প্রতিও এরূপ অত্যাচার!—হা! যে পিতা আমার নিমিত্ত তোমাকে কত তিরস্কার ও কত অবমাননা ক'রেছেন, এবং তোমার মুখ দেখ্‌তে হবে ব'লে কুটীর বাসিনী ক'রেছেন—তুমি কোন

সাহসে সেই নিষ্ঠুরের কাছে যেতে চাচ্ছ—তা ব'লতে পারি না। প্রিয়তমে! তোমার সাহসকে ধন্য!

ভদ্রা। না—নাথ! পিতা আমার নিষ্ঠুর নন্।

রাজা। কি—প্রিয়ে! তুমি এখনও তাঁকে নিষ্ঠুর বল না? জগতে ইহা অপেক্ষা আরও কি নিষ্ঠুর কাজ আছে?

ভদ্রা। না—নাথ! তাঁকে অমন কথা ব'ল্‌বেন না। তিনি আমার দয়াময় পিতা, তাঁর শরীর দয়ায় পরিপূর্ণ।

রাজা। উঃ!—কি আশ্চর্য্য!—যিনি তোমার দুরবস্থার একশেষ ক'রেছেন, তাঁকে তুমি এখনও পিতা ব'লে সম্বোধন ক'চ্চ? আর তাঁর দয়ার কথা ব'ল্‌চ? প্রিয়ে! তুমি নিশ্চয় জেনো, এখন তিনি আর তোমার দয়াময় পিতা নন্—এখন তিনি তোমার ভয়ানক শত্রু।

ভদ্রা। (ক্রন্দন করিতে করিতে।) না—নাথ! তাঁকে অমন কথা ব'ল্‌বেন না। তাঁর দয়ার সীমা নেই, তিনি আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসেন এবং আমিও তাঁকে এখনও একই রকম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। হৃদয়নাথ! আপ্‌নার পায়ে পড়ি, (পদধারণ।) তাঁকে আর অমন হৃদয়বিদারক কথা ব'ল্‌বেন না, ওতে আমার মর্ম্মে বড় ব্যথা লাগে।

রাজা। না—প্রিয়ে! আমি সেজন্য ব'ল্‌চি না,—চুপ কর—আর কেঁদ না। আমার ব'ল্‌বার কারণ আর

কিছুই নয়, তবে কিনা,—যে ব্যক্তি এরূপ গর্হিত কাজ ক'ত্তে পারে, তাকে কি আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিশ্বাস ও ভক্তি ক'ত্তে ইচ্ছা হয় ?

ভদ্রা। না—নাথ! পিতা আমার নির্দ্দোষী, তাঁর কোন দোষ নেই। তিনি যদি জান্তেন আপ্নি কি বস্তু, আপ্নার যে কি গুণ,—আর আপ্নাকে যে, কত আরাধনায় ও কত পুণ্যফলে পেয়েচি, তা হ'লে তিনি কখনই এরূপ ক'ত্তেন না। প্রাণেশ্বর! বোধ হ'চ্ছে—পিতা আমার মনে ক'রেছিলেন যে, আমি ইচ্ছা ক'রে সভাস্থ রাজগণ সমক্ষে তাঁকে অবমানিত কর্‌বার জন্যে অপাত্রে মাল্য প্রদান ক'রেচি—সেই দুঃখেই তিনি জর্জ্জরিত হ'য়ে এরূপ ক'রে-ছেন। নাথ! অকারণ তাঁকে ঘৃণা ক'র্‌বেন না—তাঁর কোন দোষ নেই।

রাজা। প্রিয়ে! এখনও যে তুমি তাঁকে বিশ্বাস ক'চ্চ ইহাই আশ্চর্য্য!

ভদ্রা। না—নাথ! পিতা আমার দেব তুল্য, তাঁর শরীর অতি পবিত্র এবং অশেষ গুণে বিভূষিত। হায়! যে পিতা হ'তে আমি এই পৃথিবী দেখ্‌লেম, যাঁর স্নেহে ও যত্নে আমি এতদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌তে সক্ষম হ'য়েচি —সেই পিতাকে আমি অবিশ্বাস ক'র্‌বো! নাথ! মিনতি করি তাঁকে ওরূপ নিষ্ঠুর কথা ব'ল্‌বেন না। কারণ তাঁর কিছুই দোষ নেই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। প্রাণেশ্বর!

আপ্‌নার পায়ে পড়ি (পদধারণ।) সেই পূজ্যপাদ পিতার নিকট যেতে, আর আমাকে নিষেধ ক'র্‌বেন না।

রাজা। প্রিয়ে! তোমাকে আর কি ব'ল্‌ব,—তোমার যা অভিরুচি হয় তাই কর। কিন্তু আমার মনে বড় আশঙ্কা হ'চ্চে, পাছে আবার তিনি তিরস্কার করেন্, তা হ'লে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।

ভদ্র। না—নাথ সে জন্যে আপ্‌নি ভাব্‌বেন না। আমি নিশ্চয় ব'ল্‌চি তিনি আমাকে তিরস্কার ক'র্ব্বেন না। অতএব বৃথা আশঙ্কা ক'রে, আমাকে আর যেতে বাধা দিবেন না।

রাজা। প্রিয়ে! তুমিই যথার্থ পিতৃ ভক্তির আদর্শ। আহা! জগদীশ্বর সাধ্বী রমণীদের হৃদয় যে, অমূল্য রত্নে নির্ম্মাণ ক'রেছেন, তার আর সন্দেহ নাই। প্রিয়তমে! যদি নিতান্তই পিতার নিকট গমনের মানস ক'রে থাক, তবে আর আমি তোমাকে বাধা দিব না। তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।

ভদ্রা। আচ্ছা, নাথ! আমি চল্লেম।

[ভদ্রার প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়তমে তো গেলেন, আমি আর এখানে

হ'সেই বা কি করি বেলাও অধিক হ'য়েচে, যাই—উদর পোষণের চেষ্টা দেখিগে।

[রাজার প্রস্থান।

যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

———০ঃ০০০ঃ০———

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———০ঃ০———

রাজঅন্তঃপুর।

রাজ্ঞীর বিলাস মন্দির।

ইন্দুমতী ও বাহুদেব।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আপ্নার মন কি কঠিন! আপ্নি কেমন ক'রে আমার প্রাণপুত্তলি ভদ্রাকে কুটীর বাসিনী ক'ল্লেন? আপ্নার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নেই? আহা! বাছা আমার অবলা, চিরকাল আদরে ও রাজভোগে প্রতিপালিত হ'য়েচে, কষ্ট যে কাকে বলে তা কিছুই জানে না। এখন সেই সরলা প্রতিমাটীকে যে, কি কষ্ট ও যন্ত্রণা পেতে হ'চ্চে, সে কথা মনে হ'লে যে আমার বুক ফেটে যায়। মহারাজ! সন্তান যে কি বস্তু, তা আপ্নারা আর কি বুঝ্বেন,

স্ত্রীলোক ভিন্ন কি সন্তানের ব্যথা বুঝ্‌তে পারে? স্ত্রীলোকদের কন্যা ও পুত্র দুইই সমান, যে কষ্টে ও যে যত্নে পুত্র কন্যাদের প্রতিপালন ক'ত্তে হয়, সে কষ্টের যদি সহস্রাংশের এক অংশও আপ্‌নাদের ভোগ ক'ত্তে হ'ত, তা হ'লে আমার ভদ্রার আর এরূপ অবস্থা হ'ত না। মহারাজ! ভদ্রা যখন ক্ষুধায় আকুল হ'য়ে যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য আহার করে, আর নিদ্রার সময় যখন কুটীর মধ্যে লতা পাতার বিছানা বিছিয়ে শোয়, তখন তার মনে কি হয় বলুন দিকি? আর সেই গুলি যখন আমার মনে উদয় হয়, তখন কি আর এ পাপ-প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছা করে? আহা! সরলা বালাকেও এত কষ্ট সহ্য ক'ত্তে হ'ল। হাঃ অদৃষ্ট!—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।)

রাজা। প্রিয়ে! সেকি! সে পাপিষ্ঠার জন্য আবার দুঃখ প্রকাশ ক'চ্চ! উঃ! পাপিনীর কি স্পর্দ্ধা! সভা মধ্যে এত সমৃদ্ধিশালী রূপবান ও গুণবান রাজন্যগণ থাক্‌তে কিনা একটা ব্যাধিগ্রস্ত কদাকার ইতর ব্যক্তির গলায় মাল্য প্রদান ক'ল্লে! প্রিয়ে! দেখ দিকি, হতভাগিনীর কতদূর পর্য্যন্ত সাহস, আমার অবমাননা ক'ত্তে একটুও কুণ্ঠিত হ'ল না। আহা! সভাস্থ কোন যুবরাজকে যদি পতিত্বে বরণ ক'ত্ত, তাহ'লে, আজ আমার কি আনন্দের দিন হ'ত। আমার মনে বড় আশা ছিল যে, ভদ্রাকে উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত ক'রে চিরকাল সুখ ভোগ ক'র্ব্বো। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে, পাপিনী হ'তে সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হ'ল। তা হ'তে

কিনা আমার নিষ্কলঙ্ক কুল চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হ'ল, একি কম দুঃখের কথা!—যাক্ সে পাপীয়সীর নামে আর কাজ নাই।

রাজ্ঞী। মহারাজ! বলেন্ কি!—আপনি কি একেবারে দয়ামায়া শূন্য হ'য়েচেন? যে ভদ্রাকে আপ্‌নি প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাস্‌তেন; যাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখে থাক্‌তে পাত্তেন না, যার অমৃতময় আধ আঁধ ভাঙ্গা স্বর গুলি শুনে কত আনন্দ প্রকাশ ক'ত্তেন, আজ সেই ভদ্রাকে একেবারে কেমন ক'রে ভুলে গেলেন?

রাজা। মহিষি! তুমি আর আমার সমক্ষে সে পাপিষ্ঠার নাম ক'র না। তার এরূপ গর্হিতাচরণ দেখেও তোমার মনে যে রাগের উদ্রেক হ'চ্চে না ইহাই আশ্চর্য্য! আমার অপমানে কি তোমার অপমান হয় না? যেমন সুদৃঢ়পর্ব্বত সামান্য বায়ুতে বিচলিত হয় না, তদ্রূপ নিশ্চয় জানিও সামান্য কারণে আমি ভদ্রার প্রতি অসন্তুষ্ট হইনি। এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, পিশাচিনী যেন শীঘ্র শীঘ্র কালের করাল গ্রাসে কবলিত হয়।

রাজ্ঞী। উঃ! কি নিষ্ঠুর!—আমাকে জীবিত থেকে ও ভদ্রার এরূপ অকল্যাণকর কথা শুন্‌তে হ'লো? ধিক্ আমার জীবনে! এই দণ্ডে মৃত্যু হ'লেই বাঁচি। মহারাজ! আপ্‌নি কেমন ক'রে অমন নিষ্ঠুর কথা ব'ল্লেন? আপ্‌নার হৃদয় কি একেবারে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন? আমি স্বপ্নে ও জান্‌তেম

না যে, আপ্নার মুখ হ'তে এরূপ নিদারুণ বাক্য শুন্তে হবে। নাথ! আপ্নার পায়ে পড়ি (পদ ধারণ করিয়া।) দাসীর সমক্ষে আর ওরূপ মর্ম্মভেদী কথা ব'ল্বেন্ না। মহারাজ! আমি নিশ্চয় ব'ল্তে পারি ভদ্রা কখনই অসৎ-পাত্রে পড়েনি। সে দ্বাদশ বৎসর হরগৌরীর আরাধনা ক'রেচে, তা কখনই বিফল হবে না। ভদ্রা আমার বুদ্ধিমতী, গুণবতী, ও বিদ্যাবতী সে আপ্নার মনোনীত পতিরত্নই লাভ ক'রেচে। নাথ! আপ্নি এখন রাগান্বিত হ'য়ে, তার প্রতি অনেক কটূ বাক্য ব'ল্চেন, কিন্তু পরে এর জন্য নিশ্চয়ই পরিতাপ ক'ত্তে হবে। মহারাজ! ভদ্রা একটী নিষ্কলঙ্ক কুসুম; যেমন পারিজাতপুষ্প দেবরাজইন্দ্র ভিন্ন আর কেউ ভোগ ক'ত্তে পায় না, সেই রূপ ভদ্রাকে যে, যে সে লাভ ক'র্ব্বে, তা কখনই বিশ্বাস হয় না।

রাজা। মহিষি! তুমি ও কি পাগল হ'লে? আর আমি ও সকল কথা শুন্তে চাই না। যখন পৃথিবীস্থ রাজগণ সমক্ষে আমার মস্তক অবনত হ'ল, তখন আমার আর কি বাকী আছে? আমি তোমাকে এখনও ব'ল্চি ক্ষান্ত হও, আর ও সব কথা উল্লেখ ক'র না।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আমি আর কি ব'ল্ব! আপ্নি যে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, তা আমি ভ্রমে ও জান্তেম না। ভেবে দেখুন দিকি মায়ের প্রাণ, আপ্নি ব'ল্চেন যে, "ও সব কথা আর তুলে কাজ নাই" তা কেমন ক'রে হ'তে পারে?

নাথ! আপ্নি পুরুষ মানুষ, নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তার কথা মনে না ক'রেও অনায়াসে থাক্তে পার্বেন, কিন্তু আমার সেই একমাত্র স্নেহের কন্যা, যার মুখ নিরীক্ষণ ক'রে এতদিন অনন্ত সুখে ছিলেম, এখন সেই স্নেহের প্রতিমাটী বিহনে আমি কি প্রকারে থাক্‌ব?

ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মলিন বেশে ভদ্রার প্রবেশ।

ভদ্রা। (পিতার চরণ দ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে।) পিতঃ! আমি আপ্নার দুঃখিনী ভদ্রা, আমাকে চরণে স্থান দিন।

রাজা। পাপিনি! তুই আমাকে স্পর্শ করিস্ না — তুই আমার সম্মুখ হ'তে চলে যা।

রাজ্ঞী। হাঃ! নিদারুণ বিধে! তোর মনে কি এই ছিল? উঃ! প্রাণ যে ফেটে যায়,—আর যে সহ্য হয় না। আমি এমনি হতভাগিনী যে, দীন হীন কাঙ্গালিনীর ন্যায় ভদ্রার এরূপ অবস্থা দেখেও আমার জীবন বহির্গত হ'চ্চে না! রে কঠিন প্রাণ! তুই এখনও দেহে আছিস্! আর কি দেখ্‌বি? তুই কি এর অপেক্ষাও হৃদয় বিদারক কষ্ট দেখ্‌তে ইচ্ছা করিস্? তা তোকে দেখ্‌তে দেব না। হায়! যে ভদ্রাকে আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বক্ষঃস্থল হ'তে নামাতেম না, যার একটু অসুখ হ'লে, আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'ত্তেম, যে সর্ব্বদা সখীগণে পরিবৃত হ'য়ে থাক্‌ত, যার কোমল শয্যায় ঘুম হ'ত না, রাজভোগেও

যার তৃপ্তি হ'ত না, সেই ভদ্রার এখন এই অবস্থা দেখ্তে হ'ল। উঃ! কি কষ্টকর!—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভদ্রার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক।) ওঠ্ বাছা ওঠ্, আর আমি তোর্ এদশা দেখ্তে পারিনে। আহা! এমন যে সোনার মূর্ত্তি, তা যেন একেবারে কালী হ'য়ে গেছে। আমি যেমন কপাল ক'রে এসেছি! তা নইলে তোর্ এমন দশাও আমাকে দেখ্তে হয়। (রাজার প্রতি।) মহারাজ! ভদ্রার এরূপ বেশ দেখে কি আপ্নার একটুও দয়া হ'চ্চে না? তা আপ্নাকে আর কি ব'ল্ব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

রাজা। মহিষি! তুমি নিরর্থক এত বিলাপ ক'চ্চ কেন? তুমি যার জন্য এত দুঃখ ক'চ্চ, সে কি আমাদের মান অপমানের প্রতি একবারও দৃষ্টি ক'রেছিল? ভেবে দেখ, জীবন অপেক্ষা মান অধিক। যখন আমার সেই মানই গেল, তখন আমার আর বেঁচে থাক্বার ফল কি?

রাজ্ঞী। মহারাজ! যা ব'ল্লেন তা সত্য, কিন্তু আমাকে যেন কে ব'লে দিচ্চে যে, ভদ্রা সৎপাত্রেই প'ড়েচে, তাই ব'ল্চি, ভদ্রার উপর আর বৃথা রাগ ক'র্ব্বেন না। যা হো'ক্ মহারাজ! আর আমি আপ্নাকে কিছুই বেশী ব'ল্তে চাই নে, তবে দাসীর একটী ভিক্ষা—ভদ্রা যে কি নিমিত্ত এসেচে, সেটী শুনে তার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন্।

রাজা। আচ্ছা মহিষি! তুমি ওকে জিজ্ঞাসা কর, কি নিমিত্ত এসেছে?

ভদ্রা। পিতঃ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার দুঃখিনী কন্যা। আপনার চরণে আমার একটী ভিক্ষা, সেটী হ'তে আমারে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন না। যখন আপনার কাছে ছিলাম তখন কত যত্ন, কত আদর পেতাম, কত ভাল ভাল সামগ্রী আহার ক'ত্তেম, এখন যদিও আমার সে সব গিয়েছে, তবুও আমি তাতে অসুখী নই। তবে আমার এই মাত্র ভিক্ষা,—যদি অনুগ্রহ ক'রে একটী কর্ম্ম দেন, তা হ'লে আমরা পরমসুখে কাল অতিবাহিত করি।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আর কষ্ট দেবেন না, ভদ্রার দুরবস্থা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে, ওর প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে অভিলষিত ভিক্ষাটী প্রদান করুন।

রাজা। মহিষি! তুমি আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত ক'চ্ছ—আচ্ছা,—ওকে এখন যেতে বল, কাল মন্ত্রীকে যা হয় ব'লে দেব।

[পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া ভদ্রার প্রস্থান।

রাজ্ঞী। মহারাজ! ভদ্রাকে আর সন্দিগ্ধ না রেখে একেবারে ব'লে দিলেই তো হ'তো? আহা! বাছা বড় আশা ক'রে এসেছিল, তাকে নৈরাশ ক'র্ব্বেন না।

রাজা। মহিষি! আর আমাকে কিছু ব'লনা, কেবল তোমার অনুরোধে, তার প্রার্থনায় সম্মত হ'লাম।

রাজ্ঞী। মহারাজ! যা অপ্‌নার অভিরুচি, তাই করুন্, কিন্তু।—

রাজা। প্রিয়ে! "কিন্তু" আবার কি? আর আমাকে কোন কথা ব'লনা, এখন আমি চল্লাম।

রাজ্ঞী। আচ্ছা নাথ।

[রাজা ও রাজ মহিষীর প্রস্থান।

[যবনিকা পতন।—(সমস্বর বাদ্য।)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সৌতিপুর রাজধানী।

রাজসভা।

রাজা বাহুদেব, অমাত্য ও সভাসদ্‌গণ আসীন।

পার্শ্বদেশে কতিপয় দূত ও রক্ষকগণ।

রাজা। মন্ত্রিবর! এই দুর্ব্বিসহ রাজ্যভার আর এক দিনের জন্যও বহন ক'ত্তে ইচ্ছা করি না। কারণ ভদ্রার জন্য মর্ম্মে যে কতদূর পর্য্যন্ত বেদনা ও মনোকষ্ট ভোগ ক'চ্চি তা ব'ল্‌তে পারি না। এমন যে সকল সুখের আগার স্বরূপ

সংসার আশ্রম, তা যেন আমার পক্ষে বিষতুল্য বোধ হ'চ্চে। আর তিলমাত্র এই সংসারে লিপ্ত থাক্‌তে ইচ্ছা করি না। আমার একান্ত মানস যে, কুমার ইন্দ্রভূষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে জীবনের অবশিষ্টাংশ বনে গিয়ে তপস্যায় অতিবাহিত করি।

মন্ত্রী। সেকি মহারাজ! একটা সামান্য কারণে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন—একি কখন সম্ভবে! দেখুন, কত শত রাজন্যগণ রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে কত যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন, এবং প্রাণ তুল্য পুত্র কন্যা বিয়োগে দুঃসহ মনোকষ্টে প্রপীড়িত হ'চ্চেন, তবুও তাঁরা সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন্ না। আর রাজকন্যার পরিণয় সম্বন্ধে যা ব'ল্লেন, তা আমার স্পষ্ট বোধ হ'চ্চে, তিনি কখনই অসৎপাত্রে পতিতা হন্ নি। আরও দেখুন মহারাজ! আপ্‌নি যদি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হন্, তা হ'লে রাজ্যের অনেক অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা, কারণ, রাজকুমার যদিও যৌবনসীমায় পদার্পণ ক'রেচেন, তত্রাচ তিনি যে, এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন ক'রে প্রজাদের মনোরঞ্জন দ্বারা সম্পূর্ণ যশোলাভ ক'ত্তে পার্‌বেন, এরূপ বোধ হয় না।

রাজা। মন্ত্রিবর! আপ্‌নি যা ব'ল্লেন, তা সত্য, কিন্তু আপ্‌নি যখন এই রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদে অভিষিক্ত, তখন যে,

কুমার ইন্দ্রভূষণ সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'ত্তে পার্‌বে সে বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। (রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে।) মহারাজ! দ্বারে তিনজন লোকের সহিত জনৈক বণিক উপস্থিত, আপ্‌নার অনুমতি হ'লে তাদের লয়ে আসি।

রাজা। আচ্ছা নিয়ে এস।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[রক্ষকের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার প্রতি আপ্‌নার স্নেহের আধিক্যের জন্যই এরূপ ব'ল্‌চেন, নচেৎ আমার এমন কোন বিশেষ গুণ নাই যে, আমাকে ওরূপ বলেন।

রক্ষকের সহিত সদাগর ও তিনজন লোকের প্রবেশ।

সওদাগর। (ক্রন্দন করিতে করিতে, করপুটে।) ধর্ম্মাবতার! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, রক্ষা করুন। আমার যা কিছু ছিল সমস্তই অপহৃত হ'ল।

রাজা। কেন, তোমার কি হ'য়েচে,—তুমি কে?

সওদাগর। ধর্ম্মাবতার! আমি বণিক, বাণিজ্য উপলক্ষে নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ ক'রে, আপনার রাজধানীর অন্তর্গত ক্ষীরোদ নদী দিয়ে যেতে ছিলাম, আপ্‌নার কুতঘাটের

কর্ম্মচারী বলপূর্ব্বক আমার নৌকা হ'তে সমস্ত দ্রব্যাদি অপহরণ ক'ল্লেন। আমি নিবারণ করবার চেষ্টা করাতে, যারপর নাই আমাকে অপমানিত ক'রেছেন, আর প্রহার ক'ত্তেও উদ্যত হ'য়েছিলেন। আমি ভয়ে মহারাজের নিকট পালিয়ে এসেছি। যদি অনুগ্রহ ক'রে সত্বর অনুসন্ধান ক'ত্তে অনুমতি করেন্ তা হ'লে সমস্তই জান্তে পারবেন্। ধর্ম্মাবতার! এরূপ অত্যাচার কোন রাজ্যে ও দেখি নাই!

রাজা। মন্ত্রিবর! অবিলম্বে এবিষয়ের অনুসন্ধান ক'রে অপরাধীকে এখানে আন্তে ব'লে দিন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

দুইজন রক্ষকের প্রতি কুতঘাটের কর্ম্মচারীকে আনিবার আদেশ।

রাজা। (সওদাগরের প্রতি।) আচ্ছা, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষাকর, অপরাধী ধৃত হ'য়ে আনিত হ'লে বিচার হবে।

সওদাগর। যে আজ্ঞা ধর্ম্মাবতার! আপ্নার রাজ্যে কি অবিচার হ'তে পারে, সুবিচার দ্বারা নিশ্চয়ই আমার অপহৃত দ্রব্যাদি পাব।

রাজসভার বাহিরে সওদাগর ও তৎসঙ্গী তিনজন লোকের অবস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এই দেখুন, কি ভয়ানক অত্যাচার! আমি বোধ করি রাজ্ঞীর অনুরোধে, যে নরাধমকে কুতঘাটের কার্য্যে নিযুক্ত করা হ'য়েছিল, তারই দ্বারা একার্য্য সংঘটিত হ'য়েচে। সে ভিন্ন এত সাহস আর কার হ'তে পারে! হায়! জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে এতদুঃখও লিখেছিলেন।

মন্ত্রী। মহারাজ! তাঁর কর্ত্তৃক যে, এ অত্যাচার হবে, তা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। রাজজামাতার সহিত কয়েক দিন আমার কথোপকথন হ'য়েছিল, তাতে আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তিনি একজন মহাত্মা। কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি নীতিশাস্ত্র, কি বিজ্ঞানশাস্ত্র, যে যে শাস্ত্রে তাঁর সহিত কথোপকথন হ'য়েছিল, তাহাতেই তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হ'য়েচি। আমি বোধ করি পৃথিবীতে অতি অল্প রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁরা তাঁর ন্যায় নীতি-শাস্ত্রের কুটার্থ ব্যাখ্যা ক'ত্তে সক্ষম। মহারাজ! তাঁর বিদ্যার পরিসীমা নাই, জ্ঞানের পরিসীমা নাই, মুহূর্ত্তকাল যিনি তাঁর সহিত আলাপ ক'র্‌বেন, তিনি তাঁকে ভক্তি না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বেন না। আহা! কি মনোহর বাকপটুতা, কি নীতিগর্ভ উপদেশ, কি সরলতা ও গাম্ভীর্য্য। মহারাজ! বণিক যদি রাজজামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে থাকে, তাহ'লে আমি নিশ্চয় ব'লচি তার অভিযোগ মিথ্যা ও কোন গুঢ় অভিসন্ধি প্রযুক্ত।

রাজা। মন্ত্রিবর! বিদেশীয় বণিকের কি এমন কোন

অভিসন্ধি থাক্‌তে পারে, যে সে মিথ্যা অভিযোগ ক'র্‌বে ? আপ্‌নি যে সে নরাধমের কুহকে প'ড়েছেন, তার আর সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি বালক নই, পৃথিবীতে অনেক প্রকার লোকের সহিত ব্যবহার ক'রেচি। প্রতারক আর সজ্জন অনায়াসেই নির্ব্বাচন ক'ত্তে পারি, কিন্তু আপ্‌নি আপ্‌নার জামাতার প্রতি যেরূপ কটূ কথা প্রয়োগ ক'চ্চেন, তিনি যে সেরূপ দোষী তা আমার আদপেই বোধ হ'চ্চে না।

রাজা। আর ও কথায় আবশ্যক নাই, যথেষ্ট হ'য়েচে।

দুইজন রক্ষকের সহিত কুতঘাটের কর্ম্মচারীর প্রবেশ ও রাজ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করণ।

রক্ষক। মহারাজ! ইনিই সওদাগরের দ্রব্যাদি গ্রহণ ক'রেছেন।

রাজা। মন্ত্রিবর! বণিককে এখানে আনয়ন ক'ত্তে ব'লে দিন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

রক্ষকের প্রতি সওদাগরকে ডাকিতে আদেশ ও অনতিবিলম্বে তাহার আগমন।

রাজা। (সওদাগরের প্রতি।) তোমার কি অভিযোগ ব্যক্ত কর ?

সওদাগর। (কর্ম্মচারীর প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া।) ধর্ম্মাবতার! ইনিই আমার সর্ব্বস্ব বল পূর্ব্বক অপহরণ ক'রেছেন, আমি নিতান্ত নিরাশ্রয়, নিরাশ্রিতব্যক্তির প্রতি এরূপ অত্যাচার মহারাজের রাজ্যে পূর্ব্বে কখন শুনি নাই।

রাজা। তোমার কি কি দ্রব্য অপহৃত হ'য়েচে?

সওদাগর। ধর্ম্মাবতার! আমার নৌকাতে অনেক গুলি স্বর্ণপাট ও অপরাপর মূল্যবান দ্রব্য ছিল, স্বর্ণপাটগুলি যখন আপ্‌নার ঐ কর্ম্মচারী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন্, আমি নিবারণ ক'ত্তে চেষ্টা ক'ল্লাম, তাতে উনি আমাকে নানা প্রকার অপমানের কথা ব'ল্লেন এবং প্রহার ক'ত্তে ও উদ্যত হ'লেন। আমি ভয়ে ধর্ম্মাবতারের নিকট শরণ নিলাম। আমার সঙ্গে তিনজন লোকও এসেছে, তারা সকলই জানে।

কর্ম্মচারী। মহারাজ! আমার পক্ষ হ'তে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এমত কেহই নাই। অনুমতি হয়ত দুই একটী কথা আমি উহাঁকে জিজ্ঞাসা করি?

রাজা। আচ্ছা, তা তুমি পার।

কর্ম্মচারী। (সওদাগরের প্রতি।) কয়খানি স্বর্ণপাট তোমার নৌকায় ছিল?

সওদাগর। স্বর্ণপাট কয়খানি ছিল, তা আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি না।

কর্ম্মচারী। স্বর্ণপাট তুমি কোথায় প্রাপ্ত হ'য়েচ?

১ম সাক্ষী। (প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান।)

রাজা। (প্রথম সাক্ষীর প্রতি।) তোমাদের নৌকাতে যে স্বর্ণ পাট গুলি ছিল, সে গুলি কার, তুমি ব'লতে পার?

১ম সাক্ষী। দর্ম্ম অবতার! সে গুলা মোদের কর্ত্তার।

রাজা। কে তোমাদের কর্ত্তা?

১ম সাক্ষী। ঐ যে কর্ত্তা! যার লায়ে মোরা কাম করি। মোদের কর্ত্তা এই যে এহান হ'তে বাইরে গ্যাল।

রাজা। আচ্ছা,—তোমাদের কর্ত্তা এই স্বর্ণ পাট গুলি কোথায় পেয়েছিল?

১ম সাক্ষী। আস্তার মদ্দি খরিদ করেন্।

রাজা। কোথায় খরিদ করেছে?

১ম সাক্ষী। ঐ যে কর্ত্তা,—কি কয়—কি আচ্ছোম্, মুই সেডা ঠিক কইতে নাচ্চি কর্ত্তা।

রাজা। ভাল ক'রে ভেবে বলদিকি?

১ম সাক্ষী। কর্ত্তা! মুই যে মুস্কিলে পল্লাম। সে কতা-টার যে নাগাল পাচ্চি না,—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া।) হঁ্যা কর্ত্তা পাইচি, পাইচি, সেডারে সুরুবী আচ্ছোম্ কয়।

রাজা। কি,—সুরভী আশ্রম?

১ম সাক্ষী। আজ্ঞা, অয় কর্ত্তা, অয়—

রাজা। তুমি নিশ্চয় ব'লচ যে, সুরভী আশ্রমে তোমাদের কর্ত্তা স্বর্ণ পাট গুলি ক্রয় করেছে?

১ম সাক্ষ্য। আজ্ঞা অয় কর্ত্তা! মুই ঠিক কতা বল্লাম।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

প্রথম সাক্ষীরপ্রণাম পূর্ব্বক
রাজসভা হইতে প্রস্থান।

রাজা। (দূতের প্রতি।) আর একজনকে ডাক।

দূতের প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে অন্য
একজন সাক্ষীকে লইয়া প্রবেশ।

২ য়—সাক্ষী। (প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান )

রাজা। তুমি কে?

২য়—সাক্ষী। মুই মাজী কর্ত্তা।

রাজা। কার মাজী?

২য়—সাক্ষী। হওদাগরে লায়ের কর্ত্তা।

রাজা। সওদাগরের কি হ'য়েচে জান?

২য়—সাক্ষী। কুতঘাটের দেরগা মোশাই, লা হ'তে হর্ণপাট লইচেন্।

রাজা। সে স্বর্ণপাট গুলি কার?

২য়—সাক্ষী। মোদের মুনিবের কর্ত্তা।

রাজা। তোমার মনিব স্বর্ণপাট কোথায় পেলে?

২য়—সাক্ষী। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া।) স্মুরুবী আচ্ছোমে কর্ত্তা।

রাজা। তুমি নিশ্চয় ব'ল্‌চ?

২য়—সাক্ষী। হাঁ কর্ত্তা।

রাজা। (কর্ম্মচারীর প্রতি।) তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে ত জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পার।

কর্ম্মচারী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! (দ্বিতীয়সাক্ষীর প্রতি।) কার নিকট হ'তে, তোমার মনিব স্বর্ণপাট খরিদ ক'রেছেন?

২য়—সাক্ষী। (মস্তক কুণ্ডুয়ন করিতে করিতে।) মোরা মাজীমাল্লা লোক, মোরা কি সহলকে চ্যানি, তা বল্‌বো।

কর্ম্মচারী। আমাকে চিন্‌তে পার? পূর্ব্বে আমাকে কখন দেখেচ কি?

২য়—সাক্ষী। না।

কর্ম্মচারী। আচ্ছা, যে ব্যক্তি স্বর্ণপাট লয়ে সুরভী আশ্রম হ'তে তোমাদের নৌকায় উঠেছিল, তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পার কি? ভাল ক'রে দেখদিকি, সে ব্যক্তি আমি, কি না?

২য়—সাক্ষী। (বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, কাঁপিতে কাঁপিতে।) দোই কর্ত্তা, মোকে অক্ষে কর, মুই মারিনে মুই ফেলাইনে।

রাজা। আমি তোমার কথা কিছুইত বুঝ্‌তে পাল্লেম না। কি হ'য়েছিল স্পষ্ট ক'রে বল?

২য়—সাক্ষী। দর্ম্মঅবতার! মুই নিদ্দুষী, কুতঘাটের দেরগা মোশাইকে, ডেঁড়ীরা, আর—(ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক।) মোদের—কর্ত্তা লা হ'তি ফ্যালে দেহ্যাল। মুই তহন হাল ধরেছেনু, মুই কিচুই করিনি। দোই দর্ম্ম অবতার মোরে অক্ষে কর, মুই ঠিক কতা কইচি।

কর্ম্মচারী। তুমি এতক্ষণ মিথ্যা কথা ব'ল্ছিলে কেন?

২য়—সাক্ষ্য। না কর্ত্তা, মুই তহন ঠেউরুতে পারিনে, তহন তোমার বাল কাপর ছ্যাল না, টেন্‌কি পরে ছ্যালে। দোই কর্ত্তা, তোমার পায় পরি, অক্ষে কর মুই নিদ্দুষী।

(পদতলে পতন।)

রাজা। (দ্বিতীয় সাক্ষীর প্রতি।) এখন তুমি বাহিরে যাও। (রক্ষকের প্রতি।) এদের ছেড়ে দিও না।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[ উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! বণিকের নৌকায় যা কিছু আছে, আমার সম্মুখে সমস্ত আনয়ন করান্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। (দূতের প্রতি।) তুমি বণিকের নৌকাস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি আনয়ন কর।

[দূতের প্রস্থান।

রাজা। আর সাক্ষ্য লইবার আবশ্যক করে না।

**চারিখানি সুবর্ণ পাট হস্তে করিয়া একজন দূতের প্রবেশ ও রাজসমীপে তাহা রক্ষাকরণ।**

কর্ম্মচারী। মহারাজ! এই স্বর্ণপাট গুলির নির্ম্মাণ কৌশল অতিচমৎকার। প্রত্যেক খানিকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ ক'ল্লেও তা কোন মতেই সম্ভব ব'লে বোধ হয় না। আমি নিজ হস্তে নির্ম্মাণ ক'রেছি

জন্যই জানি,—আমি ভিন্ন সে কৌশল আর কেহ জানে। যদি বণিক সেই কৌশল প্রদর্শন করায়, তা লে আমি মুক্তকণ্ঠে এই মহান সভা সমীপে ব'ল্‌ছি যে, স্বর্ণপাট গুলি বণিকেরই।

রাজা। (একজন দূতের প্রতি।) বণিক্‌কে এখানে আনয়ন কর।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

দূতের প্রস্থান ও অনতি বিলম্বে
সওদাগরকে লইয়া প্রবেশ।

রাজা। (সওদাগরের প্রতি।) স্বর্ণপাট কয়খানি তুমি কৌশলে দ্বিভাগে বিভক্ত ক'ত্তে পার? চেষ্টা কর যদি পার।

সওদাগর। (একখানি স্বর্ণপাট লইয়া নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও দ্বিভাগ করিতে অশক্ত হইয়া।) ধর্ম্মাবতার! বিনা অস্ত্র সাহায্যে দ্বিখণ্ড করা যায় না।

কর্ম্মচারী। মহারাজ! অনুমতি হয়ত, আমি এর নির্ম্মাণ কৌশল প্রদর্শন করাই?

রাজা। আচ্ছা প্রদর্শন করাও।

কর্ম্মচারী। (একখানি স্বর্ণপাট হস্তে লইয়া তাল বেতাল স্মরণ ও স্বর্ণপাট খানি দ্বিখণ্ড হওন এবং দুই হস্তে দুই খণ্ড ধারণ পূর্ব্বক।) এই দেখুন মহারাজ।

সভাস্থ সকলে। তাইত! তাইত! এ যে বড় আশ্চর্য্য। এমন অদ্ভুত কৌশল কখনও তো দেখি নাই।

রাজা। (একজন রক্ষকের প্রতি।) বণিক্‌কে স্থানান্তরে রাখ।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[ সওদাগরকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

রাজা। (কর্ম্মচারীর প্রতি।) তুমি এত স্বর্ণ কোথায় পেলে?

কর্ম্মচারী। মহারাজ! আমি যেখানে প্রাপ্ত হইনা কেন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা আমি দর্শায়েছি যে, স্বর্ণ পাট গুলি বণিকের নয়, সেগুলি আমার।

দূতের সহিত কতিপয় লোকের নৌকাস্থিত দ্রব্যাদি লইয়া আগমন ও তৎসঙ্গে একটী কুষ্ঠগলিত স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

স্ত্রীলোক। (কর্ম্মচারীর নিকট অগ্রসর হইয়া।) হা নাথ!— (পতন ও মূর্চ্ছা।)

কর্ম্মচারী। (স্বগত।) একি! এ স্ত্রীলোকটী আমাকে এরূপ সম্বোধন ক'ল্লে কেন?

রাজা। (সব্যস্তে।) একি! একি! (রক্ষকের প্রতি।) শীঘ্র একজন কিঙ্করীকে জল সহিত এখানে আস্‌তে বল।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[ রক্ষকের প্রস্থান।

রাজা। দেখুন মন্ত্রীবর! এই কুষ্ঠ গলিত স্ত্রীলোকটী বোধ হয় ঐ ব্যক্তির বিবাহিতা ভার্য্যা।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি ত এর কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। এই ঘটনার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গুঢ় কথা প্রচ্ছন্ন আছে।

রাজা। তা যাই থাক, কিন্তু আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হ'চ্চে যে, ঐ স্ত্রীলোকটী ঐ ব্যক্তির স্ত্রী।

রক্ষকের সহিত একজন কিঙ্করীর জল
সহ প্রবেশ ও তৎকর্ত্তৃক
কুষ্ঠগ্রস্ত স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

স্ত্রীলোক। হৃদয়েশ্বর!—আমি আপ্‌নার শ্রীচরণে কি কোন অপরাধ ক'রেছি যে, আপ্‌নি আমার প্রতি অপ্রসন্ন? আপ্‌নার চরণ স্পর্শ ক'রে ব'ল্‌ছি, দিবানিশি আপ্‌নার ধ্যানেই আমি এতদিন অতিবাহিত ক'রেছি। নাথ! আপ্‌নার ভাব দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্চে,; বলুন, দাসী আপ্‌নার পাদপদ্মে কি অপরাধে অপরাধিনী, তা জান্‌তে পাল্লে এখনই এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করি।

কর্ম্মচারী। তুমি কে? আর কি জন্যই বা আমাকে ও রূপ সম্বোধন ক'চ্চ? আমার ত স্মরণ হ'চ্চে না যে, পূর্ব্বে কখনও তোমাকে দেখেছি।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি।) ওঃ!—পামরের কি শঠতা দেখেছেন! ঐ কুষ্ঠগ্রস্ত স্ত্রীলোকটীকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'চ্চে না।

স্ত্রীলোক। সেকি মহারাজ! আপ্‌নার মুখ হ'তে আমাকে এনিদারুণ কথা শুন্‌তে হ'ল, এযে স্বপ্নের অগোচর! হাঁ অদৃষ্ট!—( পতন ও মূর্চ্ছা। )

রাজা। একি! আবার যে মূর্চ্ছা!—( কিঙ্করীর প্রতি। ) চক্ষে শীঘ্র জল প্রক্ষেপ কর।

কিঙ্করীর জল প্রক্ষেপ।

রাজা। ( মন্ত্রীর প্রতি। ) দেখুন, ঐ নরাধমের অপেক্ষা পাষণ্ড আর এজগতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। ঐ স্ত্রীলোকটীকে পত্নী ব'লে স্বীকার ক'ল্লে, যদি ওর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়, সেই ভয়ে পামর ওকে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় উত্তর দিচ্ছে। স্ত্রীলোকটীর কথাতে বিলক্ষণ বোধ হ'চ্চে যে, ও একটী আদর্শসতী। কুষ্ঠগলিত ও নীচবংশজাত হ'লেও ও স্ত্রী একটী রমণীরত্ন। ওর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার নিতান্ত পাষণ্ডের কার্য্য।

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐ স্ত্রীলোকটী আপ্‌নার জামাতার ভার্য্যা ব'লেই আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে, কিন্তু কেন যে উনি তা স্বীকার করেন্‌ না, তা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না, ঐ স্ত্রীরত্নের অকৃত্রিম প্রণয় ও পতিভক্তি এবং মনোহর বাক্‌পটুতা দেখে আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে যে, উনি মহৎ কুলোদ্ভবা।

কুষ্ঠগ্রস্ত স্ত্রীর সংজ্ঞা লাভ ও কর্ম্মচারীর পদধারণ পূর্ব্বক রোদনস্বরে।

জীবীতেশ্বর! যদি আমি আপ্নার শ্রীচরণে কোন অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা করুন্। আপ্নি ভিন্ন এ দাসীর আর কোন গতি নেই। মহারাজ! আমি নিশ্চয় ব'ল্চি, আমার জীবনে একটীবার মাত্র আপ্নার অবাধ্য হ'য়েচি, তাই এতদিন তার প্রতিফল ভোগ ক'চ্চি। হায়! কেন আমি পরোপকার সাধন জন্য আপ্নার অনুমতি অবহেলা ক'রে কুটীর ত্যাগ ক'রেছিলেম। (ক্রন্দন।)

রাজা। মন্ত্রিবর! যতই শুন্চি ততই যেন বিস্মৃত হ'চ্চি। ঐ স্ত্রীলোকটী ও ব্যক্তিকে " মহারাজ " ব'লে সম্বোধন ক'ল্লে। আবার ব'ল্চে, " কেন আমি কুটীর ত্যাগ ক'রেছিলেম। " যদি রাজা হয়, তবে তার আবার কুটীর বাস কেন? স্বর্ণ-পাটগুলি ও বহুমূল্যের, এত স্বর্ণই বা কোথা পেলে? আবার ব'ল্চে, " নিজ হস্তে প্রস্তুত ক'রেছি। " মন্ত্রিবর! আমিত এর কিছুই বুঝ্তে পার্লাম না।

কর্ম্মচারী। (কুষ্ঠগ্রস্ত স্ত্রীলেকের প্রতি।) আমি "মহারাজ" ত নই, কেন তুমি আমাকে মহারাজ ব'ল্চ? আর কুটীর ত্যাগের কথা কি ব'ল্লে, তা ভাল ক'রে বল দিকি? তোমার আদ্যোপান্ত পরিচয় স্পষ্টরূপে প্রকাশ কর।

স্ত্রীলোক। (স্বগত।) হায়! যাঁর প্রণয়রূপ শান্তি তরু-মূলে বসে আমি স্বর্গ সুখ অনুভব ক'রেছি, যাঁর সুমধুর বাক্য

সুধাপানে কর্ণ বিবর ও হৃদয় চরিতার্থ ক'রেছি, যিনি মূহুর্ত্ত-কাল আমাকে বিষাদিত দেখ্‌লে অস্থির হ'তেন, এবং কিসে আমার চিত্ত বিনোদন হবে, তাতেই বিব্রত থাক্‌তেন। আজ কি না আমাকে তাঁর নিকট পরিচয় দিতে হ'ল! হাঃ শনি-দেব! তোমার মনে কি এই ছিল! উঃ! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়। (কর্ম্মচারীর প্রতি।) মহারাজ! যে মন্দভাগিনী আপ্‌নার সম্পদের অধিকারিণী ছিল, যে আপ্‌নার বিপদের সহচরী, যে দুর্ম্মতি বশতঃ আপ্‌নার আদেশ, অবহেলা ক'রে, কাষ্ঠ-ছেদকদিগের আশ্রয় চ্যুত হ'য়ে, দুষ্ট নর পিশাচ বণিকের বন্দিনী হ'য়েছিল, আমি আপ্‌নার সেই অবাধ্য দাসী। প্রাণেশ্বর! দাসী শ্রীচরণে আশ্রিত, মার্জ্জনা করুন। (পদধারণ।)

কর্ম্মচারী। এঁ্যা—তুমি কি আমার প্রাণপ্রতিমা শান্তি দায়িনী চিন্তা! যার জন্য আমি দিবারাত্র চিন্তাকুল!—তবে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কে ক'ল্লে? তোমার সহিত আমার প্রাণেশ্বরী চিন্তার, তো কোন সৌসাদৃশ্য নাই।

স্ত্রীলোক। নাথ! যখন দুর্দ্দান্ত বণিক কর্তৃক আমি নৌকাতে উত্তোলিত হই, তখন মনে বড় ভয় হ'ল, পাছে দুরাচার আমার প্রতি কোন অত্যাচার ক'রে। সেই জন্য সূর্য্যদেবকে আরাধনা ক'রে এই কুষ্ঠগ্রস্ত দেহ প্রাপ্ত হ'য়েচি, নাথ! এরূপ দেহ প্রাপ্ত হ'য়ে মনোমধ্যে এই প্রতিজ্ঞা ক'ল্লেম, যদি আপ্‌নার শ্রীচরণ পুনঃ দর্শন পাই, তা হ'লে সূর্য্যদেবকে স্মরণ ক'রে পূর্ব্বদেহ পুনঃ গ্রহণ ক'র্ব্বো। প্রাণেশ্বর!

আজ আমার সেই সুখের দিন উপস্থিত। (করযোড়ে সূর্য্যদেবকে ধ্যান ও পূর্ব্বরূপ যৌবন সম্পন্ন কলেবর প্রাপ্তি।)

রাজা। একি! একি! এত বড় আশ্চর্য্য! কোথায় কুষ্ঠ-গলিত বেশ,—না—ভুবন মোহিনী রূপ।

কর্ম্মচারী। (হতবুদ্ধি হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ও অনিমেষ নেত্রে ভুবনমোহিনী ললনার প্রতি নিরীক্ষণ।)

স্ত্রীলোক। নাথ! আপ্‌নার শ্রীচরণ ভিন্ন দাসীর আর কোন আশা নেই, আপ্‌নার শ্রীচরণ সেবা করবার জন্য পর্ণ-কুটীরকে রাজপ্রাসাদ জ্ঞান ক'রেছি, অরণ্যকে মহা সমৃদ্ধিশালী নগর জ্ঞান ক'রেছি, আপ্‌নার সহবাস সুখের নিকট স্বর্গ-সুখকেও তাচ্ছিল্য করি। নাথ! দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন্। (পদতলে পতন ও ক্রন্দন।)

কর্ম্মচারী। (অশ্রু বিগলিত নেত্রে রূপবতী কামিনীর হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক।) একি প্রিয়তমে! তুমি?—আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী, তুমি? যার জন্য আমি নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ ক'রেছি, যার জন্য অবমানিত হ'য়েও এখানে অবস্থান ক'চ্চি, যার বিরহে দিবানিশি দগ্ধ হ'চ্চি, আমার সেই অমূল্য নিধি, সেই চিত্ত বিনোদিনী,—তুমি? উঠ, সাধ্বি! উঠ, আর ক্রন্দন ক'রোনা, আজ আমাদের দুঃখ নিশা অবসান হ'ল।

---

শনি কর্ত্তৃক দৈববাণী।

আজ হ'তে হে রাজন! তব দেহ ছাড়ি,—
চলিলাম আমি। করি আশীর্ব্বাদ এবে
কর রাজ্য ভোগ সুখে, সহ চিন্তা ভদ্রা—
অমূল্য রমণী রত্ন, সতীর আদর্শ।
প্রাগ্ রাজ্য বাসী যত, নর নারীগণ,
তোমার বিহনে সদা আকুল অন্তর।
যাও বৎস নিজ রাজ্য ;—আজ হ'তে হব,
আমি নিরন্তর, তব মঙ্গল প্রত্যাশী!